সঙ্কল্প-কল্পদ্রুমের পদ্যানুবাদ

সাধন সোপান



প্রকাশক ঃ- শ্রী কিশোরী দাস বাবাজী

॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরনম্ ॥

॥ সঙ্কল্প-কল্পদ্রুমের পদ্যানুবাদ ॥

সাধন সোপান

ভট্টপল্লী নিবাসী

প্রায়ত রামদয়াল ঘোষ

কর্তৃক পদ্যানুবাদিত

বৈষ্ণব রিসার্চ ইনষ্টিটিউট হইতে—

কিশোরী দাস বাবাজী

কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত

নিতাই গৌরাঙ্গ গুরুধাম

জগদ্‌গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট।

শ্রীচৈতন্যডোবা পোঃ—হালিসহর, উত্তর ২৪ পরগণা।

পশ্চিমবঙ্গ ফোন—২৫৮৫-০৭৭৫

প্রকাশক-

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী
জগদ্‌গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট
শ্রীচৈতন্য ডোবা, পোঃ—হালিসহর
উত্তর ২৪ পরগণা।

প্রথম সংস্করন

১৪১৩ বঙ্গাব্দ ১৭ মাঘ—শ্রীনিত্যানন্দ ত্রয়োদশী

ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ

১। শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী
শ্রীচৈতন্যডোবা পোঃ—হালিসহর উত্তর ২৪ পরগণা :
পশ্চিমবঙ্গ ফোন—২৫৮৫-০৭৭৫

২। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, বিধান সরণী কলিকাতা—৭০০০০৬
ফোন—২২৪১-১২০৮

৩। শ্রীশ্যামসুন্দরানন্দ দেব গোস্বামী
শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দির নরপোতা পোঃ—তমলুক
পিন—৭২১৬৩৬ পূর্ব মেদিনীপুর

৪। মহান্ত শ্রীনিবাস দাস মহারাজ
সিদ্ধবকুল মঠ, বালিসাহি।
পুরী—৭৫২০০১ উড়িষ্যা।

ভিক্ষা-ত্রিশ টাকা।

মুদ্রাকর—শ্রীশ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভক্তি প্রেস ॥ শ্রীচৈতন্য ডোবা ॥ হালিসহর

॥ সম্পাদকীয় ॥

পরম করুণাময় শ্রীশ্রীনিতাই-গৌর সীতানাথের অহৈতুকী করুনায় সঙ্কল্প কল্পদ্রুম গ্রন্থখানির পদ্যানুবাদ শ্রীসাধন সোপান গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইল। গ্রন্থখানির লেখক শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, পয়ারানুবাদক প্রয়াত শ্রীরাম দয়াল ঘোষ। সঙ্কল্প কল্পদ্রুম অর্থাৎ সঙ্কল্প কল্পবৃক্ষ। কল্পবৃক্ষ সমীপে যাহা চাওয়া যায় তাহাই পাওয়া যায়। সঙ্কল্প-কল্পবৃক্ষ অর্থাৎ সাধকের সাধনার চরম প্রাপ্তির আকাঙ্খার কল্পবৃক্ষ। তাই ঠাকুর নরোত্তম প্রেমভক্তি চন্দ্রিকায় বলিয়াছেন—

যুগল চরন সেবি নিরন্তর এই ভাবি
অনুরাগে থাকিব সদায়।
সাধনে ভাবিহ যাহা সিদ্ধ দেহে পাব তাহা
রাগপথের এই যে উপায়॥
সাধনে যে ধন চাই সিদ্ধ দেহে তাহা পাই
পক্কাপক্ক মাত্র সে বিচার।
পাকিলে সে প্রেমভক্তি অপক্কে সাধন গতি
ভকতি লক্ষন তত্ত্বসার॥

সর্ব সাধনের তত্ত্বসার ব্রজভাবানুগত্যে সখীর অনুগতা মঞ্জরী স্বরূপে শ্রীরাধা গোবিন্দের নিত্যলীলায় সেবা অধিকার প্রাপ্তির আকাঙ্খায় গ্রন্থকার নিত্য মঞ্জরী স্বরূপে সর্বক্ষন সর্বকাল সেবায় ব্রতী হইবার যে আকাঙ্খার ভাব বৈচিত্র পরিস্ফুষ্ঠ করিয়াছেন। তাহাই সকল সাধকের নিকট সঙ্কল্প-কল্পদ্রুম সদৃশ। সর্বক্ষন গ্রন্থকার মঞ্জরী স্বরূপে শ্রীমতী রাধিকার সঙ্গে অবস্থান করতঃ নিজে তাঁহার সর্ব্বানুরূপ সেবায় ব্রতী হইয়া সেবানুরাগের যে ভাব বৈচিত্র পরিস্ফুট করিয়াছেন তাহা যুগল কিশোরের সেবা প্রাপ্তির অভিলাষী সমস্ত সাধকগণের বিশেষ উপভোগ্য বিষয়।

অনুবাদক ভট্টপল্লীবাসী শ্রীরামদয়াল ঘোষ মহাশয় গ্রন্থখানির ভাব তাৎপর্য্যে শ্রীগৌরাঙ্গলীলা বৈচিত্র সঙ্গে সংযোজন করিয়া মধুরে মধুর সম্মিশ্রন করিয়াছেন। অর্থাৎ অষ্টকালীয় লীলা আস্বাদনে শ্রীগৌর-গোবিন্দের সমন্বয় ঘটিয়ে সাধকের স্মরন মনন লীলা রস আস্বাদন ও উভয় লীলায় ভাবানুরূপ সেবার স্বরূপ পরিস্ফুট করিয়াছেন। তাই ঠাকুর নরোত্তম লিখিয়াছেন—

গৌর প্রেম রসার্ণবে সে তরঙ্গের যেবা ডুবে
শ্রীরাধামাধব অন্তরঙ্গ॥

গৌরের নবদ্বীপ লীলাকে আশ্রয় করিয়া ব্রজ লীলায় প্রবীষ্ট হয়ত শ্রীরাধারাণীর দাসীত্ব প্রাপ্ত হওয়ায় যায়। শ্রীরাধার ভাব কান্তি সমন্বিত শ্রীগৌর সুন্দর সপার্ষদে ব্রজলীলা আস্বাদন উপলক্ষ্যে সাধককে গৌর অনুগত্যে ব্রজলীলা রস আস্বাদনের পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাই সাধক সর্ব্বকালের গৌর লীলা আস্বাদনের মাধ্যমে ব্রজ লীলা রস আস্বাদন করিতেছেন। অনুবাদক শ্রীরামদয়াল ঘোষ মহাশয় ব্রজ লীলার সঙ্গে গৌর লীলার অষ্ট কালীন লীলা বৈচিত্র পরিস্ফুট করতঃ সাধক স্বরূপে গৌর লীলায় ও সিদ্ধ স্বরূপে ব্রজ লীলায় সেবানুগত্যের ভাব পরিস্ফুট করতঃ সাধকের সাধনের নিত্য সেবা প্রাপ্তির ভাব উদ্দিপনের সহায়তা করিয়াছেন। তাই অনুবাদের সাধন সোপান নাম করন যথার্থ ই সার্থক হইয়াছে।

আলোচ্য গ্রন্থখানি শ্রীমদদ্বৈত বংশাবতংস শ্রীল রাধিকা নাথ গোস্বামী প্রভুর আশ্রিত ভট্টপল্লী নিবাসী শ্রীরাম দয়াল ঘোষ মহাশয় পদ্যানুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন। অধুনা বসিরহাট নিবাসী শ্রীগৌর গোবিন্দের লীলা রস মাধুর্য্য তত্ত্বজ্ঞ প্রবীন ভকত প্রবর শ্রীশচীনন্দন দাস মহাশয় পরমাগ্রহের সহিত গ্রন্থ খানি প্রদান করিয়া প্রকাশ কারনে আমাকে বিশেষ ভাবে উদ্বুদ্ধ করেন। তাঁহার ঐকান্তিক আগ্রহ ও বিশেষ আর্থিক সাহায্যে গ্রন্থখানি মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইল। এই গ্রন্থ প্রকাশনে আমার কোন

কৃতিত্ব নাই। ভকত প্রবর শ্রীশচীনন্দন দাস মহাশয়ের অভিলাষ পূরণের উপলক্ষ্যে তৎ প্রদত্ত গ্রন্থখানি লইয়া তাহার নির্দ্দেশ মত গ্রন্থের পয়ার অনুবাদটি প্রকাশ করিলাম। সুধী ভক্তমণ্ডলী আমার সর্ব্বানুরূপ ত্রুটি মার্জ্জনা করিয়া প্রাচীন বৈষ্ণব শাস্ত্র প্রকাশনা কার্য্যের কৃপাশক্তি সঞ্চারে ধন্য করুন।

শ্রীশ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভক্তিমন্দির
জগদ্‌গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট
শ্রীচৈতন্য ডোবা ॥ পোঃ—হালিসহর
উত্তর ২৪ পরগণা ॥ পশ্চিমবঙ্গ
১৪১৩ বঙ্গাব্দ।

— নিবেদক—
শ্রীগুরু বৈষ্ণব কৃপাভিলাষী
দীন—
কিশোরী দাস

শ্রীশ্রীরাধা গোবিন্দের অষ্ট কালীয় লীলার কাল নিরূপন।

সিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণদাস বাবার বর্ণিত দণ্ডাত্মিকা গ্রন্থের সময় কালের নিয়ম অনুযায়ী সাধক বৃন্দের শ্রীলীলাস্মরণ কার্য্যের সহায়ক হিসাবে ঘন্টা-মিনিট নিয়মে সময় বর্ণিত হইল।

দিবালীলা

লীলার বিষয়	লীলা আরম্ভ	লীলা শেষ
১। প্রাতঃকালে শ্রীরাধার দন্ত ধাবন স্নান ও বেশভূষা—	৬।০০ মিঃ	৬।২২* মিঃ

২।	নন্দীশ্বরে গমন—	৬।২২* "	৬।৪৫ "
৩।	বিবিধ রন্ধন —	৬।৪৫ "	৮।৩৭* "
৪।	কৃষ্ণের ভোজন—	৮।৩৭* "	৯।০০ "
৫।	শ্রীরাধার প্রসাদ সেবন —	৯।০০ "	৯।২২* "
৬।	শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠে গমন—	৯।২২* "	—
৭।	শ্রীরাধার গৃহে আগমন—	৯।২২* "	৯।৪৫ "
৮।	সূর্য্য পূজার আয়োজন—	৯।৪৫ "	১০।৭* "
৯।	সূর্য্যালয়ে গমন—	১০।৭* "	১১।১৫ "
১০।	শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ মিলন—	১১।১৫	১২।০০ "
১১।	হিন্দোলা, জলকেলি, পাশাখেলা ভোজন ও শয়ন—	১২।০০ "	২।১৫ "
১২।	সূর্য্যলয়ে গমন—	২।১৫ "	৩।০০ "
১৩।	সূর্য্য পূজা—	৩।০০ "	৩।২২* "
১৪।	শ্রীরাধার গৃহে আগমন—	৩।২২* "	৪।৫২* "
১৫।	স্নান ও সখীগণ সহ প্রসাদ গ্রহন—	৪।৫২* "	৫।১৫ "
১৬।	মালাগাঁথা, পান বীড়া বন্ধন, চন্দন ঘরষন—	৫।১৫ "	৬।০০ "

রাত্রিলীলা

	লীলার বিষয়	লীলার আরম্ভ	লীলা শেষ
১।	সন্ধ্যায় পথ শ্রমেশয়ন—	৬।০০ মিঃ	৬।৪৫ মিঃ
২।	রন্ধন কার্য্য—	৬।৪৫ "	৭।৩০ "
৩।	শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ আগমন—	৭।৩০ "	—
৪।	সখীগন সহ ভোজন—	৭।৩০ "	৮।১৫ "

৫।	শয়ন ও অভিসার আয়োজন	—৮।১৫	,,	৮।৩৭*	,,
৬।	অভিসার—	৮।৩৭*	,,	৯।৪৫	,,
৭।	সঙ্কেত স্থানে মিলন—	৯।৪৫	,,	—	
৮।	মালা-পান-চন্দন সেবন—	৯।৪৫	,,	১০।৩০	,,
৯।	রাসাদি কৌতুক—	১০।৩০	,,	১০।৫২*	,,
১০।	নিকুঞ্জ বিহার—	১০।৫২*	,,	১২।২২*	,,
১১।	কুসুম যুদ্ধ ও শয়ন—	১২।২২*	,,	১২।৪৫*	,,
১২।	ভোজন বিলাস—	১২।৪৫	,,	২।১৫	,,
১৩।	রতি রস বিলাস—	২।১৫	,,	৩।০০	,,
১৪।	নিদ্রা —	৩।০০	,,	৩।৪৫	,,
১৫।	গাত্রোত্থানান্তে বিদায়—	৩।৪৫	,,	৪।৩০	,,
১৬।	স্বগৃহে গমন—	৪।৩০	,,	৫।১৫	,,
১৭।	নিদ্রান্তে গাত্রোত্থান—	৫।১৫	,,	৬।০০	,,

বিঃ দ্রঃ— * এইরূপ চিহ্নিত স্থানকে অর্দ্ধ মিনিট জানিতে হইবে।
১ দণ্ড—২৪ মিনিট, সাড়ে সাত দণ্ডে ১ প্রহর, ১ প্রহর—৩ ঘণ্টা।

শ্রীশ্রীগৌর শশী বিজয়তে

॥ শ্রীশ্রীসংকল্প কল্পদ্রুম ॥

সাধন সোপান

শ্রীমঙ্গলাচরণ

শ্রীগোরাশশী পক্ষে

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু শ্রীপদ মহিমা।
বিধি শিব শেষ আদি নাহি পান সীমা॥
এ কলিপাবন প্রভু কৃপা অবতার।
ব্রহ্মাদির অগোচর সেবা সুখ তাঁর॥
এ হেতু প্রভুর যত মামস সেবন। ভকত সমাজ তাঁর করেন কীর্ত্তন॥
প্রভুর এ মানসিকী সেবা মহাধন।
নিতি নিতি প্রভু ভক্ত করেন স্মরণ॥
অজ্ঞান আঁধার নাশি গোরা সুধাকর।
নদীয়া উদয়াচলে উদিত সুন্দর॥
প্রভুর দৈনিক লীলা চরিত মোহন।
হৃদয় মন্দিরে নিতি চিন্তে ভক্তগণ॥
সে লীলা চরিতে মম শত নমস্কার।
সে লীলা চরিত হক মম কণ্ঠ হার॥
কি রূপে এ মানসিক সেবার স্মরণে।
প্রভু সেবা পরিণামে পাবে প্রার্থিগণে॥
গৌরাঙ্গ চরণাম্বুজ হৃদি মাঝে ধরি।
সে স্মরণ রীতি কহি সুবিস্তার করি॥ ১॥

শ্রীরাধামাধব পক্ষে

বৃন্দাবন অধীশ্বরি! কি কহিব আমি।
তরুলতা গুনাবলী কারুণ্য সৌভাগ্য কেলি
রূপলীলা সিন্ধু হও তুমি॥
যবে তুমি রসময়ি সখী পরিবৃত হই
বিরাজ করহ কান্ত সনে।
তখন তোমারে সেবি তোমা সুখ দিতে দেবি
সদা মোর সাধ হয় মনে॥
তাই কৃপা পরকাশি নিজ ভাবি মোরে দাসী
ও চরণে কর এই বার।
যে হতে ও পদ হীন সে হতে গো চিরদিন
আসি যাই এভব মাঝার॥ ২॥

অথ শ্রীঅষ্ট কালীন লীলার সার
শ্রীগৌরশশী পক্ষে

কৃপা সিন্ধু গোরা ইন্দু কাঙ্গাল শরণ।
হেন দিন এ অধম পাবে কি কখন॥
তব পদাম্বুজে পাই বাস অধিকার।
তব সেবা কাজে রত রবে অনিবার॥
কি নিশান্তে; কি বা প্রাতে, পূর্বাহ্ন সময়।
কি মধ্যাহ্ন; অপরাহ্ন, কি সায়াহ্ন হয়॥
কি প্রদোষ, কিবা নিশি, এ অষ্ট সময়।
ও পদ সেবিতে মম বড় সাধ হয়॥
তব ভক্ত অনুগত হই অনুক্ষন।
কায়মনোবাক্যে করি তোমার সেবন॥

তপন উদয় অগ্রে ছয় দণ্ড আগে।
কবে আমি শেজ হতে উঠি সানুরাগে॥
নিশান্তে সেবার দ্রব্য সুখে আহরিব।
শয়ন উত্থান তব প্রতীক্ষা করিব॥
নিশান্তে উঠিবে যবে শয়ন পাসরি।
তোমারে সেবিব তব ভক্ত আজ্ঞা ধরি॥
সুবাসিত স্নিগ্ধ নীর সুগন্ধ মাজন। সুবর্ণ রচিভ নব রসনা শোধন॥
নিরমল জলপুর্ণ রজতের ঝারী। শরীর মার্জ্জনী আদি, নদীয়া বিহারি॥
এই সব সেবা দ্রব্য লই সেইক্ষণে।
তব মুখাম্বুজ আদি ধোয়ার যতনে॥
পরে প্রাতঃকালে ছয় দণ্ডের ভিতরে।
তোমারে গঙ্গায় স্নান করাব সাদরে॥
পূজাদি সমাপি তুমি হরষিত মনে।
ভোজন বিলাস প্রভো! কর ভক্ত সনে॥
তবে ছয় দণ্ড কাল পূর্ব্বাহ্নে সদাসে।
স্ববাসে স্বদাসবাসে বিহর উল্লাসে॥
মধ্যাহ্নে দ্বাদশ দণ্ড নিজগণ সঙ্গে।
কীর্ত্তন উদ্যান কেলি কর মহারঙ্গে॥
হেন দিন কবে নাথ! হইবে আমার।
আঁখি ভরি নিরখিব সে লীলা তোমার॥
অপরাহ্ন ছয় দণ্ড মহানন্দ ভরে। সগণে বেড়াও তুমি নগরে নগরে॥
তবে ছয় দণ্ড কাল সায়াহ্ন সময়। বিহর সরস মনে আপন আলয়॥
প্রদোষে ছ'দণ্ড প্রভো! শ্রীবাস প্রাঙ্গণে।
হরি কথা সুধা পানে রত গণসনে॥
নিশায় দ্বাদশ দণ্ড সে লীলা অঙ্গনে।
পরানন্দে কিছু ক্ষণ রত সঙ্কীর্ত্তনে॥
কীর্ত্তন বিলাস অন্তে আসি নিজ ধাম।

শয়ন মন্দিরে শুতি রহ গুণধাম ॥
হে প্রভো ! করুণা সিন্ধু হৃদি অধীশ্বর ।
অপরাধ হতে মোরে রক্ষ নিরন্তর ॥
যেন হে নিরপরাধে ভজি ও চরণ ।
তব সেবা লভি হই সফল জীবন ॥

---

* শ্রীরাধামাধব পক্ষে *

নিশি অবসানে বিরস বয়ানে পাসরি নিকুঞ্জ গেহ ।
চঞ্চল চরণে করেন গমন নিজ প্রিয় গোষ্ঠে যেঁহ ॥
কিবা প্রাতে কিবা সায়ং কালে, যেঁহ আপন জনের সনে ।
দিব্য গোদোহন ভোজন বিলাস করেন সরস মনে ।
পূর্বাহ্নে যে জন প্রিয় সখা সনে যমুনা পুলিন বনে ॥
গোচারণ লীলা রস কেলি নানা করেন প্রফুল্ল মনে ।
মধ্যাহ্ন উদয়ে নিশি সমাগমে শ্রীবৃন্দা বিপিনে যেঁহ ॥
শ্রীরাধা সহিত করেন বিলাস প্রকাশি বিমল লেহ ।
অপরাহ্ন বেলি গোচারণ কেলি সমাপি বয়স্য সঙ্গে ॥
প্রিয় গোষ্ঠে পুনঃ হন উপনীত যে জন পরম রঙ্গে ।
প্রদোষ উদয়ে সুহৃদ্ সহিত বিহরি আনন্দ ভরে ॥
সবার অন্তর ভাসান যে জন সুখের সাগর পরে ।
হেন কৃষ্ণচন্দ্র গোকুল জীবন বিতরি করুণা কণ ;
অপরাধ হতে করুন রক্ষণ আমাসবে অনুক্ষন ॥

অথ নিশি লীলা

শ্রীগৌর শশী পক্ষে

সঙ্কীর্ত্তন আয়োজন হলে সমাপন । শ্রীবাস অঙ্গনে তুমি বিহর কেমন ॥

তোমার আদেশ পাই ভকত সকলে।
সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভণ করে কুতূহলে॥
কিবা ভঙ্গী করি তুমি দাঁড়াও অঙ্গনে।
নিরখি আনন্দনীরে ভাসে ভক্তগণে॥
দক্ষিনে নিতাই শোভে বামে গদাধর।
সম্মুখে অদ্বৈত চাঁদ যোড় করি কর॥
দুইপাশে হোল খোল মৃদঙ্গ বাদন।
ভক্ত করে করতাল শোভে কি মোহন॥
ফুল মালে খোল পূজি উচ্চ হরিনাদে।
বাদকে বাজায় খোল—কিবা নানা ছাঁদে॥
বাদকে বাজনা বোল বলি উচ্চ স্বরে।
মধুর মৃদঙ্গ বায় কত ভঙ্গী ভরে॥
করতাল ধ্বনি তাহে মিশ্রিত হইয়া।
সুস্বরে সবার মন লইছে কাড়িয়া॥
দ্রুত হতে দ্রুততর উচ্চ উচ্চ ধ্বনি।
নিমিখে ছাইল কিবা নিখিল অবনী॥
অন্তরের স্তরে স্তরে পশি সেই নাদ।
ভকত হৃদয় গেহে ঘটাল উন্মাদ॥
সে মধুর বোল ছুটি শিরায় শিরায়।
ভক্ত অঙ্গ প্রতি অঙ্গ সভঙ্গে নাচয়॥
ভক্ত দারা সুতা আদি পুরাঙ্গনা সনে।
আপনা পাসরে আই সে ধ্বনি শ্রবনে॥
অন্তরীক্ষে সুরগণ প্রেমানন্দ ভরে।
ঘন ঘন সে অঙ্গনে পুষ্প বৃষ্টি করে॥
সপ্রেমে রাগিনী ভাঁজি শ্রীঅদ্বৈত রায়।
কীর্ত্তন আরম্ভ করে তোমার ইচ্ছায়॥
হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ॥

গোপাল গোবিন্দ নাম শ্রীমধুসূদন।
এই পদ মধুস্বরে অদ্বৈত ধরিল।
ভক্তগণ সমস্বরে তাহে যোগ দিল॥
পীককণ্ঠ বিনিন্দিত সবা কণ্ঠস্বর।
ছুটিল মধুর ধ্বনি দিগ্‌দিগন্তর॥
গাইতে গাইতে সবে নাচে প্রেমভরে।
গায়ক বাদক তোমা প্রদক্ষিণ করে॥
তুমিও সপ্রেমে সেই মণ্ডলী ভিতরে।
নানা ছাঁদে নাচি নাচি গাও মধুস্বরে॥
কীর্ত্তন সম্পট তুমি নর্ত্তক পণ্ডিত।
তব নৃত্য গীতে কত ভকত মূর্চ্ছিত॥
তোমা সহ নাচে গায় যে ভকতগণ।
না জানি তাসবা নাম, নদীয়া জীবন॥
অনন্ত ভুবনবাসী ভাগবতগণে। নদে লীলা অধিকারী করেছ এক্ষণে॥
এ সব ভকত নাম না জানে অনন্ত।
তোমা গত চিত সবে নৃত্য রসবন্ত॥
তোমা ভাবে হই ভোর এ কীর্ত্তন স্থলে।
সবে নাচে গায় তোমা ধরি হৃদি তলে॥
সাধু মুখে যে সবার শুনি গুনগ্রাম।
আপনা শোধিতে করি তা সবার নাম।
কিবা ভঙ্গী করি নাচে শান্তিপুর রায়।
কি ছাদে নিতাই নাচে ঘেরি হে তোমার॥
শ্রীনিবাস গদাধর প্রভু, হরিদাস। মুকুন্দ মুরারি গুপ্ত গদাধর দাস॥
পণ্ডিত গঙ্গাদাস সঞ্জয় বিজয়। নরহরি বক্রেশ্বর নৃত্য রসময়॥
শ্রীরাম শ্রীপতি আর শ্রীনিধি এ তিন।
শ্রীবাস সোদর সবে তাঁর আজ্ঞাধীন॥
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি শ্রীচন্দ্রশেখর।
রাঘব জগদানন্দ মকরধ্বজ কর॥

শ্রীআচার্য্য পুরন্দর শ্রীমান পণ্ডিত। শ্রীপণ্ডিত দামোদর প্রচণ্ড চরিত॥
সদাশিব নারায়ণ নন্দন শঙ্কর। শ্রীধর নৃসিংহানন্দ ন্যাসী শুক্লাম্বর॥

নকুল শ্রীমান সেন সত্যরাজ খাঁন।
বাসুদেব দত্ত আর বুদ্ধিমন্ত খাঁন॥
শিবানন্দ সেন তিন নন্দন সহিত।
শ্রীকান্ত বল্লভ সেন তিন গরুড় পণ্ডিত॥
শ্রীহিরণ্য জগদীশ পণ্ডিত মহান।
গোপীনাথ সিংহ আর সুধী ভগবান॥
খণ্ডের মুকুন্দ দাস শ্রীরঘু নন্দন।
শয়নে স্বপনে চিন্তে তোমার চরণে॥
শ্রীনাথ গোবিন্দ দত্ত শ্রীগোবিন্দানন্দ।
বনমালী কৃষ্ণদাস সুধী দেবানন্দ॥

চিরঞ্জীব সুলোচন শ্রীপুরুষোত্তম। রূপ সনাতন আর জীব অনুপম॥
শঙ্কর পুরুষোত্তম বসু বানীনাথ বিদ্যানন্দ রামানন্দ বসু যদুনাথ॥

রঘুনাথ ভট্ট আর রঘুনাথ দাস।
শ্রীগোপাল ভট্ট যেঁহ দক্ষিণে প্রকাশ॥
আচার্য্য শঙ্করারণ্য রুদ্র কাশীনাথ।
কৃষ্ণ দাস বৈদ্য শ্রীআচার্য্য জগন্নাথ॥
মুকুন্দ শ্রীনাথ মিশ্র আর ষষ্ঠিধর।
শ্রীরাম শ্রীনিধি মিশ্র শ্রীচন্দ্রশেখর॥
কবিচন্দ্র গোপীকান্ত মিশ্র ভগবান।
শুভানন্দ অভিরাম শ্রীকর ঈশান॥

রামদাস কবিচন্দ্র পণ্ডিত শেখর। মহেশ পণ্ডিত হরিদাস দ্বিজবর॥

জগন্নাথ দাস আর শ্রীমধুসূদন।
গোবিন্দ মাধব বাসু ভাই তিন জন॥
শ্রীসুবুদ্ধি মিশ্র আর শ্রীগোপাল দাস।
শ্রীহৃদয়ানন্দ দ্বিজ শ্রীসারঙ্গ দাস॥

গালিম পুরুষোত্তম তীর্থ জগন্নাথ।
গোপাল আচার্য্য বিপ্র শ্রীজানকী নাথ ॥
শ্রীআচার্য্য ভাগবত শ্রীরঘুনন্দন।
মাধব আচার্য্য আর শ্রীযদুনন্দন ॥
জগাই মাধাই আর শ্রীকমলাকান্ত।
বাণীনাথ শ্রীস্বরূপ ভকত একান্ত ॥
শ্রীপরমানন্দপুরী গোপীনাথাচার্য্য।
সার্ব্বভৌম কাশীমিশ্র বল্লভ আচার্য্য ॥
শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্র আর রায় ভবানন্দ।
কলানিধি সুধানিধি রায় রামানন্দ ॥
গোপীনাথ বাণীনাথ শ্রীশিখি মাহিতি।
শ্রীপ্রতাপ রুদ্র আর মুরারি মাহিতি ॥
শ্রীভারতী ব্রহ্মানন্দ ওড্র কৃষ্ণানন্দ।
কাশীশ্বর ব্রহ্মচারী ওড্র শিবানন্দ ॥
রামাই নন্দাই আর গোবিন্দ কিঙ্কর।
শ্রীপরমানন্দ মহাপাত্র ভক্তবর ॥
বড় হরিদাস আর ছোট হরিদাস।
ওড্র সিংহেশ্বর আর কালা কৃষ্ণদাস ॥
শিঙ্গাভট্ট কামাভট্ট বলভদ্রাচার্য্য। শ্রীদন্তুর শিবানন্দ রাম ভদ্রাচার্য্য ॥
তপন আচার্য্য আর রঘু নীলাম্বর।
শ্রীতপন মিশ্র বৈদ্য শ্রীচন্দ্রশেখর ॥
শ্রীনির্লোম গঙ্গাদাস শ্রীঅচ্যুত্যানন্দ।
প্রভু প্রিয় বিষ্ণু দাস শ্রীকমলানন্দ ॥
বীরভদ্র শ্রীমুরারি শ্রীচৈতন্য দাস।
রঘুনাথ উপাধ্যায় বলরাম দাস ॥
সূর্য্যদাস সারখেল ভ্রাতা কৃষ্ণদাস।
শ্রীপণ্ডিত জগদীশ আর গৌরীদাস ॥

শ্রীপণ্ডিত পুরন্দর শ্রীপরমেশ্বর। ধনঞ্জয় উদ্ধারণ আর মনোহর ॥

আচার্য্য বৈষ্ণবানন্দ শ্রীকানু ঠাকুর।
রঘুনাথ পুরী জীব পণ্ডিতের শূর ॥
কৃষ্ণ মিশ্র শ্রীগোপাল শ্রীকমলাকান্ত।
বলরাম জগদীশ আচার্য্য অনন্ত ॥
শ্রীযদুনন্দনাচার্য্য শ্রীচৈতন্য দাস।
শ্রীআচার্য্য ভাগবত আর বিষ্ণু দাস ॥
কামদেব বনমালী দাস শ্রীনন্দিনী।
দুর্লভ বিশ্বাস জগন্নাথ চক্রপাণি ॥
হৃদয় আনন্দ সেন দাস ভোলানাথ।
বিজয় যাদব দাস কর ভবনাথ ॥
শ্রীঅনন্ত দাস আর দাস জনার্দ্দন।
শ্রীকানু পণ্ডিত আর দাস নারায়ণ ॥
শ্রীবৎস পণ্ডিত ব্রহ্মচারী হরিদাস।
শ্রীপুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী কৃষ্ণদাস ॥
পণ্ডিত পুরুষোত্তম আর রঘুনাথ।
বনমালী কবিচন্দ্র আর বৈদ্যনাথ ॥
শ্রীপণ্ডিত লোক নাথ মুরারি পণ্ডিত।
শ্রীহরি চরণ আর মাধব পণ্ডিত ॥
বিজয় পণ্ডিত আর পণ্ডিত শ্রীরাম।
তোমা ভিন্ন অন্যে নাহি জানে বিশ্বধাম ॥
কীর্ত্তন নর্ত্তন রসে সবাই উদ্দাম।
হরিদাস ব্রহ্মচারী ভাগবতাচার্য্য ॥
শ্রীশ্রীধর ব্রহ্মচারী অনন্ত আচার্য্য।
কবিদত্ত ধ্রুবানন্দ শ্রীমিশ্র নয়ন ॥
শ্রীমামু ঠাকুর আর শ্রীকণ্ঠাভরণ।
ভুগর্ভ গোসাঞি আর ভাগবত দাস ॥

গঙ্গা মন্ত্রী বাণীনাথ শ্রীচৈতন্য দাস।
শ্রীনাথ বল্লভ আর শ্রীউদ্ধব দাস॥
জিতামিশ্র রঘু মিশ্র জগন্নাথ দাস।
কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী শ্রীহরি গোপাল॥
শ্রীহর্ষ চৈতন্য দাস শ্রীপুষ্পগোপাল।
শিবানন্দ চক্রবর্ত্তী সুধী লক্ষ্মীনাথ॥
অমোঘ পণ্ডিত যদু আর রঘুনাথ।
শ্রীহস্তী গোপাল আর বল্লভ চৈতন্য॥
কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দাবন ধন্য।
শ্রীমঙ্গল আদি যত মহান্তের গণ॥
এক এক জনে করে ভুবন তারণ।
অসংখ্য তোমার ভক্ত কত লব নাম॥
সবে মহা ভাগবত সবে প্রেমধাম।
তোমাগত চিত সবে তোমাতেই রত॥
তোমা বই নাহি জানে কোন ভাগবত।
এ সবা লইয়া তব কীর্ত্তন বিলাস॥
এ সব লইয়া কর প্রেমার প্রকাশ।
এ সব ভকত যবে উচ্চ সমস্বরে॥
কীর্ত্তনের পদ গায় মহা প্রেমভরে।
সে ধ্বনি ব্রহ্মাণ্ড ভেদি সর্ব্বলোকে যায়॥
আনন্দ সাগরে তথা সবারে ভাসায়।
উত্তুঙ্গ আনন্দ ঊর্ম্মি খেলি সেইক্ষণে॥
ছুটিল প্রেমের বন্যা কীর্ত্তন প্রাঙ্গণে।
সে বন্যার মুখে পড়ি ভাগবতগণ॥
বিষম পাগল সম করে আচরণ।
কীর্ত্তনীয়াগণ পড়ি সে প্রেম বন্যায়॥
কেহ নাচে কেহ গায় কেহ বা বাজায়।

আকাশে উঠিতে যায় লম্ফ মারি কেহ ॥
কেহ সে অঙ্গনে পড়ি স্পন্দহীন দেহ ।
কেহ হাসে কেহ কাঁদে মহা উচ্চ নাদে ॥
কেহ কারে স্কন্ধে করি নাচে নানা ছাঁদে ।
কেহ কার পদধূলি লইবারে ধায় ॥
কেহ কেহ যোড় পদে নাচি নাচি যায় ।
সবার শ্রীঅঙ্গে শোভে পুলক লক্ষন ॥
নয়ন সলিলে সিক্ত সে দিব্য প্রাঙ্গণ ।
"আমি সেই, আমি সেই" কহি উচ্চস্বর ॥
নিজ পদ দেহ তুমি কার শিরোপরে ।
ক্ষণে সে ঐশ্বর্য্য ভাব সকলি পাসরি ॥
ধরিতে কাহার পদ যাহ, গৌরহরি ।
তোমার সে চেষ্টা হেরি সে জন পলায় ॥
কিন্তু দ্রুত যাই বলে ধর তার পায় ।
বার বার ঢলি ঢলি যাহ পড়িবারে ॥
অমনি নিতাই ধরি রাখেন তোমারে ।
কর পদ অক্ষি বক্ষ চালি কত ছাঁদে ॥
নিখিল ভুবন ফেল নিজ প্রেম ফাঁদে ।
তোমার হুঙ্কার স্বরে অশিব পালায় ॥
পাপ পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম বেগে ভাগি যায় ।
ভীষণ ত্রিতাপ কুণ্ড করি নির্ব্বাপিত ॥
জীবের বিষম জ্বালা কর দূরীকৃত ।
মায়ার সুদৃঢ় পাশ করি হে ছেদন ॥
জীবের অশেষ দুঃখ করহ মোচন ।
অনন্ত ভঙ্গীমা ভরে করহ বিলাস ॥
অনন্ত সুখের খনি করহ প্রকাশ ।
তোমার অনন্ত চেষ্টা এ কীর্ত্তন স্থলে ॥

সমগ্র কহিতে কেহ নারে মহীতলে ॥
এনেছি এনেছি বলি শ্রীঅদ্বৈত রায়।
আপনি প্রেমার মাতি অন্যেরে মাতায়।
সর্ব্ব ভক্ত চেষ্টা রাশি একত্র করিলে।
তাহার উপমা কভু ভুবনে না মিলে ॥
যেমতি সাগর বক্ষে প্রচণ্ড পবনে।
উর্ম্মিমালা দলে দলে ঘোর আস্ফালনে ॥
পরস্পর গাত্রে আসি পড়ে মহাবলে।
কেহ কারে ধরিবারে পাছে পাছে চলে ॥
তেমতি ভকতগণ গর্জ্জি উচ্চ স্বরে। পরস্পর ধরি ধরি আলিঙ্গন করে ॥
কেহ কার পদধূলি লইবারে যায়।
সভয়ে অমনি সেহ সবেগে পালায় ॥
সে কীর্ত্তন লীলারঙ্গ হেরি দেবগণ। কেহ করে ঘন ঘন পুষ্প বরিষণ ॥
কেহ করে তব নাম উল্লাসে ঘোষণ।
কেহ জয় জয় নাদ ছাড়ে অনুক্ষণ ॥
কেহ তব আজ্ঞা পাই নররূপ ধরি।
সে কীর্ত্তনে পশি নাচে গায় উচ্চ করি ॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর আদি অন্তরীক্ষ বাসী।
এ কীর্ত্তন রসাস্বাদে পরম উল্লাসী ॥
হেন মত বহু ক্ষণ করি সঙ্কীর্ত্তন।
ভক্ত শ্রম দেখি তাহা কর সম্বরণ ॥
কিছুক্ষণ উপবেশি নিজগণ সনে। শ্রান্তি দূর করি যাহ আপন ভবনে ॥
ভক্তগণ নিজ নিজ গৃহে চলি যায়। কেহ কেহ তব বাসে রজনী কাটায় ॥
গৃহে আসি কর পদ করি প্রক্ষালন।
জননী আদেশে যাহ করিতে শয়ন ॥
কোনদিন বিষ্ণু প্রিয়া মন্দিরে যাইয়া।
যামিনী যাপন কর বিশ্ববিনোদিয়া ॥

কোনদিন গদাধর সহ এক ঘরে। রজনী বঞ্চন কর আনন্দের ভরে॥
যোগ নিদ্রা প্রতি দৃষ্টি করি হৃষ্ট মনে।
যে নিশি বঞ্চন কর সুখ শয়নে॥
হায়! হেন দিন কবে হইবে আমার।
তব সেবা কাজে রত রব অনিবার॥
তব সঙ্গ তব সেবা পেতে চির তরে।
তোমার এ নৈশ লীলা চিন্তি প্রেম ভরে॥ ৩

শ্রীরাধা মাধব পক্ষে।

তোমার মনোজ্ঞ বেশ রচি আমি সবিশেষ
তোমারে করাব অভিসার॥
নাথ মুখ নিরীক্ষণে লাজ ভরে নিকেতনে
যেতে তুমি চাবে বার বার॥
কিন্তু ধরি বাসাঞ্চলে আনি তোমা কুতুহলে সমর্পিব বঁধু সন্নিধান॥
কতই তর্জ্জন তুমি করিবে সে কেলি ভুমি
তাহে আমি নাহি দিব কাণ।
কিন্তু সে তর্জ্জয় তব মানি সুধা মহার্ণব তাহে আমি নিমগন হই।
আনন্দ অমৃত যত সুখ রত্ন নানা মত
কতই তুলিব লীলময়ি॥ ২

রোষ ভরে মৌনবতী পরম গম্ভীর মতি নব মুখে রবে থির হই॥
এ শির ও পদে ধরি কত অনুনয় করি সে রোষ ভঙ্গিব রসময়ি॥
তবে তব অঙ্গ সঙ্গী হউন নাগর রঙ্গী হেন নিমন্ত্রণ পত্র দিয়া।
আপাঙ্গ কলিকা নামে মম দাসী গুণধামে
কান্ত পাশে দিব পাঠাইয়া।
শুনি সে দাসীর বানী মানসে সাহস মানি
বাহু যুগে আশু বঁধু আনি॥

তোমা কাছে দিবে ছাড়ি যে দুজন তাড়াতাড়ি
তোমা আলিঙ্গিবে সুখ মানি।
সেই আলিঙ্গনে তব উথলিবে রসার্ণব
রোমাঞ্চ কঞ্চুকবতী হবে॥
হেন দশা হে সুন্দরি! নিরখি নয়ন ভরি
মোর সুখসীমা নাহি রবে॥ ৩

ধর ধর প্রাণ প্রিয়ে! এ মোরবচন।
এ কুসুম শেষ পরি আসি অলঙ্কৃত করি
মম সাধ পুরাও এখন।
অচ্যুতের হেন বাণী মকরন্দ সম মানি
পান করি শ্রুতিপুট ভরি॥
দুহুঁ মুখ নিরখিব নীরবে সাঁতার দিব
প্রেমানন্দ রসসিন্ধু পরি।
ছাড় ছাড় হে মাধব। একি হেরি রীতি তব
আমি সতী গোকুল নগরে।
বামতা আদেশে যবে হে বাণী তুমি কবে
আধ আধ গদ গদ স্বরে॥
তবে আমি সাবধানে থাকি তব সন্নিধানে
নাগরে - নিরখি রোষ ভরে॥
কত হা হতাশ সঙ্গে টিটকারি দিব রঙ্গে
তিরস্কারি সে লম্পট বরে॥ ৪

শুন শুন রসবতি রাই!
চোরার চরিত হয় ধর্ম্ম কথা না শুনয় তাহার প্রমান আজি পাই॥

বাধা ফেলি রসাতলে তোমা তুলি বক্ষঃস্থলে
সবলে বাঁধেন রসরাজ ॥
আনন্দ প্রবাহ দলে বহি তব অশ্রু ছলে
ভাসাইয়া দেয় তব লাজ।
নাথ আলিঙ্গন ঘনে প্রেমবারি বরিষণে উছলিত হই বারম্বার ॥
সে আনন্দ শ্রোত স্বতী মেত্র পথে বহি সতি
বঁধু বক্ষ করিবে পাথার।
কিন্তু তব চির দাসী বামতা সাহস আসি
তোমার সহায় তবে হই ॥
তোমা কান্ত বক্ষ হ'তে নামাইতে নানা মতে
যতন করিবে, প্রেমময়ি।
প্রতিপক্ষে ভাগ্য বলে পাই নিজ করতলে
কেবা ছাড়ে বিবাদ সময় ॥
তাই তোমা বক্ষে পাই নাহি ত্যজে মাধবাই
তো তুঁহারে নাকি করি ভয়।
হেন মতে সেই ক্ষণে বাঁধি যাবে বঁধু সনে
বিষম সমর তো তুঁহার ॥
লালসা সহায় করি প্রাণ পণে যুঝে হরি
ঘন ঘন ছাড়ি হুহুঙ্কার।
দেখিতে দেখিতে তব বেশ ভূষা আদি সব
খসি পড়ে তব তনু হতে ॥
অলকা আকুল মেন গৃহ ফেলি পলায়নে
প্রাণে প্রাণে বাঁচে কোন মতে।
বন্ধন বান্ধব গণে হারা হই ক্ষুন্ন মনে
বেণী বিনোদ সে সময় ॥
নিরাশার স্রোতে মাত্র ভাসাই আপন গাত্র
আলু থালু বেশে বাঁচি রয়।

হেন মতে নাথ সনে যুঝি তুমি প্রাণপণে
জয় আশা নাহি দেখি আর ॥
শিথিল যতন হই বঁধু করতলে অই
সঁমপিবে নিতম্ব ভাণ্ডার।
সে লম্পট মহোল্লাসে ভাণ্ডার লণ্ঠন আশে
হই দেবি ! বদ্ধপরি কর ॥
কি মধুর ছাঁদে তবে নীবির বন্ধন সবে
খুলি অতি সরস অন্তর।
এ তব সঙ্কট কালে যেতে হোল তোমা ফেলে
এমতি কপাল মোর ছার ॥
তোমার সহায় হব বঁধুয়ারে হারাইব
কোথা মম হেন অধিকার।
সেহ রহু দূরে রাই! তাহা আমি নাহি চাই
এ বাসনা পুরাহ কেবল ॥
তব এই রসকেলি দূরে থাকি সখী মেলি
হেরি হো জনম সফল ॥ ৫ ॥

চারু কারু আজ্ঞা মত বিরচিত মনোমত
নানা ফুলে বিচিত্র শয়ন।
তাহে নাথ বিনোদিয়া সাদরে তোমারে নিয়া
রতিযাগ করিবেন মনন ॥
সে যজ্ঞের আরম্ভণে নানা মন্ত্র উচ্চারণে
হাগইচ্ছা দিবে বাড়াইয়া।
দ্বিগুণ উৎসাহে তবে যজ্ঞকাজে ব্রতী হবে
সে যাজ্ঞিক পুরুষ রঙ্গিয়া ॥

রতি শাস্ত্র বিধিমত স্মরাচার্য্য মন্ত্র যত
একে একে পাঠ করাইবে।
আচার্য্য নির্দ্দেশ মত যজ্ঞ অঙ্গ সাধি যত
স্বস্তি পাঠ পূজক পড়িবে ॥
হেন মতে সুখকর রতি যজ্ঞে নটবর
বিথারিবে অনন্ত বিলাস।
বাতায়নে আঁখি দিয়া সেই যজ্ঞ নিরখিয়া
পূরিব যতেক মোর আশ ॥ ৬ ॥

সে মনোজ্ঞ যজ্ঞ স্থলে অপার শ্রমের বলে
দোঁহে স্বেদসিক্ত তনু অতি।
তখন বাহিরে রই টানাপাখাডোরি লই
বীজন করিব মৃদুগতি ॥
তাহে স্বেদবিন্দুদল তনু হতে অবিরল
একে একে হবে অদর্শন।
বীজন বাতাস পাই সে যাজ্ঞিক গোবিন্দাই
সুখে যজ্ঞ করিবে সাধন ॥
যজ্ঞ স্থলে ঘন ঘন শীৎকারাদি রতি স্বন
অনীল বাহনে বাহিরিবে।
তা শুনি সুখের ওর না রবে তখন মোর
মুখে স্মিতাঙ্কুর নিকশিবে ॥ ৭ ॥

রূপাদি মঞ্জরী গনে মোরে নিজ ভাবি মনে
সেবা কাজে পাঠাবে তখন।

তাঁদের আদেশ যত শিরে ধরি অবিরত
একে একে করিব পালন।
দুঁহু দরশন সুখ ভজনে যে মহা দুখ
তাহা নাহি মানি গো তখন ॥
তাঁদের নিদেশ মত সেবার করম যত
এক মনে করিব সাধন।
মম কাজ দরশনে তুলসী সরস মনে
মোরে কৃপা করি অতিশয় ॥
করুণা ভাজন তাঁর চির করি আমা ছার
শিখাইবে সেবা কাজ চয় ॥
এরূপ তুলসী ঠাঁই যথাযথ শিক্ষা পাই
যুগল সেবার সুবিধান।
সদা কায় বাক্য মনে রাই কানু দুহুঁ জনে
সেবি হব সরস পরাণ ॥ ৮ ॥

মঞ্জরী নিদেশ মত মনোজ্ঞ কুসুম যত
যতনে চয়ন করি আনি।
গাঁথিব কুসুম হার যথাযোগ্য দোঁহাকার
আপন সৌভাগ্য অতি মানি॥
মলিন কটক হার আদি যত অলঙ্কার
মার্জ্জনে করিব সমুজ্জল।
সে ভূষণ নিরুপন হইবে নূতন সম
শ্রীঅঙ্গে করিবে ঝলমল।
অগুরু চন্দন আর কর্পূর কুঙ্কুম সার
এ সবার সুপয় বাঁটিব ॥

সুবিচিত্র তুঙ্গি ধরি কপোলাদি স্থল পরি
মকরাদি সে পঙ্কে আঁকিব।
খদির লবঙ্গ মত আছে দ্রব্য যত যত
সুরত সহায় এ ভুবনে॥
সে সব একত্র করি সুপক্ক তাম্বুলে ভরি
বীটিকা রচিব এক মনে।
হেন মতে সখী সহ প্রকাশিব অহরহ
কারু কলা নিপুণতা মোর॥
তোমরা দুজন তবে হেরি সে নৈপুণ্য সবে
সগণে হইবে সুখভোর॥ ৯॥

এতই একান্ত মনে তুমি সতি! বঁধুসনে
নিয়োজিত সে যাগ সাধনে।
নাহি বাহ্য জ্ঞান লেশ খলিত হইল বেশ
খসি পড়ে বসন ভূষণে।
তোমা হেরি রসবতি! দ্রুত চলে মম মতি
পুনঃ তোমা সাজাতে সত্বরে॥
হেন কালে রূপ রতি শ্রীতুলসী রঙ্গ সতী
আঁখি ঠারি সে আদেশ করে।
ইঙ্গিতে অনুজ্ঞা পাই মোর সুখসীমা নাই
চন্দন মালাদি লই সুখে;
একে একে প্রেম ভরে সাজাইয়া থরে থরে
ধরি দিব তোমার সম্মুখে॥ ১০॥

আশির চরণ তব শিঙ্গার যখন।
যজ্ঞ অন্তে পুনঃ আমি রচিব মোহন ॥
সে বিচিত্র বেশ তব নেহারি তখন।
সে পরশিতে কৃষ্ণ সচঞ্চল মন ॥
সতৃষ্ণ অন্তরে মুগ্ধ অনঙ্গমোহন।
উদ্যত সত্বর তোমা ধরিতে যখন ॥
বিকট ভ্রূকুটি ভঙ্গী সহিত হুঙ্কার।
উর্দ্ধ মুখে দৃষ্ট আগে ছাড়ি বারম্বার ॥
সে সঙ্কল্প হতে তাঁরে করি নিবারণ।
তোমার অভীষ্ট দেবি! করিব পূরণ ॥ ১১ ॥

ললিতা তো হুঁহু বেশ শিখিল হেরিয়া ॥
বিদ্রূপ করিবে বলি আসিল ধাইয়া।
কিন্তু তব পূর্ণ বেশ করি দরশন। বিস্ময় সাগরে তেঁহ হলেন মগন ॥
অবাক বিস্ময়বতী ললিতার প্রতি
কহেন চতুর মনি মধু স্বরে অতি ॥—
প্রাণাধিক প্রিয় সখি! ললিতে! আমার
কি কব নিগ্রহ মন তোমা কাছে আর ॥
বড় আশা করি আজি এসেছিনু বনে।
বিনা মেঘে বজ্রপাত জানিবা কেমনে ॥
ভেবেছিনু পশি আশি কমলিনী বনে।
সতীত্ব কণ্টক হীন করিব যতনে ॥
আমার বাসনা সতি! নিশ্চয় পুরিত।
উপসর্গ আসি এক যদি না যুটিত ॥
পশি সে কমল বনে হেরিনু এক্ষণে।
ভীমরুল ব্রতী সেই কণ্টক রক্ষণে ॥

এতকাল ভীমরুল না ছিল হেথায়। ইহার স্বরেই প্রাণ চমকিয়া যায়!
এত করি ধৃষ্টরাজ আমা দৃষ্টি করি।
পুনঃ কহে ললিতারে দেখহ সুন্দরি!
এ ধূর্ত্তা নবীনা দাসী কোথা পান রাই।
এ হতে ভদ্রতা মোর আর দেখি নাই॥
ইহার চাতুরী জালে আবদ্ধ হইনু।
হাতে পাই মহানিধি আজি হারাইনু॥
বঁধু বাণী মকরন্দ সুধা করি পান।
মম হৃদি ভৃঙ্গ হবে সরস পরাণ॥ ১২

বিপিন বিহার তরে তুমি গো যখন।
নিকুঞ্জ ভবন হতে করিবে গমন॥
বঁধুয়ার এক ভুজে আলিঙ্গিত হই।
চলিবে কানন পথে তুমি রসময়ি॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যবে সখীগণ সনে।
প্রফুল্ল আনন্দে রত হবে আলাপনে॥
তখন বীজন হাতে পশ্চাতে তোমার।
সাবধানে যাব আমি সে বন মাঝার॥ ১৩

তব পাছে পাছে যবে করিব গমন। তব গুন গানে সুধা বর্ষিব তখন॥
সে অমৃত হৃদে পশি শ্রুতিপথ ধরি।
মোহিত করিবে সবে সুশীতল করি॥
তোমার গমন পথ পুষ্প স্তরে স্তরে। কোমল সুবাসময় করিব সাদরে॥
হে চির স্বামিনী! মম তব সুখ তরে।
কভু না করিব ত্রুটি সে বন ভিতরে॥

প্রতি দিকে প্রতি পদে ফুল বরিষণে।
সাধিব তোমার সুখ সখীগণ সনে॥ ১৪

—

তব প্রিয় রসিকেন্দু আপনার করে।
বিবিধ কুসুম ভূষা রচে তোমা তরে॥
কাঞ্চিকা কেয়ূর হার কিরীট কুণ্ডল। ফুল দলে রচি হেন ভূষণ সকল॥
সাদরে সাজাই তোমা সুচতুর কান।
নানামতে তব মন সতত যোগান॥
বঁধু সম কিসে তব যোগাইব মন।
তাহার না পাই আমি করি অন্বেষণ॥
আমার হৃদয় রূপ প্রমোদ কাননে। তুলিব মধুর নামে ভাব ফুলগনে॥
মনোজ্ঞ কবিত্ব ভূষা বিবিধ প্রকার।
সে ফুলে রচিব যথা শকতি আমার॥
সে সব ভূষণে হেন সাজাব তোমায়। মুগ্ধ হই বঁধু যেন অন্যত্র না যায়॥
তোমায় সঙ্গিনী যত রসিকারগণ।
করিবে সে ফুলমম আগে পরীক্ষণ॥
তা সবা বিচারে যদি তব যোগ্য হয়।
তবে ভূষা রচি তোমা সাজাব নিশ্চয়॥
তবে গো সার্থক মম কুসুম কানন।
তবে গো সার্থক মম এ ছার জীবন॥ ১৫

—

কৌমুদী রজত জলে তনুধৌত যার।
কদম্ব সৌরভ যথা ফিরে অনিবার॥
মধু লোভী মধুকর গুন গুন স্বরে।
সদা যথা হরি গুন গায় প্রেমভরে॥

এ হেন পুলিনে যবে তুমি চন্দ্রাননে।
রস রাস আরম্ভন কর নাথ সনে॥
তবে এ বিদুষী আমি তোমার শিক্ষিত॥
বীনার বদনে সবে করিব মোহিত॥
নর্ম্ম পরিহাস মাখা রস আলাপনে।
বিমল আনন্দ সুখ দিব সর্ব্বজনে॥ ১৬॥

রাস সমাপনে তুমি কুরঙ্গ লোচনে।
পশি নব মালতিকা নিকুঞ্জ ভবনে॥
যখন প্রানেশ আর সখীগন সনে।
ভুঞ্জিবে বিশ্রাম সুখ সুখদ আসনে॥
তখন দাড়িম্ব আম্র ডাকা আদি ফল।
তোমার সন্মুখে আগে ধরিব সকল॥
সে রসাল ফল তব তোমার ইঙ্গিতে।
একে একে কাঁটি দিব হরষিত চিতে॥ ১৭

সে ফল ভোজন লীলা হলে সমাপন।
শয়ন করাতে তোমা করিব যতন॥
আপনি তুলসী যাহা বিরচি কমলে।
নিজ কারু নিপুনতা দেখান সকলে॥
অনঙ্গ কেলির যথা হয় উদ্যাপন।
সে শেষে সকান্ত তোমা করাক শয়ন॥
তোমরা শয়ন সুখ লভিবে যখন।
সঘনে তাম্বুল আমি যোগাব তখন॥
সুরত বর্দ্ধন সেই তাম্বুল ভক্ষনে। তোমরা দুজনে পাবে কত সুখ মনে॥

তো তুহুঁ বিশেষ ভাব নিরখি তখন।
কোন ছলে তথা হতে করিব গমন॥
সানন্দে শায়িত হই শয়নে দুজন।
বিশেষ বিলাস শেষে করিবে সাধন॥
আশু আমি শেজ পাশে আসি গো তখন॥ ১৮॥

সানন্দে করিব তব পদ সম্বাহন!
অলৌকিক চিহ্ন হেরি চরণে তোমার।
ভক্তিভরে প্রণমিব তাহে বার বার॥
নত শিরে ও চরণে নমিব যখন॥
এ অলকা পরশিবে পদাব্জে তখন॥
চরণ সুবাস পশি নাসিকা বিবরে।
ডুবাবে মানস মম বিস্ময় সাগরে॥
তখন যতনে এই নয়ন ভ্রমরে॥
ঘন ঘন বসাইব পদাম্বুজ পরে॥ পরম আদরে ঐ চরণ কমলে।
প্রেম আলিঙ্গন দিব ধরি বক্ষস্থলে॥
নব নব কোমলতা অনুভব করি।
গোপনে চরণ যুগ চুম্বিব সুন্দরি॥ ১৯॥

---

* অথ নিশান্ত লীলা *

শ্রীগোরা শশী পক্ষে

কোকিল কুক্কুট আদি দ্বিজ নানা জাতি।
নিশি শেষে করে গান মহোল্লাসে মাতি॥
সে মিশ্রিত কণ্ঠস্বর শ্রবন মধুর।
তব নেত্র-গৃহ হতে নিদ্রা করে দূর॥

তখন সুষুপ্তি তুমি করি পরিহার।
সুখদ পালঙ্কে কর সানন্দে বিহার॥
মধুর মধুর রস কথা সম্ভাষণে।
বিমল আনন্দ দেহে বিষ্ণুপ্রিয়া মনে॥
সুখদ সুরত রস সুধারত্নাকরে।
দেবিরে মগন কর তাঁর সুখ তরে॥
নানা মতে করি তাঁরে চিত্ত বিনোদন।
সন্তোষ সাগরে তাঁরে করহ মগন॥
কন্দর্প কলার যত পাণ্ডিত্য প্রকাশি।
শয়ন মন্দিরে ত্যজ প্রিয়ারে সম্ভাষি॥
হেন দিন কবে হবে তব গন সনে।
তোমার সেবায় রত হব এক মনে॥
যখন বাহিরে আসি প্রেমাবিষ্ট মনে।
কোন ঠাঁই উপবিষ্ট হবে বরাসনে!
তখন সে কালে যে যে সেবা তব হয়॥
একে একে সাধি হব সরস হৃদয়॥
বসন শোধিত ক্ষিতি সুগন্ধ মিশ্রিত।
শীতল জাহ্নবী জল শীতাংশু বাসিত॥
কাঞ্চন রচিত নব রসনা শোধনী।
নবীন চিকণ চারু শরীর মার্জ্জনী॥
সুধাংশু বাসিত দিব্য দশন মাজন।
কোমল রসাল দল নল সুমোহন॥
হেন সেবা দ্রব্য তোমা করিলে অর্পণ।
করিবে শ্রীকর পদ মুখ প্রক্ষালন।
তবে তোমা স্নানবাস পরাই যতনে॥
অন্য স্থানে বসাইব সুখদ আসনে॥
তখন শ্রীশচীদেবী পুরাঙ্গণা সনে। তব মুখ হেরি পান কত সুখ মনে॥

আনন্দে আপনা হারা অন্যাদি সকলে।
তোমা ভিন্ন অন্য কিছু না দেখে ভূতলে॥
তুমিও সবা দশা করি দরশন।
বিমল আনন্দ রসে সিক্ত তনু মন॥
তোমারে দেখিতে তব অনুগত জন।
দলে দলে নিকেতনে করে আগমন॥
অন্তরঙ্গ জন ভিন্ন অন্য অন্য জন!
এক আসে আর যায় হেরি চন্দ্রানন॥
প্রতিবাসী আদি করি নদেবাসী যত।
শ্রীমন্দিরে গতাগতি করে স্রোতমত;
ও পদকমল অই মুখেন্দু বিমল।
নিরখি সবাই ভাবে জনম সফল॥
তুমিও সবার প্রতি কৃপা নেত্রে চাই।
সকলের অনর্থাদি ঘুচাও গোঁসাঞি॥
লৌকিক্ক লীলায় মাতি অগতির গতি।
যথাযোগ্য আচরণ কর সবা প্রতি॥
মাঝে মাঝে কর কত ঐশ্বর্য্য প্রকাশ।
অন্যে তা জানিতে নারে, জানে তব দাস॥
জনম বধির মূক খঞ্জ-অন্ধ যত।
নিজেন্দ্রিয় শক্তি লভি সুখী অবিরত॥
তোমা তরে তারা যবে করে হায়! হায়!
যার যেই দর্শনের বাধা চলি যায়।
হেন মতে মহা-সুখী করি সর্ব্বজনে॥
নিতি নিতি কত সুখ পাও তুমি মনে।
প্রেম ভক্তি লভি লোক তব করুণায়।
বিষম সংসার কালে আর না ডরায়॥

অনাদি মায়ার ফাঁদ কাটি অনায়াসে।
হরি হরি বোলে লোক পরম উল্লাসে॥
হায়! আমি তব সঙ্গ কেমনে পাইব।
তোমার দুর্লভ সেবা কেমনে লভিব॥
তব ভক্ত অনুগত কেমনে হইব।
আঁখি ভরি তব লীলা কেমনে হেরিব॥
তব সঙ্গ তব সেবা পাইবার তরে।
তোমার নিশান্ত লীলা চিন্তি প্রেমভরে॥৪

---

* শ্রীরাধা মাধব পক্ষে *

নিশান্তে সবার আগে করি জাগরণ।
তোহুঁহু শয়ন ভঙ্গী করিব দর্শন॥
খলিত শয়ন পরে দুঁহার ভূষণ।
সহসা সে সবে মম পড়িবে নয়ন॥
দুঁহার অলকাবলী অতি সূক্ষ্মতর।
প্রসারিতে হই এবে শোভে শেষপর।
নাসাগ্রতুমুক্তা, হার, কনক কুণ্ডল।
বঁধুক অলকা সনে জড়িত সকল॥
গৃহ গমনের কাল এসব ভূষণ।
পাছে মোরা লোভে কেহ হই বিদ্রবণ॥
বিশেষ অলকা সহ জড়িত ভূষণে।
ছাড়াতে সহজ কভু না হবে সে ক্ষণে॥
এই ভয়ে সখীগণে করি জাগরিত।
শয়ন নিকুঞ্জে আমি আনিব ত্বরিত॥ ২০॥

সখীগণ আশু তথা করি আনয়ণ।
অলকা জড়িত ভূষা করাব দর্শন॥
সে অপূর্ব্ব ভাব তব দেখাই সবারে।
মগন করিব মহা সুখের পাথারে॥
ইথে তুষ্ট মোর প্রতি হই সুখীকুল!
প্রসাদ স্বরূপ দিবে আনন্দ অতুল॥
সখীর মঞ্জীর আদি ভূষা কলরবে।
সুষুপ্তি পাসরি তোমা অন্তর্হিত হবে॥
তখন শয়ন হতে উঠি তুমি সতি!
লাজ বশে রবে হই সচকিত মতি॥
লাজ মাখা সঙ্কুচিত সে মূর্ত্তি তোমার॥
পরম পীরিতি ভরে ভজি অনিবার॥২১

হে চিরস্বাগিনি! হেরি প্রিয় সখীগণে।
লর্জ্জানত মুখে তুমি রবে সে শয়নে॥
তোমার কুণ্ডল মাল্য মুক্তা সূত্রগণে।
বিষয় জড়িত কান্ত অলকার সনে॥
তাহা তুমি তাড়াতাড়ি করিতে মোচন।
যতন করিবে কিন্তু হবে অকারণ॥
আশ্বাস বচনে তোমা করি গো সান্ত্বন।
সে অলকা হতে ভূষা করিব মোচন॥
একে একে গ্রন্থি খুলি অঙ্গুলি কৌশলে।
আমার নৈপূণ্য দেবি! দেখাব সকলে॥ ২২

নাসিকা হইতে তব বেসর খুলিব।
কুণ্ডল শ্রবন হতে মোচন করিব॥
মণি সূত্রগণে দেবি! করিব কীর্ত্তন।
ও ক্লেশ তথাপি নাহি ছিড়িব কখন॥
কেননা প্রত্যেক রোম তব মম ঠাঁই।
অর্ব্বূদ অর্ব্বূদ প্রাণ হতে অধিকাই॥ ২৩

সখী গনে সংক্ষপনে যবে স্ব ভবনে।
কলি কুঞ্জ হতে তুমি যাবে চন্দ্রাননে॥
তখন তোমার সঙ্গ করি পরিহার। বঁধূ অনুগামী হব অগোচরে তার॥
সে খণ্ডিত চাঁদাবলী কৃষ্ণে পথে পাই।
মর্ম্ম ব্যথা কবে কত তার অন্ত নাই॥
তখন সে শঠরাজ যেন চোর মত।
সান্ত্বনা করিবে তারে অনুনয়ে কত॥
সে অলীক স্তোভ বাক্যে চাঁদা হবে জল।
তার তত অভিমান যাবে রসাতল॥
অন্তরালে থাকি যত রহস্য শুনিব॥
তব সখী মাঝে আসি সকলি কহিব॥ ২৪

---

* অথ প্রাতঃ লীলা *

শ্রীশ্রীগৌর শশী পক্ষে

তপন উদয়ে তবে প্রাতঃ আগমনে। সে কালের সেবা যত হইব যতনে॥
সাদরে তোমার ভক্ত আজ্ঞা শিরে ধরি।
সেবিব সরল মনে তোমা গৌরহরি!
সুস্নিগ্ধ সুগন্ধ তেল লই সেই ক্ষণ। সানন্দে শ্রীঅঙ্গ তব করিব মর্দ্দন॥

সপার্ষদে সুরনদী করিবে গমন।
পাছে পাছে যাব লই সেবোপকরণ॥
কত রঙ্গ ভঙ্গে নাথ! নিজ সঙ্গী সঙ্গে।
স্নান কেলি আরম্ভিবে কহি মাতর্গঙ্গে॥
ও পদ পরশ জাত আনন্দ উল্লাস।
তরঙ্গের ছলে গঙ্গা করিবে প্রকাশ॥
কালিন্দী সৌভাগ্য লাগি সাধ ছিল কত।
সে সৌভাগ্য লভি সতী সুখে জ্ঞান হত॥
অনন্ত বিহার তুমি করি গণ সনে।
নিতি নিতি তার সাধ পূর সযতনে॥
সুখদ সলিল কেলি নিতি নব নব। কত রঙ্গে কর তুমি লই সঙ্গী সব।
ভকতে ভকতে কভু তোমাতে ভকতে।
অপরূপ জল যুদ্ধ বাধে নানা মতে॥
কেহ জিনে কেহ হারি জল ডুবি রয়।
কেহ হারিয়াও কভু হারি না মানয়॥
এই শেষ দল মাঝে তুমি এক জন।
হারিলে অধিকতর কর আস্ফালন॥
ভক্ত সনে জনে জনে যুঝি প্রাণপণে।
কভু হার কভু জিন সে সলিল রণে॥
কভু বা ঐশ্বর্য্য কিবা করি প্রকটন।
এক কালে সবা সনে কর জল রণ॥
ভক্ত সব সে সময় ভাবে জনে জনে।
কেবল আমার সনে রত প্রভু রণে॥
অদ্বৈতের চির খেলী নিত্যানন্দ রায়।
ঘন ঘন ঘোর রণ বাঁধে দুজনায়॥
জয় পরাজয় ফিরে দুহার মাঝার।
হারিলে অদ্বৈত চাঁদ রক্ষা নাহি আর॥

দিগম্বর হই তেঁহ বিকট হুঙ্কারে।
নিন্দাছলে নিত্যানন্দ তত্ত্ব পরচারে॥
ভকত মণ্ডলে যাঁর যেঁহ চির খেলী।
তাঁর সনে করে তেঁহ হেন রণ কেলি॥
যা যখন তব চিতে হতেছে উদয়।
সেই কেলি আচরিছে ভকত নিচয়॥
কভু কয়া কয়া কেলি কর ভক্ত সনে।
সলিল মণ্ডুক কভু খেল হৃষ্ট মনে॥
কখন জাহ্নবী পার যাহ সাঁতারিয়া।
তথা ডুবি কার পদ ধরহ আসিয়া॥
কভুবা অদ্বৈত ভাসে সলিল উপরে।
শয়ন করহ তুমি তাঁর বক্ষ পরে॥
সানন্দে শয়ন তুমি করি বহুক্ষণ।
শেষশায়ী লীলা কর প্রকট তখন॥
হেন রূপে প্রেমাবেশে সবে মাতয়ার।
প্রবীণতা গাম্ভীর্য্যাদি কার নাহি আর॥
অদ্বৈতাদি বিজ্ঞগণে তোমার মায়ায়।
কিবা করে কিবা কহে যেন শিশু প্রায়॥
হেন নানা রস কেলি করি নানামত।
পূরহ প্রসন্ন মনে গঙ্গা সাধ যত॥
তবে স্নান কেলি তুমি করি সমাপন।
সদলে উঠহ তটে নদীয়া জীবন॥
তখন গঙ্গার যত পূজা উপচার।
একে একে দিব আমি শ্রীকরে তোমার॥
পাদ্য অর্ঘ্য মধুপর্ক কুসুম চন্দন।
সুচিকণ পট্টাম্বর রতন ভূষণ॥
নানা বিধ ভক্ষ্য দ্রব্য—রসনাতোষণ।

হেন দ্রব্যে কর তুমি জাহ্নবী পূজন ॥
পূজা কালে সুরধুনী যে কৌতুক করে।
তা হেরি ভকত মনে আনন্দ না ধরে ॥
ও পদ পরশ তরে জাহ্নবী যেমন।
সাগ্রহে তরঙ্গ কর করে প্রসারণ ॥
অমনি পূজার দ্রব্য দিতে যাহ তার।
সত্রাসে সলাজে গঙ্গা হেরি তা পলায় ॥
বিধিমত গঙ্গা পূজা করি সমাপন। গঙ্গাদি দেবতা স্তব কবহ পঠন ॥
তখন স্তিমিত বাস ছাড়িবার তরে।
মন কর হতে লহ চারু পট্টাম্বরে ॥
সেই বাস পরি ধর উত্তরীয় গলে।
ভিজা বাস কাচি আমি লই কুতুহলে ॥
এই মত ভক্ত যত শুষ্ক বস্ত্র পরি।
গৃহে যেতে সমুদ্যত হয় গৌরহরি !
পড়িতে পড়িতে স্তোত্র নিজ জন সনে।
চলহ মন্থর পদে আপন ভবনে ॥
সগনে সরস মনে আসি নিকেতনে।
রুত সুখ দেহ তুমি জননীর মনে ॥
রজত ভুজার ভরি লই স্নিগ্ধ জল।
যথা স্থলে প্রক্ষালিব ও পদ কমল ॥
পদাজ সলিল মুছি চিকণ বসনে।
শ্রীবিষ্ণু মন্দিরে তোমা লইব যতনে ॥
সে গৃহ অলিন্দে পাতি সুখদ আসন।
তাহে তোমা বসাইয়া সাজাব মোহন।
ঋতু উপযোগী দিব্য কৌষেয় বসন।
উপযুক্ত উত্তরীয় মনের মতন ॥
কুঙ্কুম চন্দন চারু রতন ভূষণ। বিবিধ কুসুম হার মানস তোষণ ॥

সেবা অধিকারী তব ভকত আজ্ঞায়।
এহেন মোনজ্ঞ সাজে সাজাব তোমায়,
তবে তুমি বিষ্ণু গৃহে পশি প্রেম ভরে।
নানা উপচারে পুজ দেব দামোদরে॥
পূজা অন্তে তুলসীরে পরিক্রমা করি।
সগণে ভোজন গৃহে যাহ গৌর হরি॥
সুখদ আসনে বসি যার যথা স্থান।
ভোজন বিলাস রত হও বিশ্বপ্রাণ॥
চতুর্বিধ ভক্ষ্য মাতা একে একে লই।
তোমা সবে দেন স্নেহে মহাবিষ্ট হই॥
কত হাস পরিহাস হয় সে সময়।
কে আছে ভুবনে তার করিবে নির্ণয়॥
মাঝে মাঝে শান্তিপুর অধীশ্বর সঙ্গে।
বাক্য দ্বন্দ্ব নিত্যানন্দ বাঁধান সরঙ্গে॥
কে বুঝে এ মহীমাঝে অদ্বৈত মহত্ব।
প্রচারে কলহ ছলে নিত্যানন্দ তত্ত্ব॥
প্রেমে মত্ত হই কভু নিত্যানন্দ রায়।
চৌদিকে অদ্বৈত অঙ্গ স্বঅন্ন ছড়ায়॥
নিতাই অধরামৃত যার দেহে লাগে।
সেহ হয় গর গর প্রেম অনুরাগে॥
এ রূপ অনন্ত লীলা করি গণ সনে।
ভোজন বিলাস শেষ কর প্রীত মনে॥
বিমল সলিল তোমা যোগাব তখন।
তাহে তুমি সমাপিবে সুখে আচমন॥
আচমন স্থান হতে শত পদ যাই।
বিশ্রাম ভবনে তুমি পশহ গোসাঞি॥
তথায় তাম্বুল তোমা যোগাব যতনে।

শয়ন করিবে তুমি সুখদ শয়নে ॥
তবে নিদ্রা যাহ তুমি দুই তিন ক্ষণ ।
সে কালে প্রসাদ আমি করিব ভক্ষণ ॥
হেন দিন কবে হবে নদীয়া জীবন ।
নিশি দিশি ও চরণ করিব সেবন ॥
তব সঙ্গ তব সেবা পাইবার তরে ।
তোমার এ প্রাতলীলা চিন্তি প্রেম ভরে ।

---

* শ্রীরাধা মাধব পক্ষে *

প্রভাত উদয়ে সেবা নৈপুণ্য আমার ।
তব কাছে একে একে করিব প্রচার ॥—
সুগন্ধ সলিল তব সুধাংশু বদন । প্রক্ষালন করাইব মনের মতন ॥
রসাল দলজ নলে রদন তোমার ।
ধাবন করাই সতি ! কি সুখ আমার ॥
কনক রচিত সূক্ষ্ম রসনাশোধনী ।
রসনা শোধন তাহে করাইব ধনি ॥
এ রূপে করাই তব মুখ প্রক্ষালন ।
বিমল মুকুর তোমা করিব অর্পণ ॥
তাহে নিরূপিবে গত লীলা চিহ্নচয় ।
ও চাঁদ রদনে কিছু হয় কিবা নয় ॥
গুপ্ত প্রেম হয় জানি বঁধুপ্রিয় অতি ।
নিতি নিতি হেন চেষ্টা কর রসবতি ॥ ২৫ ॥

তখন বিলাসবতি! সিনান কারণ।
পিন্ধন করাব তোমা চিক্কণ বসন॥
অঙ্গদ হারাদি যত মনোজ্ঞ ভূষণ।
তোমার শ্রীতনু হতে করিব মোচন॥
সৌরভ বাসিত তৈল অরুণ বরণ।
তব অঙ্গে মৃদু মৃদু করিব মর্দ্দন॥
কুঙ্কুম চন্দন চূর্ণে নব উদ্বর্ত্তন॥
তাহা তব তনুপরে করিব লেপন॥ ২৬॥

মহান সুগন্ধ নীরে স্নান করাইয়া।
সূক্ষ্ম বাসে অঙ্গনীর দিব মুছাইয়া॥
অচিরে অগুরুধূম যতনে করিয়া। কুন্তল কলাপ তব দিব শুকাইয়া॥
সানন্দে সুগন্ধ তবে মাখাই যতনে।
সে কেশ সুবাসযুত করিব সে ক্ষণে॥ ২৭।

তখন মনোজ্ঞ বাস তোমা পরাইব।
হেম কঙ্কতিকা দিয়া চিকুর শোধিব॥
অমল কুসুমে বেণী বিচিত্র করিয়া।
রচনা করিয়া দিব বঁধু মোহনিয়া॥
মণিময় চমরিকা দিব্য আভাময়।
বেণী আগে দুলি দুলি সুন্দর শোভায়॥ ২৮॥

মণির মুকুট তব শিরে পরাইব।
মুকুতার ললাটিকা ভাল দেশে দিব॥

বিচিত্র তিলক বর—বঁধু মনোহর।
তোমার ললাটে দেবি! আঁকিব সুন্দর॥
রচিব অঞ্জন রেখা আঁখি যুগে তব।
শ্রবণে পরাব মণি কুণ্ডলাদি সব॥
মতির বেসর দিব নাসিকায় আগে।
এমতে সজাব তোমা কতই সোহাগে॥ ২৯॥

যুগল কপোলে তব মকরী আঁকিব।
চিবুকে কস্তূরীবিন্দু যতনে লিখিব॥
রচিব বিচিত্র চিত্র কুচযুগপরে।
অঙ্গদে সাজাব তুয়া ভুজযুগবরে॥
ইন্দ্রনীল মণিময় চূড়ী মনোহর। মণিবন্ধে পরাইব বঁধু মুগ্ধকর॥ ৩০॥

কনক রতন ময় অঙ্গুরিকা দিয়া।
শ্রীবর অঙ্গুলী দল দিব সাজাইয়া॥
মনোজ্ঞ পদক দিব হৃদয়ে তোমার।
শ্রীকুচে পরাব মুক্তাকঞ্চুলিকা আর।
বিচিত্র মাধুরীধর মাল্য হারদলে।
তব কণ্ঠ সাজাইব মহা কুতূহলে॥ ৩১॥

পরাব মনোজ্ঞ কাঞ্চি ও নিতম্বতলে।
হংসক নূপুর দিব চরণ কমলে॥
নাথ শ্রুতি সুখকর চটকারগণে। তুয়া পদাঙ্গুলীদল সাজাব যতনে॥

সহজে ও পদ তল অরুণ বরণ।
তবু তা জাবকে আরো করিব রঞ্জন ॥
হেন মতে তনু শোভা তব রসবতি।
মম পুঞ্জ পুঞ্জ পুণ্যে বাড়াইব অতি ॥ ৩২ ॥

সহজে ও অঙ্গ সর্ব্ব সুগন্ধ পূরিত।
তথাপি করিব নব কুঙ্কুমে চর্চ্চিত ॥
লীলাপদ্ম তুলি দিব তব করতলে।
মণি দরপণ দিব শেষে কুতূহলে ॥ ৩৩ ॥

অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য নিজ নিরখি দর্পণ।
সুখার্ণবে ডুবি তুমি চিন্তিবে সে ক্ষণে ॥
কান্তনেত্র ভৃঙ্গযুগ চঞ্চল মানবে।
উড়ি আসি এ পড়িবে এ রূপামৃত রসে ॥
এ অমৃত রস পান করি অলীবর।
সর্ব্বভাবে হবে অতি প্রমত্ত অন্তর ॥
এত চিন্তি সচঞ্চল তব তনু মন।
বঁধুক প্রেয়ার হবে বিভোর তখন।
অর্ব্বুদ পরাণ সহ অয়ি চন্দ্রাননে!
শুধাংশু (২) বর্ত্তিকদীপ জালি সযতনে ॥
লোচন সলিলে দেবি! সিক্ত কলেবরে।
আরতি করিব তব একান্ত অন্তরে। ৩৪

গোষ্ঠ অধিশ্বরী　যশোধা প্রেরিত　কুন্দলতা সঙ্গে যবে
নন্দ নিকেতনে　রন্ধন কারণে　যবে তুমি মহোৎসবে
প্রিয়তম তরে　প্রাতে প্রেম ভরে　রন্ধন করহ যত
সে সব অশন　কেশব তোষণ　আস্বাদে অমৃত যত।
প্রিয়সখী বলে　চলে কতুহলে　তুলি গো সুরত কথা
প্রাণেশ প্রসঙ্গ　রসের তরঙ্গ　রঙ্গে ভঙ্গে বহে তথা।
সেবাদ্রব্যচয়　লই সে সময়　তোমার পশ্চাতে রই।
ভাসি প্রেমনীরে　যাব ধীরে ধীরে　শ্রবণে বিভোর হই।
স্বকরে সরঙ্গে　তাম্বুল করঙ্কে　মণি বীজনাদি লই।
শুনি তব বাণী　জুড়াব পরাণী　যেতে যেতে প্রেমময়ি॥ ৩৫

—

গোপেশ ভবনে　যশোদা চরণে　তুমি গো প্রণত হবে॥
তোমারে মহিষী　প্রেম রসে ভাসি　আশীষ বচন কবে॥—
মা। তোর কুশল　হ'ক অবিরল　সুখেকর এ সংসার॥
হেন বাণী রাণী　তোমা বিনোদিনি　কহিবেক বার বার॥
তবে স্নেহ ভরে　তব শির পরে　ঘ্রাণ লই শত শত।
ফেলি আঁখি নীর　সিক্ত ও শরীর　করিবে মহিষী কত।
হে কৃষ্ণ জীবন!　তুমি গো সে ক্ষণে　লাজে আবরিত দেহা॥
সঙ্কুচিত মন　আনত আনন　না মান তিলেক থেহা।
যশোমতি প্রতি　তোমার ভকতি　নিরখি বিস্ময় ভরে।
রাণীর চরণে　প্রণমি সঘনে　ভাসিব সুখের পরে॥ ৩৬॥

—

হে বরাঙ্গে!　তুমি　প্রকট এ ভূমি　বিশেষ সৌভাগ্য ফলে।
তব গুণগণ　করে নিরূপণ　হেন কে অবনী তলে॥

ভানুকুল জাত তপস্ব তুঁ মাতঃ! তুমি হও সুনিশ্চিত।
আমারি আগারে সৌভাগ্য আকারে সাধিছ অশেষ হিত॥
মম নীলমনি অসুখ নাশিনী তুমি মাত্র ব্রজধামে।
গোপালের যত ব্যাধি অবিরত পলায় তোমার নামে॥
দিবস যামিনী আরোগ্য দায়িনী আমার বাছার তুমি।
কি অধিক আর তুমি মা তাহার ধন্বন্তরী ব্রজভূমি॥
হেন রাণী বাণী সত্য সব জানি উপজিবে হাস মোর।
তার ধন্বন্তরী এ বাক্যে সুন্দরি না রহিবে সুখওর॥
কিন্তু দুর্ব্বাসার বরে ব্রজাগার তুমি গো অমৃত পাণি।
তব পাক যাহা রুচি সহ তাহা বঁধু খায় সুধা মানি॥ ৩৭॥

স্নানান্তে নাগর কেমন সুন্দর মধুর মূরতি ধরে।
অঙ্গরাগ শোভা কিবা মনোলোভা প্রকাশে রসিক বরে॥
বঁধুর মাধুরি কি রূপ সুন্দরি! সে কালে প্রকট হয়।
তাহা হেরিবারে ইতি উতি ফিরে ও চঞ্চল আঁখিদয়॥
সে ভাব তোমার নিরখি আমার ধৈরয নাহিক রবে।
সাধিব যতনে যাহাতে দুজনে অচিরে মিলিত হবে॥
সে রাজভবনে নিমিখ কারণে নাথেরে গোপনে আনি
তব প্রয়োজনে করিব সাধন জীবন সকল মানি॥৩৮

তখন তোমার রন্ধন আগার প্রবেশ করণ আগে
ও দুটি চরণ এ হৃদয় ধন প্রক্ষালিব সানুরাগে।
শৃঙ্খলাদি করি যে ভূষা সুন্দরী পাক প্রতিবাদী হয়
হে চির স্বামীনি! উত্তরিব আমি সে দিব্য ভূষণ চয়॥

নাথে নিরজনে মিলানু তো সনে তাহাতে সন্তোষ পাই।
কহিবে কিঙ্করি! কৌশলে তোমারি নিরখিনু বঁধুয়াই॥
কিবা তোরে আর দিব পুরস্কার হেথা আছে কি আমার
ধরহ ধরহ যতনে পরহ নাথ প্রিয় অলঙ্কার॥
এ তুয়া বচনে কত সুখ মনে উদিবে তখন মোর।
করুণা তোমার স্মরি বার বার বিস্ময়ে হইব ভোর॥
বসন্তে যেমতি বিকসিত মতি মাধবী সুখের ভরে।
ফুল্ল তনু মন আমার তেমন লভি সে ভূষণ বরে॥৩৯

অমৃত নিন্দন চৌবিধ ওদন একে একে পাক করি।
কিবা সারি সারি রাখিবে সুন্দরি! যার যেই পাত্রেভরি॥
মধুর পায়স ভাজি সুপ শাক আদি করি অন্ন যত।
কৃষ্ণ রুচিকর রাঁধিবে সুন্দর মহিষী আদেশ মত॥
পরিবেশ তরে তোমারে সাধিবে আদেশিবে যশোমতি।
কিন্তু তুমি ধনি লাজে না না বাণী কহিবে সভয়ে অতি॥
লাজ ভয় মাখা যেই ভাব দেখা দিবে ও মুখাব্জ পরে।
সে ভাব হেরিয়া অবাক হইয়া রহিব প্রেমের ভরে॥ ৪০

অপূর্ব্ব ভোজন বিলাস জনিত তৃপ্তির প্রভাবে যবে।
দিব্য তনু রুচি ধরি নটবর বিশ্রাম মন্দিরে রবে।
সে কক্ষ গবাক্ষে তুমি কমলাক্ষি। আঁখিযুগ সমর্পিবে।
সহসা উল্লাস রসের উচ্ছ্বাস হিয়া তব পরশিবে॥
বঁধুক দর্শন সম্ভূত আনন্দ উদিবে তোমার মনে।
তাহে তব তনু সাগরে খেলিবে লাবণি লহরীগণে।

সরঙ্গে অনঙ্গ সে দ্যুতি তরঙ্গ বিশেষ মনোজ্ঞ করি !
তব হাব ভাব গুপ্ত চর দিয়া বঁধু মন লবে হরি ॥
তখন এ মন হই নিমগন সে দ্যুতি তরঙ্গ দলে।
বঁধু আকর্ষণী যন্ত্র তব দেখি ভাসিবে বিস্ময় জলে ॥ ৪১ ॥

হে পুত্রি রাধিকে মঙ্গল দায়িকে তোমারে কহি মা সার।
দেহ গেহ মোর সকলই গো তোর তুমি নহ পর আর ॥
কি অধিক আর গোপাল আমার তোমারি আপন জন।
তোমা দোঁহাকারে এ ব্রজ মাঝারে এক ভাবি অনুক্ষন ॥
তাই সখী সহ ভোজন করহ এখন আমার আগে।
তোমার ভোজন করিতে দর্শন সতত অন্তরে জাগে ॥
ব্রজেশ্বরী বাণী শুনি রবে ধনি ! ঈষৎ হসিত মুখে।
সে ভাব ভঙ্গীমা মুখ মধুরিমা নিরখি মাতিব সুখে ॥ ৪২ ॥

---

* অথ শ্রীপূর্ব্বাহ্ন লীলা *

শ্রীগোরাশশী পক্ষে।

পূর্ব্বাহ্ন সময়ে তুমি পাসরি শয়ন।
প্রক্ষালিবে স্বচ্ছজলে কমল বদন ॥
হায় হেন দিন কবে আসিবে আমার।
সংকীর্ত্তন যোগ্য বেশ রচিব তোমার ॥
রক্ত প্রান্ত সুচিকণ ঘন পট্ট বাসে।
তোমারে ত্রিকচ্ছ ছাঁদে সাজাব উল্লাসে ॥
তোমার নাসিকা ভালে বিশ্ব বিনোদন।
কস্তুরী তিলক আমি রচিব মোহন ॥

কনক কাঁকুই দিয়া কুটিল কুন্তলে।
কাটিব বঙ্কিম সীঁতি মহা কুতূহলে॥
বাঁধিব দক্ষিণে হেলা ঝুঁটী শির আগে।
ঘেরিব মালতী মালা তাহে সানুরাগে॥
কপোল ললাট পাশে ধবল চন্দনে।
বিচিত্র কমল চারি চিত্রিব যতনে॥
মৃগমদে মধুকর সে পঙ্কজ পরে।
আঁকিব তোমার আর ভক্ত সুখ তরে॥
ঈষৎ রক্তাভ শ্বেত চন্দনে তখন।
চিবুকে চিত্রিব মধুমক্ষিকা মোহন॥
শ্বেত চন্দনের বিন্দু ভুরূ পাশে দিব।
কমনীয় কচ কলি ভালে বিরচিব॥
শ্রুতি মূলে দোলাইব কনক কুণ্ডলে।
উজলি নাচিবে তারা কপোল যুগলে॥
কুসুম মুকুতা মতি কনকের হার।
নানা ছাঁদে গলদেশে পরাব তোমার॥
কাঞ্চন কেয়ূর রত্ন অঙ্গদ বলয়ে। সাজাব ও ভুজযুগ সরস হৃদয়ে।
কাঞ্চন মঞ্জীর দিব চরণকমলে। কটিতটে উত্তরীয় বাঁধিব কৌশলে॥
মণির অঙ্গুরী দিব অঙ্গুলী উপরে।
বামাঙ্গুষ্ঠে সদর্পণ অঙ্গুরীয় রবে।
নিতাই অদ্বৈত আদি যত সঙ্গীগণ।
যথাযোগ্য সাজে হরে ত্রিভুবন মন॥
হেন বেশে প্রেমাবেশে নিজগণ সনে।
কৃষ্ণ সংকীর্ত্তনে মত্ত হও হৃষ্ট মনে॥
যবে তুমি নাচ তবে ভক্তগণ গায়।
তারা নাচে তুমি গাও কত ভঙ্গিমায়॥

কভু বা সবার সনে মিলি ইচ্ছা বশে।
ত্রিলোক ভাসাও প্রভো! নৃত্য গীত রসে॥
হেন মত নৃত্য গীতে প্রেম বন্যা আনি।
কেমন ডারহ তাহে ধরি সর্ব প্রাণী॥
কেহ ডুবে কেহ ভাসে সে বন্যা মাঝারে।
বাহ্য জ্ঞান হারা হই কেহ বা সাঁতারে॥
নীরবে পাদপ শাখে বিহঙ্গমগণ।
সে নৃত্য কীর্ত্তন করে দর্শন শ্রবণ॥
স্বগৃহ পালিত যত পশুর সমাজ।
দূরে হতে সংকীর্ত্তন শুনি নটরাজ॥
অবিরল আঁখি জলে অবনী ভাসায়।
মাঝে মাঝে উচ্চনাদে চৌদিক মাতায়॥
লম্ফে ঝম্ফে খুরাঘাত ধরণী বিদারে।
তা সবার প্রেম চেষ্টা কে কহিতে পারে॥
কিবা ভঙ্গী করি কর কীর্ত্তন নর্ত্তন।
কি ভঙ্গিমা করি কর ভূজ উত্তোলন॥
কিবা ভঙ্গীভরে তাল দেহ পদ করে।
কি ভঙ্গীমা করি হান ও কটাক্ষ শরে॥
কিবা ভঙ্গী সহ মুখে লহু লহু হাস।
অনন্ত ভঙ্গীমা সহ কীর্ত্তন বিলাস॥
মধুর নর্ত্তন হেন মধুর কীর্ত্তন।
বলহ করিব কবে দর্শন শ্রবণ॥
হায় সে অদ্বৈত নৃত্য নিত্যানন্দ গীত।
কবে দেখি শুনি হবে সুশীতল চিত॥
অঙ্গুলী সঙ্কেত করি ভ্রূকুটি করিয়া।
এনেছি অদ্বৈত কহে তোমা দেখাইয়া॥
সভক্তে কীর্ত্তন মদে হই মাতোয়ার।

আপনি আপন তত্ত্ব করহ প্রচার ॥
তা শুনি ভকতগণ সগর্ব হুঙ্কারে।
কেহ ধায় পাষণ্ডীর মুণ্ড ছিঁড়িবারে ॥
প্রেমানন্দে মত্ত সবে বাহ্য বিরহিত।
গুরু লঘু জ্ঞান হীন চেষ্টা বিপরীত।
তোমার জননী আদি পুরাঙ্গণাগণ।
বিমল আনন্দ নীরে একান্ত মগন ॥
তোমার এ নৃত্যলীলা কীর্ত্তন বিলাস।
অনন্ত করিতে নারে সমস্ত প্রকাশ ॥
হেন মতে সঙ্কীর্ত্তন লীলা শেষ করি।
সদলে বিশ্রাম কর কিছুক্ষণ ধরি।
স্বেদাক্ত শরীরে তুমি বসিবে আসনে।
তোমারে বীজন আমি করিব যতনে ॥
শীতল সলিল আনি যোগাব ত্বরায়।
করপদমুখপদ্ম প্রক্ষালিবে তায় ॥
তবে তব নটবর বেশ বানাইব।
চারু কারুনিপুণতা কত প্রকাশিব।
কতক্ষণ গুণমনি! নিজ নিকেতনে ॥
স্বজনে করহ তুষ্ট মিষ্ট সম্ভাষনে। কৃষ্ণকথা ইষ্ট গোষ্ঠী করি ভক্তসনে
ভাসাও আনন্দ স্রোতে মাতৃ আদি জনে ॥
প্রতিবাসিগণ আসি তব শ্রীমন্দিরে।
ওরূপ নিরখি ভাসে পরানন্দ নীরে ॥
হেনমতে মাতৃ মন সুখ স্রোতে ডারি ॥
স্বভক্ত ভবনে যাহ নদীয়া বিহারি।
অনন্ত বিলাস তব ভক্ত নিকেতনে ॥
কে আছে সে সব বর্ণ এ তিন ভুবনে।
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যে রস বিলাস ॥

অনন্ত না পারে তাহা করিতে প্রকাশ।
নিত্যানন্দ অদ্বৈতাদি ভক্তগণ সঙ্গে॥
কত ক্রীড়া ভক্ত গৃহে কর কত রঙ্গে।
শ্রীধর শ্রীধর বলি হাঁকিতে হাঁকিতে॥
কভু তার গৃহে যাহ আনন্দিত চিতে।
তা সহ করহ যেই হাস্য পরিহাস॥
সে সব সংসারে প্রভো! আছে সুপ্রকাশ।
শ্রীধর সংসার চক্ষে দীন হীন অতি॥
কেহ না আলাপে ভাল তাহার সংহতি।
এক খানি কুঁড়ে ঘর তাহে নাহি খড়॥
চেটায় শয়ন তার দুয়ারে আগড়।
সংসারী জনের মতে বোকা যেহ অতি॥
ধর্ম্ম ধর্ম্ম করি তার এহেন দুর্গতি।
দুঃখী মুখে হরি নাম শোভা কভু পায়॥
সর্বনিশি হরি বলে উদর জ্বালায়।
শীতে হী হী করে আর লয় হরি নাম॥
বরিষায় কোণে কোণে ফেরে অবিরাম।
ধন হীন জন যেই ধর্ম্ম কোথা তার॥
বিকট হুঙ্কারে নিদ্রা নাহি মোসবার।
কলিকালে নিদ্রাগত দেবতা সকলে॥
সে নিদ্রা ভাঙ্গিলে দেশ যাবে রসাতলে।
হেন শাস্ত্র জ্ঞান কভু নাহি এ চাষার॥
রসাতলে গেল দেশ কি ক্ষতি তাহার।
ফাটাফুটা লৌহ পাত্র—বিশ্বপরিচিত॥
অতি জীর্ণ কুঁড়ে এক-খড়বিরহিত।
শত গ্রন্থি ছিন্নবাস ভাঙ্গা এক খোরা॥
স্থাবরাস্থাবর তার দেখি এই মোরা।

নিতি দেখি এক বেলা আহার যুটয় ॥
না যুটিলে পর্ব ছলে উপবাসী রয়।
এর দোষে দেবরোষে অমঙ্গল হলে ॥
কিবা এর ক্ষতি মোরা মরিব সকলে।
এ চাষার কুঁড়ে ভাঙ্গি ফেলি গঙ্গাজলে ॥
সাধিব দেশের হিত আমরা সকলে।
এরূপ বিষয়ী জন শ্রীধরেরে কয়
কিন্তু তাঁর মত কেবা ভাগ্যবান হয় !
উদার স্বভাব তার সরল হৃদয়। সেই ধর্মবীরসিংহ ভক্তি রসময়॥
থোর কলা আদি বেচি নিতি যাহা হয়।
তাহে পূজা, তাহে দান তাহে নিজ ব্যয় ॥
সঞ্চয় কাহার নাম শ্রীধর না জানে।
নিত্য কাজে করে ব্যয় নিত্য যাহা আনে ॥
একান্ত ভকতি তার জাহ্নবীচরণে।
হরিনাম সুধাপানে মত্ত প্রতিক্ষণে ॥
জীবে দয়া ভক্তে ভক্তি অকপটে করে।
নিষ্কাম ভজনরত কৃষ্ণ দাস্য তরে ॥
তৃণ হাতে সদা নিচ ভাবে আপনারে।
অমানী হইয়া মান দেয় যারে তারে ॥
তরু সম সহিষ্ণুতা ধরে সর্ব্ব ক্ষণ। রিপুগণ নাহি যায় তাহার সদন।
কি অধিক তার ভাগ্য ভবাদি বঞ্ছিত।
অপার তাহার গুণ ভূবন বিদিত ॥
শ্রীধরের জীর্ণ গৃহ শত গ্রন্থি বাস।
হেরি তুমি কহে রঙ্গে শ্রীধরসকাশ ॥
শ্রীধর ! তোমারে আমি বুঝেছি সুন্দর।
বিষম কপট তুমি নদীয়া ভিতর ॥

তুমি মহান ধনী ভিতরে ভিতরে।
দারিদ্র্য দেখাও কেন মোদের গোচরে ?
দারুণ কৃপণ তুমি বুঝিয়াছি সার।
সে ধনে মোদের নাহি কিছু অধিকার ?
একাকী সেধন ভোগ করহ গোপনে।
মোসবে বঞ্চিত তাহে কর কি কারণে ?
ভাল এবে একা তুমি ভুঞ্জ সেই ধন!
কিন্তু চিরদিন নারিবে তা রাখিতে গোপন ॥
নিশ্চয় এ হেন দিন আসিবে শ্রীধর ?
করিব তোমার ধন ভুবন গোচর ॥
তবে যদি এক কাজ করহ এখন। সহসা প্রকাশ নাহি করিব সে ধন ॥
মোর মনোমত মূল্যে কলাদি তোমার।
নিতি আমা যোগাইবে করহ স্বীকার ॥
এত কহি ভাল ভাল বাছিয়া বাছিয়া।
থোড়কলা আদি লহ বিশ্ব বিনোদিয়া ॥
শ্রীধর যে মূল্যে প্রভো! মাগে তোমা ঠাই।
তুমি কহ এত কড়ি কভু দেখি নাই ॥
শ্রীধর কহয় এক তুমি কহ আর। এইরূপ কসামাজা কতই প্রকার ॥
তখন সবলে দ্রব্য লই নিজ করে।
সিকি দাম দিয়া তুমি যেতে চাহ ঘরে ॥
অমনি শ্রীধর দ্রব্য লই ছিনাইয়া। কহয় কিনহ তুমি অনত্র যাইয়া ॥
দোহাই ঠাকুর তুমি ছাড়হ আমায়।
অই দেখ ক্রেতাগণ ফিরি ফিরি যায় ॥
গ্রহ ফেরে কাল হতে বিকি কিনি নাই।
কাল হতে কপর্দ্দক দেখিতে না পাই ॥
কাল হতে উপবাসী ইষ্টদেব রন।
কাল হতে সেই দুঃখে পুড়িছে এ মন ॥

আশা করি আসি আজি সকাল সকাল।
কে জানে এখন তুমি ঘটাবে জঞ্জাল॥
অন্যদিন আস তুমি বহু বেলা হলে।
আজি এ সকাল মাত্র মম কর্ম্ম ফলে॥
তব আগমন আগে বেচি যাব ঘরে।
হেন আশা করি আমি আসিনু সত্বরে॥
বহুনি বেলায় তুমি এসেছ যখন।
কালিকার মত হবে আজি অনশন॥
কেননা বহুনি তুমি করহ যে দিন।
সেই দিন নিশ্চয় হই উপার্জ্জন হীন॥
মূলে ঘাঁটি যায় মম সে দিন নিশ্চয়।
স্বল্প মূল্যে বেশী দ্রব্য অন্য সবে লয়।
না জানি কি দশা মম সেই দিন হয়।
যে মূল্যে যে যাহা চাহে দিই সমুদয়।'
তুমি কহ শ্রীধর হে একি তব রীত।
যোগনিয়া ছাড়িতে কি হয় হে উচিত?
তেঁহ কহে তোমা সম ছুটি যদি পাই।
উপবাসে মৃত্যু মম নিশ্চয় গোসাঞিঃ!
তুমি কহ একি দেখি তব আচরণ!
আমি তব পর আর জাহ্নবী আপন?
তাঁহার সেবায় নিতি কত কত ব্যয়!
মোর বেলা এক কড়া কাণা কড়ি নয়!!
সে গঙ্গা আমার দাসী জানিবে নিশ্চয়।
আমা সেব তোমা তেঁহ হবেন সদয়।
আমার সেবনে তুষ্ট সর্ব্ব দেবগণ।
আমারে পূজিলে হয় তাসবা পূজন॥

যদা তরু মূলে জল করিলে সেচন।
শাখা প্রশাখাদি তার পুষ্ট তনু মন॥
আবার যেমতি জল সেচিলে শাখায়।
জলাভাবে অন্য সবে শুকাইয়া যায়॥
তেমতি আমার পূজা আমার ভোজনে।
পুষ্ট তুষ্ট তনু মন সর্ব্ব দেবগণে॥
তেমতি বিশেষ কোন দেবতা পূজনে।
অন্য দেবগণ তুষ্টি নাহি পান মনে॥
শ্রীধর সশঙ্ক মনে তোমারে কহয়।
দেবতা বলিয়া তব নাহি হয় ভয়।
উদ্ধতের শিরোমণি! আর কাজ নাই।
যাহা ইচ্ছা তাহা লহ মূল্য নাহি চাই॥
নিতি নিতি থোড় আদি যোগাব।
তোমার দোহাই হেন না বলিব আর॥
তুমি কহ পথে এস শ্রীধর এখন।
ঘুচিল বিবাদ হল মোদের মিলন।
তব দ্রব্যে হবে নিতি ঠাকুরের সেব।
ইহাতে বিবাদ বল করে আর কেবা॥
এত কহি থোড় আদি লই কুতূহলে।
শ্রীধর সমীপ হতে যাও হে সদলে॥
সুগন্ধ বণিক, গোপ, তিলি, তন্তুবায়।
তাম্বুলী, কুমার, মালী আদি নদীয়ায়॥
সর্ব্ব ঘরে ঘরে যাই ভকত সহিত।
কত লীলা রঙ্গে হর সবাকার চিত॥
নিজ নিজ পণ্য দ্রব্য তোমা করি দান।
সফল জীবন সবে হয় বিশ্বপ্রাণ॥
হেন মতে ঘরে ঘরে নানা লীলা করি।

সবার আনন্দ বৃদ্ধি কর গৌরহরি ॥
তবে অন্য ভক্ত গৃহে করি আগমন।
তথায় অনন্ত কেলি কর কতক্ষণ ॥
বৃন্দাবন লীলাকথা তুলিয়া অচিরে।
নিখিল ভকত চিত ডার প্রেমনীরে ॥
স্মরি রাধা মাধবের পূর্বাহ্ন বিলাস।
অন্তরে কতই উঠে আনন্দ উচ্ছ্বাস ॥
ভক্ত চিতে সে আনন্দ হই সংক্রামিত।
প্রেমানন্দ মূর্ত্তি এক হয় প্রকটিত ॥
অশ্রু কম্প স্বেদ আদি তটস্থ লক্ষণ।
সে মূর্ত্তির আবির্ভাব করে প্রচারণ ॥
সে মূর্ত্তি উদয়ে প্রভো! ভকত সহিত।
ভুবন মঙ্গল লীলা কর প্রকাশিত ॥
কভু দৈন্যে কর কত আত্ম নিবেদন।
কভু দাস্যে ভক্ত পদ ধরিতে মনন ॥
কভু বা ঐশ্বর্য্যরসে হই মাতয়ার।
"আমি সেই" "আমি সেই" কহ বার বার ॥
কোন জনে সখ্যে কর প্রেম আলিঙ্গন।
কভু স্নেহে কার শিরে ধরহ চরণ ॥
কভু কারে অঙ্কপরে ধর প্রেমভরে।
কভু বা বসাও বামে প্রিয় গদাধরে ॥
তোমা সম ভক্ত করে যেই আচরণ।
অনন্ত বর্ণিতে তাহা নারে কদাচন ॥
তোমার অশেষ চেষ্টা ভক্ত চেষ্টা যত।
নিরখি বিস্ময় ভরে সবে জ্ঞান হত ॥
ভাগ্যবান নদেবাসী পুরবাসীগণ।
সে লীলা দর্শন ভাবে সফল জীবন ॥

বিষম সংসার কাল মায়াহাত হতে।
সে লীলা দর্শন সবে মুক্ত সর্ব্ব মতে॥
ভয়াল ত্রিতাপজালা দুঃখ রোগশোক।
চিরতরে ভুলি সুখী হয় সর্ব্ব লোক॥
সর্বভাবে সবাকার পূর্ণ মনোরথ।
অনায়াসে পায় সবে বৃন্দাবন পথ॥
অন্তরীক্ষে যক্ষ রক্ষ সুরাদি সকলে।
এ লীলা দর্শনে ভাসে পরানন্দ জলে॥
জনম সফল সবে ভাবে এই বার।
সবে লভে বৃন্দাবন বাস অধিকার।
সানন্দে সকলে করে পুষ্প বরিষণ।
সানন্দে দুন্দুভি ধ্বনি করে ঘনে ঘন॥
আনন্দে নয়নধারা বহি সবাকার।
সে গৃহের চারি ধারে পড়ে অনিবার॥
এমতে ত্রিলোক জনে কৃতার্থ করিয়া।
সেলীলা কবহ শেষ বিশ্ব বিনোদিয়া॥
হায়! হেন দিন কবে হইবে আমার।
আঁখি ভরি নিরখিব এ লীলা তোমার॥
তব সঙ্গ তব সেবা পাইবার তরে।
তোমার পূর্বাহ্ণ লীলা চিন্তি প্রেমভরে॥

শ্রীরাধা মাধব পক্ষে

যখন পূর্ব্বাহ্ণে তব কান্ত গুণমণি গো
সখা সনে যাইবেন বনে।

তাঁর পিছে পিছে চলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া গো।
পিতৃ আদি গুরুজনগণে ॥
তা হেরি তখন তুমি ব্যাকুল অন্তরে গো
সখিগণ আসি নিজ বাসে।
রবি পূজা ছলে পাই গুরুজন আজ্ঞা গো
কাননে পশিবে কান্ত আশে ॥
নাথ প্রেমে মত্ত তুমি চাতুরী আকর গো
সিদ্ধ বিদ্য সংসার বঞ্চনে।
বঁধু ভাব মাখা তব সেকালের মূর্ত্তি গো
ভজি আমি শয়নে স্বপনে ॥ ৪৩

---

* অথ শ্রীমধ্যাহ্নলীলা *

শ্রীগোরাশশীপক্ষে।

ক্রমে যবে উপনীত মধ্যাহ্ন সময়।
সে কালের সেবা রত হব দয়াময় ॥
সঙ্কীর্ত্তন যোগ্য বেশ রচিব তোমার।
সে শোভা নেহারি রহে ধৈরয কাহার ॥
শান্তিপুর সুধাকর শ্রীঅদ্বৈতরায়।
শ্রীপণ্ডিত গদাধর—প্রেমাবিষ্ট কায় ॥
প্রভু নিত্যানন্দ ইন্দু—অবধূত মনি।
হরিদাস শ্রীনিবাস—দাস্য ধনে ধনী ॥
হেন নিজ সর্ব্ব প্রিয় পারিষদ সনে।
সঙ্কীর্ত্তন রসমত্ত হও প্রীত মনে ॥
পীককণ্ঠ বিনিন্দিত ধ্বনি সবাকার।
পরস্পর সম্মিলনে বর্ষে সুধাকার ॥

সে ধারা প্রবাহি নিত্য শ্রবণ কুহরে।
অনাদি কালের তাপ নির্ব্বাপিত করে॥
অনাদি কালের যত মলিনতা স্তূপ।
প্রক্ষালি হৃদয় করে দর্পণ স্বরূপ॥
এ রূপে সে ধারা হৃদি করি পরিষ্কার!
প্রেম ভক্তি বাসযোগ্য করে চমৎকার॥
সে কীর্ত্তন সুধাপানে ত্রিলোক নিবাসী।
শোক তাপ বিরহিত পরম উল্লাসী॥
আপন স্বরূপ জ্ঞান পুনঃ লভি সবে।
কেহ ভাসে কেহ ডুবে দাস্য সুখার্ণবে॥
কৃষ্ণ মোর প্রভু হন মুই তাঁর দাস।
ইহা কহি জনে জনে প্রকাশে উল্লাস॥
ইহা কহি জনে জনে ফুকারি ফুকারি।
তব জয় ঘোষে ভবসাগর কাণ্ডারী॥
ইহা কহি জনে জনে মহিমা তোমার।
পরম আনন্দে করে ভুবনে প্রচার॥
ইহা কহি জনে জনে কহে বার বার।
না দেখি না শুনি কোথা হেন অবতার॥
ইহা কহি জনে জনে কহে হাসি হাসি।
এ সংসারে এতকালকি করিনু আসি॥
এতকাল নিজ তত্ত্ব ভুলি মুই ছার।
অমৃত পাসরি বিষ খানু অনিবার॥
এতকাল কুহকিনী মায়া যন্ত্রণায়।
কুঠার মারিনু মুই আপনার পায়॥
মায়াবশে নিজ সুখ সন্ধানে ফিরিনু।
স্বেচ্ছায় কামনা ফাঁশি স্বগলে পরিনু॥
ধন্য গোরা অবতার!! যাঁর করুণায়।

নিজ তত্ত্ব বুঝি এবে এড়াইনু দাস ॥
হেন মতে জনগণ মহোল্লাস ভরে।
প্রচারি মহিমা তব গুণগান করে ॥
হেন মতে সঙ্কীর্ত্তন সুধা বরিষণে।
অজর অমর করি নিজ জীবগণে ॥
নিতি নিতি নিজ চির বৃন্দাবন বাসে।
তা সবে পাঠাও প্রভো! পরম উল্লাসে ॥
আপনিও সঙ্কীর্ত্তন-সুধা করি পান।
আপন বাসনা পূর্ণ কর বিশ্বপ্রাণ ॥
বিশুদ্ধ ভকত ভাবে আছে যেই সুখ।
নির্যাস আস্বাদ তার কর চন্দ্রমুখ ॥
কিবা রাধা কিবা কৃষ্ণ কিবা জীবততি।
তব গৌর অবতারে লাভবান অতি ॥
এই অবতার আগে কৃষ্ণ কদাচন।
না জানিতা রাধা প্রেম মর্য্যাদা কেমন ॥
তাই শ্রীমতীর সনে তাঁর আচরণ।
নাহি ছিল যথাযোগ্য নদীয়া জীবন ॥
না ছিলেন কৃষ্ণ কভু এক নিষ্ঠ মতি।
যোগ্য সমাদর তাঁর নাহি রাধা প্রতি ॥
শ্রীমতী প্রকৃত মান না বুঝি তখন।
দিতেন কোমল মনে কতই বেদন ॥
আন নারী সনে করি নিশি অবসান।
রাধারে করেন দেখ কত অবজ্ঞান ॥
কিন্তু এবে রাধা ভাব করি অঙ্গীকার।
গৌর হই নাহি পাও-রাধা প্রেম পার ॥
সে প্রেমের অসীমতা গভীরতা কত।
এবে যত বুঝ তত হও জ্ঞান হত ॥

তত তুমি লাজ বশে না তুল বদন।
তত রাধা অনুগত হও হে এখন॥
তাই শ্রীমতীরে ত্যজি ক্ষণেক এখন।
কদাচ অন্যত্র নাহি ধায় তব মন॥
তোমার এ আচরণে প্রেমবতী রাই।
কত লাভবতী এবে তার সীমা নাই॥
তোমার এ ভালবাসা প্রতিশোধ তরে।
নিজ প্রেম বৃদ্ধি রাধা যথাযোগ্য করে॥
প্রেমবৃদ্ধি সনে বাড়ে তোমার সেবন।
অতএব কত লাভ তোমার এখন॥
নদে-অবতার-আগে গোকুল বিলাসি।
আস্বাদিতে নারিতে হে নিজরূপ রাশি॥
এবে তুমি সেই রূপ করি আস্বাদন।
অধিক মাধুরি ধর-আনন্দ কারণ॥
এখন তোমার আর শ্রীমতীর লাভ।
হয়েছে অধিকতর ওহে পদ্মনাভ॥
নিঃস্বার্থে শ্রীমতী তোমা সেবি অনুক্ষণ।
কোটী সুখ তোমা হতে করেন ভুঞ্জন॥
সে সুখ কেমন তাহা বুঝি হে এখন।
বিস্ময় আনন্দ সিন্ধুমগ্ন তব মন॥
আমা সেবি প্রিয়া মম এত সুখ পায়।
ইহা ভাবি তব সুখ বাড়ি এবে যায়॥
তোমার অধিকতর সুখদরশনে।
রাই ভাবে এই সুখ আমার সেবনে॥
ইহা ভাবি রাধাসুখ আরো বৃদ্ধি হয়।
হেন মতে লাভবান তোমরা নিশ্চয়॥
জীবের লাভের কথা না যায় কথন।

ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী হল মহামহাজন ॥
মায়া ক্রীড়ামৃগ ছিল যেই জীব ছার।
ব্রজবাস অধিকারী হল তাসবার ॥
এ হতে অধিক লাভ কিবা আছে আর।
ধন্য তুমি ধন্য তব গোরা অবতার ॥
পূর্ব্বাপেক্ষা প্রভো ! তব এই অবতারে।
কৃষ্ণাদির সুখস্রোত বহে শতধারে ॥
সঙ্কীর্ত্তন অন্তে তুমি নিজ জনসনে।
আরাম বিহার সুখ ভুঞ্জ এক মনে ॥

জাহ্নবী পূর্বতীরে রম্য উপবন। নদীয়া ভূষণ সর্ব সৌন্দর্য্য সদন ॥

এক এক জাতি শোভা দুই ভাগে কিবা।
বৃন্দাবন নবদ্বীপে বসে নিশি দিবা ॥
তাই এই উপবনে যে যে শোভা হয়।
বৃন্দাবনে সে সে শোভা বিরাজে নিশ্চয় ॥
কিন্তু এই উপবন সৌন্দর্যকথনে।
হেন জন নাহি দেখি এ তিন ভূবনে ॥
দীর্ঘে প্রস্থে সম সেই বিশাল আরাম।
পশ্চিমে জাহ্নবী তারে সেবে অবিরাম ॥
মণিময় শরীর এক বিশাল শরীর।
উদ্যানপশ্চিমে থাকি স্পর্শে গঙ্গানীর ॥
পুর্ণ কুম্ভ লই পুর্ণ গর্ভবতীগণ।
এ তীর্থ সোপানে করে সুখে আরোহণ ॥
মণির সুদৃঢ় পোস্তা তীর্থপার্শ্ব হতে।
উদ্যানপশ্চিমসীমা রক্ষে বিধি মতে ॥
হেমগরাদের বেড়া শোভে পোস্তাপর।
মাঝে মাঝে ক্ষুদ্র স্তম্ভ স্বর্ণ কলেবর ॥
বর্শার ফলক সম গরাদের শির ॥

অতি তীক্ষ্ণ ধার সেই ফলক শরীরে ।
হেন মতে হেম বেড়া সে পোস্তা উদরে ॥
উদ্যান পশ্চিম সীমা সদা রক্ষা করে ।
সে তীর্থ উপরে শোভে চাঁদনী সুন্দরে ॥
মণি বিখচিত স্বর্ণস্তম্ভের উপরে ।
খগমৃগ তরুলতা দেবাদি আকারে ॥
সে মণি খচিত আছে বিবিধ প্রকারে ।
চাঁদনীর অন্তঃছাদ নীলবর্ণ ধরে ॥
মধ্যস্থলে সূর্যকান্ত মনিময় শোভা করে ।
নীলকান্ত মণিময় মেজে বিরাজিত ॥
কমল আকারে তাহে রজত খচিত ।
পশি সে চাঁদনী মাঝে হেন লয় মনে ॥
কমল হাসিছে যেন কান্ত দরশনে ।
সোণার সোপান যুত মণি বেদীবর ॥
চাঁদনীর দুই পাশে শোভে মনোহর ।
উপবন তিন দিকে রতন প্রাচীর ॥
বিরাজে প্রহরী প্রায় উচ্চ করি শির ।
সে তিন প্রাচীর মাঝে বিশাল তোরণ ॥
উদ্যান দর্শকে সদা করে অভ্যর্থন ।
তোরণ উভয় পাশে কনক আলয় ॥
কিঙ্কর রক্ষকে দেয় সতত আশ্রয় ।
উপবন মধ্যস্থলে অট্টালিকা বর ॥
দূর হতে সুরনদী হেরে নিরন্তর ।
সারি সারি স্বর্ণস্তম্ভ-রতন খচিত ॥
শিরেধরি সৌধবরে আছে বিরাজিত ।
চারিদিকে স্তম্ভশ্রেণী উপরে উপরে ॥
সে সৌধ ত্রিতলে থাকি কত শোভা ধরে ।

চৌদিকে অলিন্দ শোভে সৌধ প্রতি তলে ॥
মণিময় মেজে তার কিবা ঝলমলে।
হেমদণ্ড ধৃত দেহ বেষ্টন সকলে ॥
সেই স্তম্ভ মাঝে মাঝে শোভে নিম্নতলে।
উর্দ্ধদেশে ঝিলিমিলি—কনক রচিত ॥
স্তম্ভ মাঝে মাঝে কিবা আছে বিরাজিত।
প্রতিতলে উঠিবার মণির সোপান।
নৈঋতে ঈশান কোণে আছে শোভমান ॥
নিম্নতলে যেই মত প্রকোষ্ঠ বিধান।
সেই মত উর্দ্ধ দুই তলে বর্ত্তমান।
উত্তরে দক্ষিণে শোভে প্রকোষ্ঠ সুন্দর ॥
এ দুই মাঝারে গৃহ—দীর্ঘ কলেবর।
এ মতে প্রকোষ্ঠ ত্রয় শোভি প্রতিতলে ॥
প্রভু প্রয়োজন সদা সাধে কুতূহলে।
প্রতি গৃহ ভিত্তি তলছাদ মেজে যত ॥
নানামণি বিখচিত আছে মনোমত।
নানা জাতি নানাবর্ণ রতন সকল ॥
হেন ভাবে বিখচিত করে সর্ব্বস্থল ॥
যেন কোনস্থানে শোভে খগমৃগ যত।
কোন স্থানে কুসুমিত তরুলতা কত ॥
সুর নরযক্ষ আদি মূরতি মোহন ॥
কোন কোন স্থানে আছে খচিত কেমন।
নিম্নতলে পার্শ্বগৃহে সেবাদ্রব্য রয় ॥
নানা জাতি করতাল মৃদঙ্গ নিচয়।
এ তলার মধ্য গৃহে ভক্তগণ সনে ॥
আনন্দ অমৃত পিও মধ্যাহ্ন কীর্ত্তনে।
মধ্যম তলায় যেই পার্শ্ব গৃহদ্বয় ॥

বিবিধ ভোজন পাত্র তা সবে শোভয়।
এই তলে মধ্য গৃহে নিজগন সনে ॥
মধ্যাহ্ন ভোজন লীলা কর হৃষ্ট মনে।
সর্ব্ব উর্দ্ধ তলে হে পার্শ্ব গৃহদ্বয় ॥
পালঙ্ক শয়ন আদি তাহাতে শোভয়।
মধ্যগৃহে বসি তুমি গালিচা আসনে ॥
কৃষ্ণ কথা ইষ্টগোষ্ঠী কর ভক্তসনে।
প্রতি তলে মধ্যগৃহে পশ্চিম পূরবে ॥
কনক কপাট যুত শোভে দ্বার সবে।
সুবিশাল বাতায়ন ঋজু চারি চারি ॥
সেই সব দ্বার পাশে শোভে সারি সারি।
কাঞ্চন কপাট যুত তিন তিন দ্বারে ॥
মধ্য গৃহ হতে লয় পার্শ্বের আগারে।
উত্তর পার্শ্বের গৃহ উত্তরে কেমন ॥
এই তিন দ্বার ঋজু আছে বাতায়ন।
দুই দুই বাতায়ন এ গৃহ ভিতর ॥
পূরবে পশ্চিমে ঋজু আছে মনোহর।
এরূপ দক্ষিণ পাশে আছে যেই ঘর।
যথাযথ দিক তার গবাক্ষ সুন্দর ॥
দ্বার আর বাতায়ন উর্দ্ধ দুই তলে।
এক ভাবে নিম্ন মত রচিত সকলে ॥
নানা রত্ন বিখচিত মণির সোপান।
সে সৌধবেষ্টন করি আছে শোভমান ॥
এ সৌধ সৌন্দর্য্য রাশি না যায় কথন।
শ্বেতমণি বিরচিত তনু সুমোহন ॥
বিবিধ রতন ধাতু নানা বর্ণ ধর।
নানা ভাবে বিখচিত সৌধ দেহপর ॥

কুসুমিত ফলনত তরুলতা গণ। খগমৃগসুরনরমূরতি মোহন॥
নানা ছাঁদে রহকেলি নিভৃত কাননে।
শ্রীরাধা গোবিন্দ করে বিকসিত মনে॥
নিকুঞ্জ গবাক্ষে আঁখি রাখি সখীগণ।
পরানন্দ ভরে তাহা করে দরশন॥
কোথাও সে রাসলীলা—কৃষ্ণকেলি সার।
বসন হরণ কোথা কেলি চমৎকার॥
অষ্টকালে যে যে লীলা হয় বৃন্দাবনে।
স্বদেহে দেখায় সৌধ বিকসিত মনে।
কোন স্থানে রামলীলা কোথা ও বামন॥
হেন সর্ব্ব অবতার লীলা অগণন।
রতন খেচনি জাত হেন লীলা যত॥
সৌধ দেহে থাকি মন হরে অবিরত।
বিমল কৌমুদী কিংবা রবিকর জালে॥
কিবা করে ঝলমল সৌধ সর্ব্বকালে।
তোমার সন্তোষ তরে নদীয়া বিলাসী॥
যতনে রক্ষিত হেথা সর্ব্ব শোভারাশি।
এ সৌধ পশ্চিম আর দক্ষিণ উত্তরে॥
নানা ফুল তরুলতা কত শোভা ধরে।
এক এক জাতি ফল তরুলতাগণ॥
এক এক ঠাঁই আছে পূরবশোভন।
ষড়ঋতু উপস্থিত থাকি উপবনে॥
তব ইচ্ছামত রত তোমার সেবনে।
যখন যাহার সেবা কর অভিলাষ॥
সে ঋতুর ফুল ফল তখনি প্রকাশ।
নিতি নব শোভা ধরে তরুলতাগণ॥

অনন্ত যৌবন সবে সৌন্দর্য্য সদন ॥
নানা জাতি বিহঙ্গম নিবসি তথায় ।
কেহ রূপে কেহ স্বরে ভুবন মাতায় ॥
পঞ্চম ষড়জ আদি নানা মধুস্বরে ।
শাখে বসি গাই সবে সুধাবৃষ্টি করে ॥
ময়ুর ময়ুরী সহ মিলি ঠাঁই ঠাঁই ।
পুচ্ছ মেলি নৃত্যকেলি মত্ত হে সদাই ॥
মকরন্দ অন্ধঅলী গুন্ গুন্ স্বরে ।
ফিরিছে বৈরাগী মত পুষ্প ঘরে ঘরে ॥
বিবিধ বিহঙ্গ আদি মধ্যাহ্ন প্রকাশে ।
লভিছে বিশ্রাম সুখ বসি নিজবাসে ॥
চাঁদনী তোরণ হতে মণি বর্ত্মচারি ।
সৌধ পদ পরশিছে স্বতনু বিথারী ॥
এচারি প্রধান পথ হইতে কেমন ।
প্রাচীর সহিতে মিলি ক্ষুদ্র পথগণ ॥
মাঝে মাঝে পথ পাশে মণিবেদী চয় ।
বিবিধ মূরতি ধরি উদ্যানে শোভয় ॥
মঞ্জুল নিকুঞ্জ পুঞ্জ শোভি নানা ঠাঁই ।
কতভাব প্রকাশিছে তার অন্ত নাই ॥
শীতল মলয়ানিল করি গঙ্গাস্নান ।
সঘনে প্রবহি করে শীতল উদ্যান ॥
উত্তর তোরণ পাশে যেই নিকেতন ।
ব্যবহৃত হয় তাহা রন্ধন কারণ ॥
পরম আনন্দ ভরে তব ভক্তগণ ।
মধ্যাহ্ন কালের ভক্ষ্য করে অয়োজন ॥
চারিবিধ অগ্রচির অমৃত নিন্দন ।
তোমাতরে ভক্তগণ করে হে রন্ধন ॥

সর্ব্বশোভানিকেতন সেই উপবন।
সকল প্রকারে সুখ করে বিতরণ॥
দূরে রহু প্রাকৃতিক ভুবন সুষমা।
গোলোকেও নাহি মিলে এ শোভাউপমা॥
হেন উপবনে তুমি পারিষদ সনে।
অনন্ত বিলাস কর প্রেমানন্দ মনে॥
মলয় মারুত মৃদু প্রবহি তথায়।
ভক্ত সহ করে তোমা সুশীতল কায়॥
বিহগকাকলী স্বরে শ্রবণ জুড়ায়।
শিখী নৃত্যে সর্ব্বচিত্ত সরস করায়॥
অবধূত গদাধর অদ্বৈতাদি সঙ্গে।
তথায় ভ্রমহ তুমি মাতি রসরঙ্গে॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে হেন ভক্তগণ সনে।
কুঞ্জলীলা উদ্দীপন হয় তব মনে॥
সেলীলাস্মরণে তব প্রমত্ত স্বান্তর। অপূর্ব অনন্তচেষ্টা কর নিরন্তর॥
মধ্যাহ্ন লীলার প্রভো! যে যে অঙ্গ হয়।
ক্রমে আচারিত তার কর কতিপয়॥
কভু কর জলকেলী জাহ্নবী সলিলে।
কভু পর্যটন লীলা কর সবে মিলে॥
কভু ভক্তগন সঙ্গে সৌধ নিম্নতলে। কীর্ত্তন নর্ত্তন কর মহা কুতুহলে॥
কভু দোল খেলা কভু ভোজন বিলাস।
কভু বা চাঁদনীতলে হাস পরিহাস।
হেন মত কেলী যত মধ্যাহ্ন সময়।
সগণে প্রকট তুমি কর লীলাময়॥
হায়! হেন দিন কবে হইবে আমার।
আঁখিভরি নিরখিব এ লীলা তোমার॥
মাঝে মাঝে তব দাস ইঙ্গিত বুঝিয়া।

করিব তোমার সেবা বিধ বিনোদিয়া ॥
তবসঙ্গ তব সেবা পাইবার তরে।
এ মধ্যাহ্ন লীলা তব চিন্তি প্রেমভরে ॥ ৭ ॥

শ্রীশ্রীরাধামাধব পক্ষে।

মধ্যাহ্নে যখন রাধে! পশি বৃন্দাবনে।
কান্তে হেরি রবে রত কুসুম চয়নে ॥
পত্রের পুটিকা আমি লই গো তখন।
তুয়া পাছে থাকিব ফুল করিব ধারণ ॥
এ কোন তস্করী হরে কুসুম আমার।
হেন বঁধু বাক্যে হবে আনন্দ তোমার ॥
"কেহ নহে" কহি হেন হসিত বদনে।
নাথ প্রতি চাহি রবে সুস্থির নয়নে ॥
সে মনোজ্ঞ মূর্ত্তি তব অয়ি চন্দ্রাননে।
স্মরন করির আমি শয়নে স্বপনে ॥ ৪৪

কত পুষ্প আজি মম করেছ হরণ।
বারেক আমারে চৌরি! দেখাও এখন ॥
তুয়া প্রতি বঁধুয়ার এ বাণী শ্রবণে!
কুসুম পুটিকা আমি রাখিব গোপনে ॥
কিন্তু সে চতুর মনি করি তা দর্শন।
সবলে মোকক্ষে কর করিবে অর্পণ ॥
উহু! উহু! ছাড় ছাড় বাজিছে বগলে।
এছল করিব ফুল রাখিতে কৌশলে ॥

কিংকর্ত্তব্য মূঢ় বঁধু হবে ক্ষণ কাল।
কিন্তু মৃদু হাসি মম ঘটাবে জঞ্জাল॥ ৪৫

তথাপি না ছাড়ে কৃষ্ণ করি দরশন। ফুকারি ফুকারি তব মাগিব শরণ
রক্ষ রক্ষ আজি দেবি! করি কৃপাদান।
আমি তব দাসী আমা দুঃখ দেয় কান॥
সে মোর কাতর উচ্চ বচন শ্রবণে।
অচিরে আশ্রয় আমা দিবে চন্দ্রাননে॥
কেন ধূর্ত্ত! হেন দুঃখ দেহ মম জনে।
আমারে নিরখি তব ভয় নাহি মনে॥
এত কহি নিজ কর করি প্রসারণ।
বঁধু করে ব্যথা দিয়া ছাড়াবে তখন॥
হে দেবি! করুণাময়ি! তোমার চরণে।
আশ্রয় লইনু আমি কায়বাক্যমনে॥ ৪৬

তখন আমারে ছাড়ি রসিক রতন।
আশুগতি তোমা দেবি! করিবে ধারণ॥
বক্ষের কাঁচলী তব খণ্ড খণ্ড করি।
নিজ গলে তব মালা পরিবে শ্রীহরি।
কি আস্পর্দ্ধা চৌরি! তব কিছু নাই ভয়।
হরিতে পরের ধন না কাঁপে হৃদয়?
একি গর্ব্ব! বলি তব মালার কারণ।
আমি কি করেছি এই কুসুম কানন?
এতই ধৃষ্টতা তব এ ফুল নিচয়।
তব মালা যোগ্য ধনি! কদাচ কি হয়?

তাই হে যে কণ্ঠে তুমি পর পুষ্পহার।
সে কণ্ঠ পীড়ন আজি করিব তোমার ॥ ৪৭

—

এখন কন্দর কক্ষে নৃপতি মহান।
ফুলশেষ সিংহাসনে আছে শোভমান ॥
হে ধূর্ত্তে আমার সনে চলহ তথায়।
তোমারে করিব নগ্ন নৃপতি আজ্ঞায় ॥
তোমার সে ভাব হেরি ভূপতি রতন।
বিমল আনন্দ নীরে হয়ে নিমগণ ॥
তোমারে মিলানু আমি নরেশ সহিত।
তাহে তেঁহ মোর প্রতি হবে অতি প্রীত ॥
কতই শিরোপা নৃপ দিবে হে আমায়।
সে সব সম্যক কভু কহা নাহি যায় ॥
আপন মনোজ্ঞ মালা—মুকুতা চরিত।
পরাই ললাটে মম হরষিত চিত ॥
পরিহাস বাণী হেন শুনি বঁধু মুখে।
মগন হইব সতি! পরানন্দ সুখে ॥ ৪৮

—

ব্রজ পতিসুত হই তুমি হে যখন।
সে দুষ্ট ভুপতি ভৃত্য হয়েছে এখন ॥
তখন তোমার বুদ্ধি হইবে এমন।
ইহাতে বিচিত্র কথা নহে কদাচন ॥
সঙ্গের প্রভাব অতি বিশ্ব নিকেতন।
সঙ্গ বশে ভাল মন্দ হয় জনগণে ॥
তস্কর দস্যুর সঙ্গ ইদানি তোমার।

তাদেরি মতন তব আচার ব্যাভার ॥
যেজন তুর্গন্ধময় স্থানে করে নাস।
তার অঙ্গে কভু বল টুটে কি সুবাস ॥
অতএব ইথে তব কোন দোষ নাই।
মম ভাগ্য গুণে হেন হয়েছ কানাই ॥
নতুবা আমিত হই পতিব্রতা সতী।
স্বপ্নে কুকাজে মম নাহি ধায় মতি ॥
বিধাতা ললাটে মম লিখিল এমন ॥
সুজন সহিত হেন কুজন মিলন ॥
বিধি হই কেন হেন কুবিধি তাঁহার।
গোলাপের বাস কেন কণ্টক মাঝার ?
মৃণাল কোমল তনু রসে ভরা কায়।
কণ্ঠাগত প্রাণ কিন্তু কণ্টক জ্বালায় !
এরূপ অকাজ বিধি চিরদিন করে।
হেন বিদ্যা শিখে তেঁহ কাহার গোচরে ॥
তাঁহার গুরুর দেখা কভু যদি পাই।
ইচ্ছা ভরি তবে তাঁরে দুকথা শুনাই ॥ ৪৯

এ হেন আলাপামৃত মহা কুতূহলে।
পিয়াব উদর পুরি এ শ্রুতি যুগলে ॥
তো দুঁহু বিলাস দুঁহু রূপামৃত।
পিয়াই নেত্রযুগ পূরিব বাঞ্ছিত ॥
এ দোঁহে করিব দেবি ! মহা মাতয়ার।
স্বগুণে পুরাও এই বাসনা আমার ॥ ৫০

নব পুষ্প বিরচিত বিচিত্র হিন্দোলা।
তব প্রিয় কুণ্ডতীর করিবে উজলা॥
সকান্ত করাই তোমা তাহে আরোহন।
নানা ছন্দে প্রেমানন্দে দোলাব সঘন॥
প্রসূন পরাগ রাজী হব বিকিরণ।
ভূতল করিবে দেবী! সুপীত বরণ॥
তখন মধুর তানে তব গুণ গাই।
প্রেমানন্দ রস নদী বহাব তথাই॥
শ্রবণ মধুর চারু বীণা আলাপনে!
সুধা বরষিব তব শ্রুতি নিকেতনে॥ ৫১॥

বৃন্দাবনে বিরাজিত সুরতরু বর।
তার তলে যোগপীঠ শোভে মনোহর॥
সেই যোগপীঠ পরে দিব্য সিংহাসনে।
উপবিষ্ট তুমি দেবি! স্বরমণ সনে॥
পাদ্য অর্ঘ ধূপ মালা বসন ভূষণ।
কর্পূরবর্ত্তিক দীপ চৌবিধ ওদন॥
হেন মত নানা উপকরণ অর্পণে!
নিযুক্ত হইব আমি তোমার পূজনে॥ ৫২॥

যখন কানন রাজ মধু আগমনে।
অপূর্ব্ব মাধুরি রাশি ধরে গোবর্দ্ধনে॥
তখন বসন্তোৎসবে হই মাতয়ার।
শত শত সখীসেনা ত্যজে লাজ ভার॥
তা সবে সহায় করি যবে জয় আশে।

বঁধু সনে হোলিরণ বাধাও উল্লাসে ॥
পীচকারী শরাসনে আবীরের শর।
পরস্পরে লক্ষ্য করি হান পরস্পর ॥
এ রূপে তুমুল যুদ্ধ যখন বাধিবে।
কোন পক্ষে জয় লক্ষ্মী নাহিক হেলিবে ॥
তখন তোমার পাছে থাকি রণাঙ্গণে।
তোমার আদেশ যত পালিব যতনে ॥
কুঙ্কুম কূপিকা নামে চোক চোক শর।
তোমা হেরি নিরুপায় যোগার বিস্তর ॥
সানন্দে কটাক্ষ মন্ত্রে তাহা পুতকরি।
সঘনে হানিবে তুমি বঁধু বক্ষপরি ॥
শরাঘাতে ব্রজবীর ছত্রভঙ্গ দিবে।
তবে তব জয় সবে ফুকারি ঘোষিবে ॥ ৫৩ ॥

মুখে মারে মাল সাট হারিয়া না হারে।
সদর্পে সে ধৃষ্ট হেন কহিবে তোমারে ॥
দেখহ, এ বক্ষ আমি উদ্‌ঘাটন করি।
রহিব তাঁহার আগে নিশ্চল সুন্দরি ॥
হয় তুমি রসবতি! কন্দুক সকলে।
সবলে নিক্ষেপ কর মমবক্ষ স্থলে ॥
না হয় যদ্যপি থাকে বীরত্বের কণ।
অচিরে উতার বক্ষকঞ্চুক এখন ॥
তবে সেই অনাবৃত বক্ষ হে তোমার ॥
রাখহ অচল করি সম্মুখে আমার ॥
কন্দুক ক্ষেপণে মম কি আছে শকতি ॥
বারেক পরীক্ষা এবে কর রসবতি ॥ ৫৪ ॥

তোমার এ আত্মশ্লাঘা অবলা সমাজ।
স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম তব জানি রসরাজ ॥
নারী কাছে কর তুমি যেই আস্ফালন।
সে তব প্রকৃতি গত জানে ব্রজজন ॥
মুখে তুমি প্রকাশহ কেশরী বিক্রম।
কিন্তু কাজে কাপুরুষ জম্বুকের সম ॥
মুখের সাটোপে তব মাটি ফাটি যায়।
কাজে কিন্তু দেখি তোমা মহীলতা প্রায় ॥
রমণী অধম তুমি গোকুল নগরে।
অধিক কহিতে লাজ উপজে অন্তরে ॥
সত্য বটে শুনি মোরা পৌর্ণমাসী ঠাঁই।
পূর্ব্ব জন্মে নামধর অজিত কানাই ॥
কিন্তু সে দেবীর বাণী অলীক নিশ্চিত।
তাহার প্রমাণ আছে মোদের বিদিত ॥
মনে করি দেখ বঁধু! কত শত বার।
তোমা জিনে অনায়াসে কিঙ্করী আমার ॥
যবে মম দাসী পাশে মান পরাজয়।
তখন এ আস্ফালন যোগ্য কভূ হয় ॥
অথবা সকলি নাথ! তোমাতেই সাজে।
যখন দিয়াছ তুমি জলাঞ্জলি লাজে ॥
এক কাণকাটা যায় নগর বাহিরে।
দুই কাণকাটা কিন্তু ঘরে ঘরে ফিরে ॥ ৫৫ ॥

এহেন কোন্দলবাণী শ্রবণে তখন।
পুলক পুরিত হবে মম তনুমন ॥
তখন কঙ্কন রূপ দুন্দুভীবাদন।

ঝণৎকার নাদরূপে বাজিবে সঘন ॥
সে সমরবাদ্য দেহ হে শুনিতে শুহিতে।
মাতিবে সে মহাযুদ্ধে কিবা এক চিতে ॥
লোক বেদ অগোচর সে মহাসমর।
হয় নাই হবে না হে কভু বিশ্বপর ॥
শীৎকার স্বরূপ দোঁহে টীটকারী দিয়া।
যুঝিবে সে মহা যুদ্ধে দ্বিগুণ করিয়া ॥
বদনে বদনে যুদ্ধ রদনে রদনে ॥
সুললিত ভুজে ভুজে যুঝিবে দুজনে।
নখরে নখরে রণ বিষম তুমূল।
যার যেই শিক্ষা তাহা প্রকাশ অতুল ॥
এহেন সময় আমি হেরিতো দুঁহার।
কায়মনো বাক্যে স্তুতি করিব তাহার ॥ ৫৬

গিরিরাজ উপত্যকা মাঝে কোনস্থলে।
সকান্ত বসহ তুমি মহা কুতুহলে ॥
শত শত সখী কুলে পরিবৃত হই।
ভুঞ্জহ বিশ্রাম সুখ তুমি রসময়ি !
ইঙ্গিতে তোমার ইচ্ছা বুঝি সেইক্ষণে।
মধুপান আয়োজন করিব যতনে ॥
সমধু চষক সব বৃন্দা মনোনীত।
সারি সারি তুয়া আগে সাজাব ত্বরিত ॥ ৫৭

তবে মধুপানে মত্ত হই অতিশয়।
তব মুখে মিরর্থক বাক্য নিঃসরয় ॥

হা ধ ধ ধরণী ঘু ঘু ঘুরিছে ক কত।
ভ ভ ভয়ে ধা ধা ধায় বি বি বৃক্ষ যত॥
কি কি করি ভ ত ভয়ে পা পা প্রাণ যায়।
আ আকাশ ভাঙ্গি প প পড়ে যা মাথায়॥
এত কহি বঁধু কণ্ঠ করি গো ধারণ।
নিশ্চেষ্ট হইয়া তুমি রহিবে তখন॥ ৫৮

তখন নাগর মোরে করি সম্বোধন।
মধুর ভঙ্গী মা তরে করিবে এমন॥
তোমার স্বামিনী দাসি! দেখহ এখন।
বিষম পীড়ায় কহে প্রলাপ বচন॥
ইহার যেরূপ ব্যাধি হয় অনুমিত।
ইথে আমি হই দাসি! বিশেষ চিন্তিত॥
যেই রোগ স্বামিনীর হয়েছে তোমার।
আমা বই বৈদ্য আর নাহিক তাহার॥
যাহক চিকিৎসা এঁর করি এইক্ষণে।
নির্ব্ব্যাধি করিব আশু না ভাবিহ মনে॥
এই ঠাঁই বঁসি দাসি! করহ দরশন।
কেমনে কবিব এঁর আরোগ্য সাধন॥
নাথ মুখে শুনি হেন অমিয় বচন।
পরানন্দে ডগ মগ হবে মোর মন॥
তখন খলাদি রই ভিষক রতন।
ঔষধ প্রস্তুত তরে করে আয়োজন॥
লজ্জায় অঞ্চল ঝাঁপি বদন উপরে।
তথা হৈতে চলি আমি যাইব সত্বরে॥

বাহিরে লতিকা জালে রাখি এ লোচন।
বঁধূক ব্যবস্থা যত করিব দর্শন ॥ ৫৯

তখন আনন্দ ভরে গোবিন্দের সনে গো
আরম্ভিবে মহা জল কেলি।
কত ছাঁদে কত কেলি প্রণালী অপূর্ব্ব গো
প্রকাশ করিবে দুঁহু মেলি ॥
নাথনাসানেত্রমুখ শ্রবনে করিব গো
ঘন ঘন সলিল সেচন।
তাহে সে রসিকমণি তিষ্ঠিতে না পারি গো
নীরে হবে সহসা মগন ॥
সে জল ভিতরে যাহা করিবে তোমার গো
কুম্ভীর সমান রসমণি।
তোমার বদনাম্বুজ নিরখি তখন গো।
সেই সব বুঝিব অমনি ॥৬০

সখী আর তোমা দোঁহে তৈলাদি লেপন গো
মম সখী সনে মাখাইব।
পরম আনন্দ ভরে পুনঃ আনি নীরে গো
সবারে সিনান করাইব ॥
বিচিত্র বসন আর মনোজ্ঞ ভূষণে গো
সবার শিঙ্গার বিরচিব।
মণির মন্দির দোঁহে কুসুম শয়নে গো
কতই সাদরে বসাইব ॥

দাড়িম্বাদি নানা জাতি সুরসাল ফলে গো
সবার ভোজন সমাপিব।
তো হুঁহু অধরামৃত সবে পরিবেশি গো
প্রেমানন্দ সাগরে ডুবিব॥
তখন সে শেষপরে তোমা দোঁহাকারে গো
মহাগ্রহে করাব শয়ন।
হেন মতে দোঁহা কার করিব সেবনগো
যাহে তুষ্ট হবে তব মন॥ ৬১॥

গোপনে হে কৃষ্ণ! এ বাণীর কুঞ্জে শ্রীমতী বিরাজ করে।
বৃথা কেন তুমি ফির ইতি উতি তাঁহার সন্ধান তরে॥
এ মম বচন মিথ্যা মানি কান অন্যত্র যাইবে চলি।
বঁধু ফিরি যায় দেখাই তোমায় হব আমি কুতূহলী॥ ৬২॥

হে চির স্বামিনি! গোপনে নাগর বিরাজে কদম্ব বনে।
তাই গো এখন কেন আন বন ফির তাঁর অন্বেষণে॥
আমার এ বাণী সত্য করি মানি পশিবে কদম্ব বনে।
নাগরে পাইবে তব জয় হবে জিনিবে খেলার পণে॥
কবে হেন হায়! নিতি নিতি জয় সাধি তব কেলি বনে।
ভাসিব বিমল আনন্দে কেবল পরম সরস মনে॥ ৬৩॥

তবে পাশা কেলি আরম্ভণ বেলি কহিবে গোকুল-ধন—
এস শশি মুখি! পরস্পর রাখি এ দ্যূতে চুম্বন পণ॥

কেননা চুম্বন প্রেম আলিঙ্গন মধুর অধর পান।
হেন পণবিধি দ্যূতে নিরবধি রসজ্ঞ করেন দান ॥ ৬৪ ॥

তখন উত্তরে কহিবে নাগর শুনহ লম্পট মণি।
এ পণ বিধানে আদান প্রদানে সুনিপুণ আছে ধনী ॥
ভৃঙ্গী তার নাম গোবর্দ্ধনে ধাম পুলিন্দ দুহিতা সেহ।
পাশাপণে আর তা সম আমার প্রতিনিধি নাহি কেহ ॥
সে সখী আমার আমি সখী তার আমরা অভিন্ন মন।
কিন্তু আমা হতে দ্যূতে সর্ব্ব মতে সেহ অতি বিচক্ষণ ॥
তোমা এ আসরে জিনিবার তরে প্রতিনিধি দিনু তায়।
চুম্বনাদি পণ রাখিহে এখন খেলহ চতুর রায় ॥
জয় পরাজয়ে তোমরা উভয়ে আদান প্রদান করি।
যে বারে যা পণ কর তা সাধন এ মোর বচন ধরি ॥ ৬৫ ॥

প্রিয়তম প্রতি কহি হেন সতি! আমারে কহিবে যাহ।
তোমার আজ্ঞায় ভৃঙ্গীরে তথায় আনিব নিমিখ মাহ ॥
প্রাণেশ সকাশে তাহারে উল্লাসে বসাব ইঙ্গিতে তব।
আনন্দে মাতিবে করতালি দিবে তা হেরি সঙ্গিনী সব ॥
সে সখী সমাজে দিব রসরাজে হেন মতে লাজ যত।
সে সব নিরখি তুমিও সুমুখি! হাসিবে মধুর কত ॥ ৬৬ ॥

তবে তুমি সতি! কবে নাথ প্রতি শুন শুন গোবিন্দাই।
তোমার এ পণ পাসর এখন ইথে আর কাজ নাই ॥

সহ মোহন ! খেলি হে এখন তোমার মুরলী পণে।
তোমার এ পণ্য থাকিতে কি জন্য অন্য পণ আন মনে॥
শী নামে কোন তাহার সন্ধান করেন কটির বাসে।
স পরাণ ধন না পাই তখন পূরিত বিষম ত্রাসে॥
া হেরি বাঁশরী নিকুঞ্জ বিহারী অবাক বিরস মন।
স ভরে দর্শনে সরস বচনে কহিলা সখিরগণ—
এ ব্রজ মাঝার মুরলী তোমার একমাত্র ভার্য্যা হয়॥
তাহারে সুপথে নারহ রাখিতে একি দেখি রসময়।
আপন জায়ারে রাখিতে যে নারে কাপুরুষ অতি সেহ॥
স্বমুখ কেমনে দেখায় সে জনে কি সুখে ধরে সে দেহ।
ইহাও আবার বলি বীরবর বাঁশীরি বা কি চরিত॥
তার আচরণে ব্যথা পানু মনে বিস্ময়ে পূরিল চিত।
তব মুখ সুধা পানে তার ক্ষুধা নাহি মিটে ওমা একি॥
লাজ মাথা খেয়ে কেমনে সে জীয়ে কি বুকের পাটা দেখি।
সে কেমন ভার্য্যা অভিসার কার্য্যে ব্রতী বুঝি তলে তলে॥
তাই সেহ পর পুরুষ গোচর গিয়াছে সঙ্কেত স্থলে।
সে লম্পটী কাজে মরি ঘৃণা লাজে না সরে বিস্ময়ে বাণী॥
এ ব্রজ নগরে কভু নাহি করে হেন কাজ কোন প্রাণী।
যা হক নাগর এ দুঃখ পাসর ধৈরজ ধরহ মনে॥
বিফল ভাবনা কেবল যাতনা এ বিষাদ অকারণে।
এক গেল গেল কি করিবে বল আবার নূতন হবে॥
এক মহা সতী দিব আশু অতি
না হয় আমারা সবে॥ ৬৭॥

হেন বাণী শুনি কহে রসমণি শুন শুন সতীগণ।
তো সবার ভাবে আসে অনুভাবে তোমরা কুটিল মন॥

যে মুরলী মম গুণে নিরুপম সতীকুল শিরোমণি!
সৌভাগ্য যাহার বাঞ্ছে এ সংসার যে জন মাধুর্য্য খনি॥
যার কণ্ঠ স্বরে সুরাসুর নরে আমাতে মোহিত চিত।
হৃদি বাসে পশি তিমির বিনাশি যে সাধে এ বিশ্ব হিত॥
যথা আমি যাই আগে সেই ঠাঁই যতনে পাঠাই যারে।
মম যোগ্য করি রাখে যে সে পুরী পরিষ্কার গৃহ দ্বারে॥
যাহার বিহনে কাহার ভবনে কভু আমি যেতে নারি।
যা সম আমার বল নাহি আর সদা যেহ আজ্ঞাকারী॥
একদা যাহার সহায়ে আমার লাভ হয় হেন মণি।
যে মণি তুলনা মিলে না মিলে না খুঁজিলে অবনী খনি॥
হেন মত যার বলে অনিবার সাধি আমি পর হিত।
আপন মঙ্গল সাধি অবিরল পরানন্দে মজে চিত॥
হেন গুণবতী হেন বিশ্বগতি হেন শিবদাত্রী যেহ।
সে বংশী নিন্দন করে যেই জন ঈর্ষাবতী অতি সেহ॥
সৌভাগ্য তাহার নাহি তো সবার তাই হে বিদ্বেষ বলে।
অবলা পাইয়া ধরিয়া বাঁধিয়া রেখেছ নিভৃত স্থলে॥
সে প্রিয় বাঁশীরে তোমারা অচিরে আমারে ফিরাই দেহ।
নতুবা আমার দণ্ড হতে আর রক্ষা নাহি পাবে কেহ॥
এ ভুজ বন্ধনে বাঁধি সর্ব্ব জনে শিখর কন্দরে লই।

মনের মতন করিবে শাসন মহারাগে মত্ত হই॥ ৬৮॥
এতেক কহিয়া কান্ত বিনোদিয়া ধাবিত তোমার প্রতি।
তা হেরি সে ক্ষণে মূরলী রক্ষণে হইব যতনবতী॥
বঁধু অলক্ষিতে তব কক্ষ হতে সহসা মুরলী লই।
অতি সঙ্গোপনে নিরাপদ স্থানে রাখিব তা রসময়ি॥
তখন পুষ্পেষু রণাঙ্গ বিশেষ আরম্ভিলে নাগরেশ!

না রবে সুখের শেষ ॥
রূপ তব উথলি উঠিব
আঁখিভরি নিরখিয়া।
বিচিত্র ভাব পূর্ণ মূর্ত্তি তব
স্তিমিত হবে এ হিয়া ॥ ৬৯ ॥
ময় মিশ্রিত পরানন্দ রসে

আগমন করিবে যখন।
খন ব্রাহ্মণ বেশ ধরি ধৃষ্ট নাগরেশ
ভক্তিভরে বার বার
প্রণমি চরণে তাঁর
জটিলা করিবে নিবেদন ॥
পুজিবারে দিবাকর
শুন শুন বিপ্রবর !
মম বধূ ইচ্ছা করে অতি।
এ'র ইচ্ছা পূর তুমি
এ বিজন বন ভূমি
অনুগ্রহ করি এ'র প্রতি ॥
জটিলা শঠেশ করে
এত কহি ভক্তিভরে
তোমা যবে অর্পন করিবে।
তব শ্বশ্রূ অগোচরে
তখন ও আস্য পরে
হাস্য আসি মধুর নাচিবে ॥
আসি অই চন্দ্রাননে
সে কালে যে ভাবগণে
ও মূরতি করিবে রসাল।
হে চির স্বামনি দেবি !
সে ভাবজ মুখছবি
একান্ত ভজিব চিরকাল ॥ ৭০ ॥

---

* অথ শ্রীঅপরাহ্নলীলা *
শ্রীশ্রীগোরাশশী পক্ষে।

অপরাহ্নে ভক্তসনে সেই উপবনে।
বিথার ত্রিলোক সুখ হরি সঙ্কীর্ত্তনে ॥

ধরণী শ্রবণে পশি সে কীর্ত্তন ধ্বনি।
ঘুচায় মায়ার ফাঁশ প্রেম রত্নখনি॥
কীর্ত্তন অমৃত ধুনী মাঝে আসি বান।
ত্রিতাপ অনল কুণ্ড কর হে নির্ব্বাণ॥
সে কীর্ত্তন তরঙ্গিণী হই উছলিত।
মানব হৃদয়-মরু করহে প্লাবিত॥
এ-রূপে উষর ভূমি হই মহোর্ব্বর।
ভকতি বপন-যোগ্য হয় হে সুন্দর॥
ভক্তি লতাবীজ উপ্ত হৃদি ক্ষেত্রে হলে।
স্বসুখ বাসনাচয় ভুলে জীবদলে॥
করুণা মূলক ইচ্ছা সলিল সেচনে।
সেই বীজ অঙ্কুরিত করহ যতনে॥
ক্রমে ক্রমে ভক্তিলতা শাখা প্রশাখায়।
নিরাপদে ক্ষেত্র মাঝে কিবা বাড়ি যায়॥
সাধনা পাইট আর তব ইচ্ছানীরে।
দেখিতে দেখিতে লতা উঠে উর্দ্ধ শিরে॥
সাধুসঙ্গ তরুবরে করি সমাশ্রয়।
সতেজে ভকতি লতা সতত উঠয়॥
উঠিতে উঠিতে লতা কত পথ যায়।
প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড ছাড়ি শ্রীবৈকুণ্ঠ পায়॥
তবে সেই ভক্তিলতা শ্রীবৈকুণ্ঠ পাসরি।
দ্বারিকা মথুরা পায় হয় গৌরহরি॥
হেন মতে সর্ব্বধাম সুখে হই পার।
নবদ্বীপ ব্রজে লভে চরণ তোমার॥
তব পদাশ্রয়ে লতা অচিরে কেমন।
নিতি নব ফুল ফল প্রসবে মোহন॥
প্রেম নামে সেই ফল পাকে কিছু পরে।

খলিত পতিত হয় ক্ষেত্রস্বামী করে॥
সুধাস্বাদ বিনিন্দন সে ফল মোহন।
সানন্দে উদর পুরি খায় সে তখন॥
এক ফল খাই তার পরাণ শীতল।
বিষয় গরল জ্বালা পালায় সকল॥
চতুর্ব্বর্গ ফলে তার অরুচি জন্মায়।
স্বসুখ বাসনা দীপ সমূলে নিবায়॥
তব সেবা অভিলাষ বিনা কিছু আর।
না থাকে সে ফল ভোগী অন্তর মাঝার॥
হেন মতে সর্ব্বোপাধি পাসরী মানব।
তোমার একান্ত দাস হয় প্রেমার্ণব॥
এমতে প্রকৃত সুখ ত্রিলোকে বিথারি।
সভক্ত স্বগৃহে যাহ নদীয়া বিহারী॥
জগত জননী শচী তোমা অদর্শনে।
মণিহারা ফণিনীর মত ক্ষণে ক্ষণে॥
আপন ভগিনী আদি আত্মজনে কয়।
ক্ষণেক নিমাঞি মোর ঘরে নাহি রয়॥
নিশিদিশি বাছা মোর বুলে ঘরে ঘরে।
অনাহারে ভক্তসনে পর্য্যটন করে॥
সময়ে নাহিক স্নান নাহিক ভোজন।
কেবল কীর্ত্তন মত্ত লই ভক্তগণ॥
দিনে দিনে বাছা হয় দুর্ব্বল শরীর।
ইথে কি জননী মন রহে কভু স্থির॥
সতত আপন মনে কত কথা কয়।
বিরলে লোচন জলে সতত ভাসয়॥
হেন মত কহি কত কাতর অন্তরে।
ঘর বার কত মাতা করে তোমা তরে॥

যখন জননী মন অতি উচাটন।
তখনি তাঁহারে দূরে দেহ দরশন॥
দূরে তোমা হেরি মাতা পরানন্দ ভরে।
তোমার অপেক্ষা করে আগ্রহ অন্তরে॥
ক্রমে যবে কাছে তুমি এস দয়াময়।
আর ত ধৈরয মাতা ধরিতে নারয়॥
আশু আসি তুয়া আগে তোমা কোলে করি।
শিরঘ্রাণ লই চুম্ব দেন মুখপরি॥
সজল লোচনে কোলে করি হে তোমায়।
গৃহ অভ্যন্তরে মাতা ধীরে ধীরে যায়॥
নদীয়া নিবাসী চক্ষু চকোর যুগল।
তব মুখ চন্দ্র হেরি হয় সুশীতল॥
পুরোজন আদি যত নবদ্বীপ বাসী।
অপরাহ্নে হেরি তোমা পরম উল্লাসী॥
পরম আনন্দ নীরে মগন সবাই।
তোমাতে বিভোর চিত বাহ্য কার নাই॥
তব মুখ দরশনে নদীয়ার লোক।
একে বারে ভুলি যায় পূর্ব্ব দুঃখ শোক॥
তোমারে হেরিতে লোক কাতারে কাতারে।
এক আসে আর যায় নিমিখ মাঝারে॥
সবাই নিরখি তোমা পরানন্দ ভরে।
তোমার অশেষ গুণ কহে পরস্পরে॥
বিনায়ে বিনায়ে করি তুয়া গুণগান।
সবার সাত্ত্বিক ভাব হয় মূর্ত্তিমান॥
অশ্রুকম্প-স্বেদ আদি পুলক সকল।
সবার শরীর পরে করে ঝলমল॥
তোমা হেরি যেই দিকে ফিরায় নয়ন।

সুখপূর্ণ সেই দিক দেখে সর্বজন॥
সবাই বিমল মন হয় সেই কালে।
জলাঞ্জলি দেয় সবে বিষয় জঞ্জালে॥
হেন মতে সুখরত্ন লভি জনে জনে।
সারি সারি যায় সবে আপন ভবনে॥
হায়! কবে হেন দিন হইবে আমার।
অপরাহ্ন সেবা আমি পাইব তোমার॥
তব সঙ্গ তব সেবা পাইবার তরে।
অপরাহ্ন লীলা তব চিন্তি ভক্তি ভরে॥ ৮॥

শ্রীশ্রীরাধামাধব পক্ষে।

শ্বাশুড়ী আদেশ বলে পাসরি সে কেলি স্থলে
যবে তুমি যাবে স্বভবনে।
প্রাণ কান্ত দরশনে সচঞ্চল আঁখিগণে
ফিরিবে পশ্চাতে ক্ষণে ক্ষণে॥
চিন্তায় আকুল মন বঁধু মুখ দরশন
আবার ঘটিবে কতক্ষণে।
এ ভাবে চরণ দ্বয় যায় যায় নাহি যায়
পাছে ফিরি দেখয়ে নয়নে॥
হেন মতে বারে বারে ফাঁকি দিয়া সবাকারে
নানা ছলে পাছে ফির রাই।
তব ভাব দেখি সতি তব পাছে দূরে অতি
যাইব কতই সুখ পাই॥
বঁধু মুখ কান্তি সুধা যত খায় তত ক্ষুধা
বাড়ি যাবে নেত্রের তোমার।
সে তুঁহার অনুরোধে হারা হই নিজ বোধে
বাহ্য তব নাহি রবে আর॥

চরণ মন্থর গতি
নাগরে বিভোর মতি
হেন দশা নেহারি তোমার।
আশু আমি তব কাছে
ধীরে ধীরে যাব পাছে
আনন্দের নাহি পাই পার॥
কিছু ক্ষণে বাহ্য পাই
আমা তুমি হেরি রাই
থতমত খাই গো লজ্জায়।
কি বলিতে কি বলিবে
ভাব ঢাকি সুধাইবে
কিঙ্করি রে! আছিস হেথায়॥ ৭১॥

অপরাহ্ন আগমনে
আসি নিজ নিকেতনে
ক্ষণেক ধরিতে নারে থেহা।
বঁধুক বিরহা গুন
ক্ষণে বাড়ি শত গুণ
দহিবে বিষম তব দেহা॥
তোমারে যতনে ধরি
শোয়াইব হে সুন্দরি!
নবীন কুসুম শেষ পর।
ক্ষণেকে বিস্ময় ভরে
হেরিব মুর্ম্মর করে
সে শয়ন কুসুম নিকর॥
তবে আমি আশু গতি
লইয়া মৃণাল ততি
বিরচিব কোমল শয়ন।
তোমারে শোয়াই তায়
মাখাইব তপ্তগায়
কর্পূর চন্দন বিলেপন॥ ৭২॥

তখন চন্দন কলা—ব্রজেশ্বরী দাসী।
যশোদা সন্দেশ আনি দিবে হাসি হাসি॥

দাসী মুখে করি রাণী-আদেশ শ্রবণ।
সে বিরহ তাপ ক্রমে হবে নির্ব্বাপণ॥
নাথের কারণ যত সায়াহ্ন অশন।
প্রস্তুত করিতে তুমি সমুৎসুক মন॥
নবীন কর্পূর কেলি বটকাদি যত।
পরাণ বঁধুর যাহা প্রিয় অবিরত॥
সে সব প্রস্তুত তরে সখির সহিত।
উদ্যোগ করিবে হই উৎসাহে পূরিত॥ ৭৩॥

তোমার ইঙ্গিত পাই যতনে তখন।
ত্বরায় রন্ধন চুল্লি করিব লেপন॥
আকায় আগুন দিয়া প্রোজ্জ্বল করিব।
নির্ম্মল কটাহ এক তাহে চড়াইব॥
সলিল গোধূম চুর্ণ ঘৃত খণ্ড সার।
মরিচ কদলী সীরি চন্দ্রাদি সম্ভার॥
হেন দ্রব্য একে একে রন্ধন শালায়।
লইয়া রাখিব আমি সানন্দ হিয়ায়॥ ৭৪

বলহ স্বামিনি! একি দেখি তব রীত।
ভাবিতা দেখিতে পাই সব বিপরীত॥
অপূর্ব স্বভাব-তুমি ধর রসবতী!
বঁধু না বুঝেন তব প্রেমার শকতি॥
মলয়জ ঘসি ঘসি লই তাহা করে।
ঘন ঘন মাখাইনু ও শরীর পরে॥

কিন্তু তাহে অনুতাপ কিছু না কমিল।
উত্তর উত্তর তাপ কেবলি বাড়িল॥
এ দিকে অমৃত কেলি বটক কারণ।
যে ক্ষণে অনল তাপে করিলে গমন॥
সে ক্ষণে ও তনুতাপ হইল নির্বাণ।
নিমিখ ভিতরে হলে পূরব সমান॥
এ গূঢ় ভাবের তব বলিহারি যাই।
বুদ্ধির বাজারে ইহা দেখিতে না পাই॥
কৃষ্ণ সুখ পুষ্টি প্রতি দৃষ্টি সদা তব।
তাঁর সুখ বৃদ্ধি লাগি কার্য্য কর সব॥
গোবিন্দ বিরহে তব যাতনা অশেষ।
যে কেবব বঁধু দুঃখে বুঝেছি বিশেষ॥
তোমা অদর্শনে তেহ দুঃখ পান অতি।
ইহা ভাবি সকাতর হও তুমি সতি।
কিন্তু নানা দ্রব্য যবে কর তাঁর তরে।
তখম এ ভাব উঠে তোমার অন্তরে॥
যখন বুঝিবে বঁধু তাঁর ভক্ষ্য তরে।
এতক্ষণ যাই নাই তাঁহার গোচরে॥
তখন দেখিবে তেঁহ আমারি কারণ।
এতক্ষণ প্রিয়া মম হয় অদর্শন॥
ইহা ভাবি উপজিবে সুখ তাঁর মনে।
ইহা ভাবি সুস্থ তুমি হয়েছ এক্ষণে॥
কিম্বা বিষে বিষ ক্ষয় বুঝিবা কারণ।
ইহার সাদৃশ্য আর না করি দর্শন॥ ৭৫

হাম্বারবে গাভীকুল গোষ্ঠমুখে ধায় ॥
খূরধূর উঠি কিবা দশদিক ছায় ।
হেন বার্ত্তা-মধু আনি চঞ্চল চরণে ॥
তোমারে করাব পান অয়ি চন্দ্রাননে !
সেই মধু পানে তুমি আনন্দে মাতিবে ।
গৃহের যতেক কর্ম্ম সব পাসরিবে ॥
তখন সগণ তোমা হরষিত মনে ।
অভিসার করাইব শ্যাম দরশনে ॥ ৭৬

কেশব - গমণ - পথ নিকটে তখন ।
যতনে করিব আমি তোমা আনয়ন ॥
উ৲ত বিরহানল তোমার তখন ।
সমূলে নিশ্চয় সতি ! হবে নির্ব্বাপন ॥
ক্রমে ক্রমে বঁধু-যত নিকটে আসিবে ।
লতা অন্তরালে তুমি তত লুকাইবে ॥
তুমি যথা বিরাজিতা আছহ গোপনে ।
তথায় আসিবে কৃষ্ণ সখাদল সনে ॥
তোমার অঞ্চল ধরি করি আকর্ষণ ।
বঁধু আগে আনিবারে করিব সতন ॥
আমার সে আচরণে তুমি গো তখন ।
আমা প্রতি হবে সতি ! রুষ্ট বিলক্ষণ ॥
আমা প্রতি হবে তুমি কোপবতী যত ।
কোপের কারণ হব পুনঃ পুনঃ তত ॥ ৭৭

মাধব - অপাঙ্গ ভৃঙ্গ মধু অভিলাষী।
তব মুখাম্বুজে বসে ঘন ঘন আসি॥
তোমার লোচন রূপ তিষিত চকোর।
গোবিন্দ মুখেন্দুস্মিত সুধা পানে ভোর॥
হেন মতে তোহুঁহারে করি সম্মিলিত।
করিব দুঁহার দেহে প্রাণ সঞ্চারিত॥
দুঁহার মাধুর্য্য রসে দুঁহারে মজাব।
দুঁহার সে ভাব হেরি নয়ন জুড়াব॥ ৭৮

তো দুঁহার বিরবতা অপরূপ অতি।
সখী সহ আঁখি ভরি নিরখিব সতি॥
ললিতা আদেশ আমি পাই গো তখন।
অচিরে করিব তোমা গৃহে আনয়ন॥
তবে সে কর্পূর কেলি সে অমৃত কেলি।
মহিষীরে দিতে যাব সখী সহ মেলি॥ ৭৯

---

* অথ শ্রীসায়াহ্ন লীলা *

শ্রীশ্রীগোরাশশী পক্ষে।

সায়াহ্নে সগণে তুমি ভাগীরথী জলে।
করহ সিনান কেলি কত কুতুহলে॥
পূর্ব্বমত জল কেলি করহ সকলে।
নাথ্যক শিশিরে শীতে বহু ক্ষণ জলে॥
স্নানান্তে কৌষিক বাস করি পরিধান।
বিধিমত গঙ্গাপূজা কর সমাধান॥

দীপাবলী পুষ্পমালা পূজোপকরণ।
একে একে তব করে যোগাব তখন॥
সেই সব দ্রব্যে তুমি জাহ্নবী পূজিবে।
জাহ্নবী মহিমাত্মক স্তবাদি পড়িবে॥
তব পাদপদ্ম তব গঙ্গা ভাগ্যবতী।
কলুষ নাশিনী তেঁহ দীন হীন গতি॥
দর্শনে স্পর্শনে জীব হয় পূত কায়।
তাঁরে পূজি গঙ্গা ভক্তি শিখাও ধরায়॥
ভক্তগণ নিজ নিজ কৃত্য সমাপিবে।
তখন স্ববাসে প্রভো! সদলে চলিবে॥
গঙ্গা হতে গৃহ-পথে চলহ যখন।
কোটী কোটী লোক তোমা নিরখে তখন॥
কেহ পথে কেহ ছাদে কেহ বাতায়নে।
কেহ বা প্রাচীরে কেহ বৃক্ষ আরোহণে॥
যার যে সুবিধা মত লোক নানা স্থানে।
তব মুখ শশী হেরি জুড়ায় পরাণে॥
কৃপা দৃষ্টি নিক্ষেপণ করি সবা প্রতি।
নাম উপদেশে হর সবার দুর্গতি॥
ঘন ঘন জনগণ মহা উচ্চ স্বনে।
হরি হরি ধ্বনি করে হরষিত মনে॥
সে ধ্বনি বৈকুণ্ঠ ভেদি বৃন্দাবনে যায়।
যাইতে যাইতে শিব সর্ব্বত্র বিলায়॥
সর্ব্ব লোক অঙ্গে শোভে পুলক লক্ষণ।
নেত্রনীরে কর্দ্দমিত পথ সেই ক্ষণ॥
সুর নর মিলি করে হরি হরি নাদ।
সমূলে সবার ঘুচে বিষম উন্মাদ॥
অরিভাব পরিহরি সর্ব্ব জনগণ।

পরস্পরে সুখে করে প্রেম আলিঙ্গন ॥
নিজ নিজ অর্থ সবে করি পরিহার।
বিমল আনন্দ নীরে দেয় হে সাঁতার ॥
চারিদিকে অবিরত হরি হরি নাম।
প্রেমের বন্যায় ভাসে নবদ্বীপ ধাম ॥
অনাদি কালের যত কর্ম্মফল হ'তে।
এবে সবে মুক্ত হই সুখী সর্ব্ব মতে ॥
এরূপে নিখিল জীবে কৃতার্থ করিয়া।
সগণে স্ববাসে এস বিশ্ব বিনোদিয়া ॥
প্রক্ষালি বিমল জলে ও পদ কমল।
মুছাব চিকণ বাসে চরণ যুগল ॥
তবে তুমি বিষ্ণু গৃহে পশি হৃষ্টমনে।
বিষ্ণুর আরতি আদি করহ যতনে ॥
ফুল মাল দীপ আদি নানা উপচারে।
পূজা অন্তে শান্তি - নীর দেহ সবাকারে ॥
অন্তরঙ্গ সঙ্গী সঙ্গে অন্তঃপুরে পশি।
ভোজন বিলাস রত হও গোরা শশি ॥
শ্রীঅদ্বৈত নিত্যানন্দ শ্রীবাস পণ্ডিত ॥
গদাধর আদি যত পার্ষদ সহিত।
ভোজনে বসত তুমি সুখদ আসনে ॥
যার যথা স্থান তথা বসে ভক্তগণে।
তোমারে ভুজাতে মাতা তব ভক্ত সনে ॥
আপনা পাসরী পান কত সুখ মনে।
নিজ সহোদরা আর মালিনীরে লই ॥
কত কি রাধেন মাতা আনন্দিত হই।
যেই দ্রব্য রুচি তব জানেন জননী ॥
রুচিসহ পুর্ব্বদিন খাও যা আপনি।
সে সব সামগ্রী কিবা পরম যতনে ॥

রাঁধেন বাঁধেন - মাতা তোমার কারণে ॥
চর্ব্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয় এ চারি প্রকার ।
কতই রাঁধেন মাতা সীমা নাহি তার ॥
যার নাম নাহি জানে নিখিল ভুবন ।
সে সব ওদন মাতা করেন রন্ধন ॥
নানা জাতি ফল মূল পানক মধুর ।
শাল্যন্ন ঘৃতান্ন কত ব্যঞ্জন প্রচুর ॥
মুদগ আদি ডাল কত ভাজা নানা জাতি ।
পিষ্টক লাড্ডুক রুটি—সুধাকর ভাতি ॥
ঘৃত দুগ্ধ নবনীত দধি ক্ষীর সর ।
মধুর মধুরতর অম্ল বহুতর ॥
অপূর্ব পায়স অম্ল মিষ্টান্ন প্রচুর ।
থই চিড়াদির কত বিকার মধুর ॥
অনন্ত প্রকার ভেদে এ হেন অশন ।
তব তরে নিতি মাতা করে আয়োজন ॥
স্বর্ণ-থাল স্বর্ণ-বাটী আদি পত্রে ভরি ।
সানন্দ হিয়ায় সর্ব্ব দ্রব্য উপস্করি ॥
তোমা সবে জনে জনে পরিবেশি তবে ।
ভূবন—জননী মগ্ন আনন্দ—অর্ণবে ॥
বিমল জাহ্নবী-জল হেম-ঘটিকায় ।
জনে জনে দেন মাতা সানন্দ হিয়ায় ॥
কত হাস পরিহাসে পারিষদ সনে ।
ভোজন বিলাস রত হও সেই ক্ষণে ॥
সবার ভোজন পাত্রে জননী নয়ন ।
নিমিখে সহস্র বার করিছে ভ্রমন ॥
রুচি সহ ভখি যাহা শেষ যেহ করে ।
সে দ্রব্য অমনি মাতা দেন পাত্র ভরে ॥

কতই মাথার কিরা দিই বার বার।
সব দ্রব্য বহু তোমা করান আহার॥
জননী সন্তোষ তরে অনুরোধে তাঁর।
হাসি হাসি কর তুমি কতই আহার॥
কত রঙ্গভঙ্গে সবে করেন ভোজন।
তা হেরি আনন্দ নীরে মগ্ন পুরোজন॥
বিশেষ অদ্বৈত সনে নিত্যানন্দ রায়।
কথা কাটাকাটি করি কলহ বাধায়॥
অদ্বৈত জানেন সব নিত্যানন্দ তত্ত্ব।
নিন্দাছলে ব্যক্ত করে তাঁহার মহত্ত্ব॥
অয় অয় কহি মাত্র অদ্বৈত বচনে।
সুখের ভোজন লীলা শেষ জানি মনে॥
এক মুষ্টি অন্ন লই নিতাই সুন্দর।
নিক্ষেপণ অদ্বৈতের শ্রীঅঙ্গ উপর॥
নিতাই অধরামৃত পরশন পাই।
অদ্বৈত আনন্দে ভোর বাহ্যজ্ঞান নাই॥
মাতালে মাতালো বিশ্ব নাশি শ্রুতিধর্ম্ম।
পাগলে পাগল করি লোপ করে কর্ম্ম॥
নাচিতে নাচিতে হেণ কহি হুঙ্কারিয়া।
দিগম্বর হন শান্তিপুর—পুরন্দিয়া॥
এরূপ ভোজন লীলা করি সমাপণ!
আমার আনীত নীরে কর আচমন॥
সুপক্ক তাম্বুল বীটি আনি শীঘ্র করি।
সাদরে তোমার করে দিব গৌরহরি॥
কোমল আসনে বসি ভক্তগণ সনে।
তাম্বুল ভোজন কর হরষিত মনে॥
কতক্ষণ তথা বসি করহ বিশ্রাম।

তখন প্রসাদ সবে পায় প্রেম ধাম ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী আর পুরাঙ্গনা গণে ।
ভোজন করান মাতা আনন্দিত মনে ॥
সবার ভোজন শেষে প্রসাদ পাইব ।
সে কালের গৃহ কর্ম্ম সানন্দে সাধিব ॥
হেন দিন কবে হবে নদীয়া-ঈশ্বর ।
তোমার সেবায় রত রব নিরন্তর ॥
তব সঙ্গ তব খেবা পাইবার তরে ।
তোমার সায়াহ্ন লীলা চিন্তি প্রেম ভরে ॥ ৭

শ্রীরাধামাধব পক্ষে !

মহিষী-সদনে আসি তাঁরে প্রণমিব ।
তাঁর প্রশ্নোত্তরে তব কুশল কহিব ॥
তবে তাঁরে বটকাদি ওদন সকলে ।
একে একে দেখাইব মহা কুতূহলে ॥
সে সব দেখাই রাণী নিজ সখী জনে ।
কীর্ত্তন করিবে সুখে তব গুণগনে ॥
অদ্ভুত সদ্ গুণগাথা শুনি রাণী মুখে ।
সখী সহ গলি যাব পরানন্দ সুখে ॥ ৮০

তখন তনয়ে রাণী হেরি সমাগত ।
সম্ভ্রম-তরঙ্গ মগ্ন হইবেন কত ॥
অশ্রু-স্তন্যে অভিষিক্ত করি সুতদেহ ।
মস্তক আঘ্রাণ করে করি কত স্নেহ ॥

অঙ্গরাগ আদি স্নান বশোপ করণ।
প্রস্তুত করিতে আজ্ঞা দিবেন তখন॥
রাজ্ঞীর কিঙ্করীগণ আর মুই ছার।
পাব সে শিঙ্গার দ্রব্য প্রস্তুতের ভার॥
সে ভার পাইয়া আমি পুলকিত মনে।
মনে মনে রাণী স্তব করিব সেক্ষণে॥ ৮১॥

সখাসহ রসময় সমাপি সিনান।
বিচিত্র মোহন বেশে হন শোভমান॥
অঙ্গরাগ অঙ্গপরে কিবা শোভা পায়।
বসন ভূষণে শোভা কতই বাড়ায়॥
তখন জননী-স্নেহে বশীভূত হই।
বহু পান ভোজনাদি করে সখা লই॥
অলক্ষিতে লই বঁধু ভুক্ত অবশেষ।
তোমা আনি দিয়া সুখ মানিব বিশেষ॥ ৮২॥

নাগর - বিরহজ্বরে তব তনু মন।
বিষম উত্তপ্ত দেবি! আছিল তখন॥
ঔষধ স্বরূপ সেই অধর অমৃত।
সমূলে করিব সেই ব্যাধি দূরীকৃত॥
প্রাণেশের স্নান কেলি মনোজ্ঞ শিঙ্গার।
সখাসনে ভোজনাদি বিলাস তাঁহার॥
এই সব রস লীলা তোমার গোচরে।
একে একে কব আমি সরস অন্তরে॥

হেন মতে তব নেত্র রসনা শ্রবণে।
ঢালি দিব সুধামৃত অয়ি চন্দ্রাননে॥
সে সুধা প্রবেশি দেবি! তব হৃদি ঘরে।
শীতল করিবে তোমা নিমিখ ভিতরে॥ ৮৩॥

নিদাঘে সন্ধ্যার আগে কোন কোন দিন।
পাবন তড়াগ স্নানে যান প্রেমাধীন॥
তুমিও গো কোন ছলে লই আগণে।
তথা আসি মিল সুখে বঁধুয়ার সনে॥
তুমি রহ এক তীর্থ নাথ তীর্থান্তরে।
পরস্পর মুখ হেরি সুখ নাহি ধরে॥
তব কেলে সোনা তথা সখা সহ মেলি।
অনন্ত ভঙ্গীমা করি করে জলকেলি॥
কে কত সলিলে ডুবি থাকিতে পারয়।
হেন কেলি সখা মেলি কানু আরম্ভয়॥
হেন ছলে ডুবি জলে আসে তব ঠাঁই।
যখন মগন নীরে হও তুমি রাই॥
নীর মাঝে করি তোমা প্রেম আলিঙ্গন।
যথা ডুবে তথা যাই উঠেন মোহন॥ ৮৪॥

হেন রসকেলি করে সে বিনোদ রায়।
নিকটেও থাকি কেহ দেখিতে না পায়॥
শ্বাশুড়ী ননদী আদি তব আত্মজন।
বঁধুক বয়স্ত আর অগ্রজ রতন॥

কেহই সে গূঢ় কেলি লখিতে নারয় ।
যদিও সকলে অতি নিকটে থাকয় ॥
কিন্তু তব কৃপাবলে আমি গো তখন ।
সে চাতুরী জানি হব হরষিত মন ॥
সখী সহ তোমা তবে আনি তব ঘরে ।
নাথের চাতুর্য্য কব ললিতা গোচরে ॥ ৮৫ ॥

উত্তুঙ্গ বলভী শোভে উদ্যান ভিতর ।
আরোহন করাইব তোমা তার ভিতর ॥
তার বাতায়নে নেত্র করাই অর্পণ ।
দেখাব বঁধুর দিবা সুরভী দোহন ॥
কি মধুর ছাঁদে বঁধু সে লীলা আচরে ।
একে একে দেখাইব তোমা প্রেম ভরে ॥
আনন্দ সাগরে তুঙ্গ উচ্ছাস তরঙ্গে ।
তোমা নিমজ্জিত দেবি ! করিব সরঙ্গে ॥ ৮৬ ॥

---

* অথ শ্রীপ্রদোষ লীলা *

শ্রীশ্রীগৌরাশশী পক্ষে ।

প্রদোষ সময় আসি সমাগত হলে ।
শ্রীবাস নিবাসে প্রভো ! যাহ কুতূহলে ॥
শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্র আদি সর্ব্ব ভক্তগণ ।
তোমার সহিত যাই আনন্দিত মন ॥
বিমল অলোক ধরি সবাকার আগে ।
পথ দেখাইয়া আমি যাব সানুরাগে ॥

হরিকথা রসামৃতে ডুবাইয়া চিত।
শ্রীবাস মন্দিরে তুমি! হও উপনীত॥
সগোষ্ঠী পণ্ডিত করি সাদরে সম্মান।
তব পদ প্রক্ষালণে হন যত্নবান॥
তব সে চরণামৃত স্বজন সহিত।
ভক্তিভরে পান করে শ্রীবাস পণ্ডিত॥
বিশাল অঙ্গন মাঝে সুখদ - আসনে।
তোমারে বসান তেঁহ ভক্তগণ সনে॥
বৈঠল ভকত মাঝে উজলি অঙ্গন।
তারকা বেষ্টিত পূর্ণ সুধাংশু মতন॥
তোমারে আদেশে বন্ধ সদর দ্বার।
তব গণ ভিন্ন তথা পশে সাধ্য কার॥
শ্রীঅদ্বৈত্য নিত্যানন্দ শ্রীবাস পণ্ডিত॥
গদাধর আদি নিজ ভকত সহিত॥
কৃষ্ণ কথা সুধাপানে মত্ত হই সবে।
নিমগন হও প্রভো! প্রেমের সাগরে?
রাধা কৃষ্ণ লীলাগুণ নামের মহিমা॥
কহিতে কহিতে আর নাহি পাও সীমা॥
সবার শ্রীঅঙ্গে সবে পুলক লক্ষণ।
নিজ নিজ প্রেম চেষ্টা প্রকাশ কেমন॥
আপনি আপন ভাব উঘাড় যতনে।
পরানন্দ সিন্ধু মাঝে মগ্ন ভক্তগণে॥
বাহ্যজ্ঞান শূন্য সবে প্রেমার বিভোর।
তব তত্ত্ব বুঝি নাহি ভক্ত সুখ ওর॥
কতই শিখাও নিজ পরিষদ গণে।
শ্রীরাধাগোবিন্দ তত্ত্ব কহ প্রীত মনে॥
হরের্নাম শ্লোক অর্থ কর কত মত।

শুনি সবিস্ময়ে সুখী তব ভক্ত যত ॥
রাধাশ্যাম লীলা কথা সুধা আস্বাদনে।
কতক্ষণ থাক ভোর ভক্তগণ সনে ॥
তবে উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভন তরে।
উদ্যোগ করিতে ভক্তে কহ প্রেম ভরে ॥
হায়! আমি কবে তব ভক্তে আজ্ঞা পাই।
যন্ত্রাদি আনিব সেই সঙ্কীর্ত্তন ঠাঁই ॥
তোমার মোহন বেশ দিব বানাইয়া।
চন্দন তিলক আদি দিব পরাইয়া ॥
মনোজ্ঞ মালতি মালা দোলাব গলায়।
চাঁচর চিকুরে ঝুঁটী রচিব মাথায় ॥
পরাব ত্রিকচ্ছ ছাঁদে চারু পট্টাম্বর।
কটি বেড়ি উত্তরীয় বাঁধিব সুন্দর ॥
সুবর্ণ অঙ্গদ বালা বাহু যুগে দিব।
কাঞ্চন কুণ্ডল শ্রুতিমূলে দোলাইব ॥
মুকুতা মতির মালা কণ্ঠে পরাইব।
মুকুতা বেসর চারু নাসা অগ্রে দিব ॥
রতন মঞ্জরী দিব চরণ কমলে।
দোলাব কাঞ্চন কাঞ্চি নিতম্বের তলে ॥
হীরক কর্ণিকা যুত কনকের ফুল।
রতন খচিত দল—সৌন্দর্য্যে অতুল ॥
হেন ফুল ঝুঁটী আগে বসাইয়া দিব।
হেন মত ইচ্ছাভরি তোমা সাজাইব ॥
যার যে বসনা মত সাজি ভক্তগণ।
সঙ্কীর্ত্তন প্রতীক্ষায় রহেন তখন ॥
কীর্ত্তন প্রাঙ্গণ শোভা বর্ণন না যায়।
না মিলে উপমা তার নিখিল ধরায় ॥

চারি ভিতে সারি সারি হেম দীপ জ্বলে।
তিমির তিষ্ঠিতে নারে সে কীর্ত্তন স্থল॥
প্রাঙ্গণ পূরবে শোভে তুলসী কানন।
অনুচ্চ প্রাচীর তিন দিক সুবেষ্টন॥
মণি বিরচিত সেই অঙ্গনের তল।
উর্দ্ধ দেশে চন্দ্রাতপ করে ঝলমল॥
অঙ্গন পশ্চিম শোভে কুসুম কানন।
যথায় প্রসিদ্ধ কুন্দ—অনন্ত যৌবন॥
সুরতরু সম এই কুন্দ তরুবর।
নিতি নিতি ফুলকুল প্রসবে বিস্তার॥
প্রভাতে ভকত যত প্রেমানন্দ ভরে।
তুলিতে তুলিতে ফুল ইষ্টগোষ্ঠী করে॥
স্বপল্লীর সমাচার আদান প্রদানে।
ভক্তগণ পরস্পর কত সুখ মানে॥
কীর্ত্তন আরম্ভে তুলি যতেক আসন।
যথা স্থানে রাখি আমি দিব সেই ক্ষণ॥
কোন কোন ভাগ্যবান কীর্ত্তন সময়।
তব নৃত্য কালে কাছে মসাল ধরয়॥
মসাল তৈলাদি তারা করি আয়োজন।
কীর্ত্তনের অপেক্ষায় রহে সেই ক্ষণ॥
এরূপে প্রদোষ কালে ভক্তগন সনে।
কীর্ত্তন উদ্যোগে রহ শ্রীবাস প্রাঙ্গণে॥
হেন দিন কবে হবে এই সঙ্কীর্ত্তনে।
তোমারে সেবিব আমি কায়বাক্য মনে॥
তব অঙ্গ তব সেবা পাইবার তরে।
তোমার প্রদোষ লীলা চিন্তি প্রেম ভরে॥ ১০॥

শ্রীরাধামাধব পক্ষে।

সুরভী দোহন লীলা করি সমাপন।
মাতৃস্নেহ বসেন কৃষ্ণ করেন ভোজন॥
যখন ভোজন অন্তে জননী আজ্ঞায়।
শয়ন করিবে কানু সুখদ শয্যায়॥
তখন নিভৃতে অমি যাই তাঁর পাশ।
তব দশা সবিশেষ করিব প্রকাশ॥
বঁধুসনে সম্মিলনে যে উৎকণ্ঠা তব।
একে একে নাগরবেশে জানাইব সব॥
সঙ্কেত নিকুঞ্জ কোথা হল নিরূপিত।
নাথ মুখে শুনে হব পুলকিত চিত॥
চঞ্চল চরণে পুনঃ আসি তব ঠাঁই।
কহিব কি ব্যাকুলতা ধরেন কানাই॥
হেন মতে দুহু দশা কহি দোঁহাকারে।
সানন্দে সাঁতার দিব সুখের পাথরে॥ ৮৭

সিতাসিত পক্ষ - যোগ্য বসন ভূষণে।
তোমার বিচিত্র বেশ রচিব যতনে।
যামিনীর যথাকালে - কৌশলে আমার॥
সরস মানসে হবে তব অভিসার॥
সুরতরু কুঞ্জে তোমা লইয়া যাইব।
তথা কান্ত সনে তোমা সুখে মিলাইব॥
অনঙ্গ সিন্ধুর মাঝে দোঁহে নামাইয়া।
মধুর বিলাস রসে দিব মাতাইয়া॥
হেন মতে পরস্পরে করি সম্মেলন।

কোন ছলে যাব আমি বাহিরে তখন ॥ ৮৮ ॥

অথ শ্রীপ্রার্থনা।

শ্রীগোরাশশী পক্ষে।

এবার করুণা কর নদীয়া নাগর।
স্বদোষে পড়েছি আমি এ ভব সাগর ॥

এ সিন্ধুর নাহি পার তাহে মায়া অনিবার
পাতি রাখে প্রলোভন জাল।
গৃহ ছাড় পড়িতায় নিফলে জনম যায়
আসি যাই বৃথা চিরকাল ॥
স্বসুখ বাসনা নামে ভয়াল আবর্ত্তধামে
পড়ি আমি উঠিতে না পারি।
তাহে রিপু তিমিঙ্গিলে সুযোগ বুঝিয়া মিলে
মোরে গিলে বাসনা সবারি ॥
তাহাতে উঠিল মোর দুর্দ্দৈব ঝটিকা ঘোর
ভীম নাদে আস্ফালন করি।
ত্রিতাপ বাড়বগুণ বৃদ্ধি হই শতগুণ
মোরে দগ্ধ করে গৌরহরি!
বিপদ তরঙ্গ ঘোর চূর্ণ করে অস্থি মোর
আছাড়ি আছাড়ি মহাবলে।
শোকাদি অশনি ঘায় যায় যায় প্রাণ যায়
দেহ জলে সে ভীম অনলে ॥
অজ্ঞান আঁধার তায় বিথারি ভীষণ তায়
সে ভয়াল সিন্ধু মাঝে রয়।

চারি দিক হতে আসি মোরে বুঝি ফেলে গ্রাসি
কু প্রবৃত্তি হাঙ্গর নিচয়।
এরূপ অনাদি কাল বিষম যন্ত্রণা জাল
ভুজি আমি বিশ্ব বিনোদিয়া।
ভীম হতে ভীমতর দশা মোর নিরন্তর
নিজ দোষে গেলাম মজিয়া॥
দুর্দিন কাটিবে বলি কত দিকে কত চলি
সকলি বিফল কিন্তু মোর॥
এখন বুঝিনু সার উপায় নাহিক আর
বিনা ওই শ্রীচরণ তোর॥
তাই অই শ্রীচরণে সদা কায় বাক্য মনে
শরণ লইনু এই বার।
দয়ালে করুণা করি রাখ রাখ গৌরহরি
তোমা যেন নাহি ভুলি আর॥ ১

ধন্য ধন্য প্রভো! তব গোরা অবতার॥
কোন যুগে কোন ঠাঁই কভু দেখি শুনি নাই
হেস প্রেম নিধি দান আর॥
মহা পাপী দুরাচার নিন্দক পাষণ্ডী আর
বাঞ্চিত না হল কোন জন।
পাত্রাপাত্র না গণিলে কালাকাল না মানিলে
যারে তারে দিলে প্রেমধন॥
বিশেষ যে সব জন কুলিশ সদৃশ মন
সদা শুষ্ক জ্ঞান আলোচনে।
সে সবারে প্রেম দিয়া করিলে কোমল হিয়া
জ্ঞান অভিমান বিনাশনে॥

কি কব অধিক আর আমা সম দুরাচার
নাহি প্রভো ! নিখিল ভুবনে।
আমি অহঙ্কারী অতি বিষম কপট মতি
সর্ব্ব পাপে ধাই সর্ব্ব ক্ষণে ॥
পরশ্রী কাতর অতি রিপু বশীভূত মতি
সংসার সর্ব্বস্ব মায়া দাস।
মুই স্বার্থ পরারণ নিন্দা শুনি ক্ষুন্ন মন
যশঃ শুনি না ধরে উল্লাস ॥
মো সম অসার নাই সদা ভবে আসি যাই
নিজ কর্ম্ম দোষে গৌরহরি।
মায়া লাথি বার বার খাই অস্থি চর্ম্ম সার
এ দুর্গতি তোমারে পাসরি ॥
দারুণ দুষ্কৃতি ঘায় ক্ষত মোর সর্ব্ব কায়
রুধিরাক্ত কীটের দংশনে।
পচা গন্ধে মোর পাশে ভুক কেহ নাহি আসে
মোরে ঘৃণা করে সর্ব্ব জনে ॥
এ দয়াল পাপী জনে ঘৃণা নাহি করি মনে
দিলে তারে প্রেম আলিঙ্গন।
তোমার কৃপায় তার সর্ব ব্যাধি ছার খার
ধন্য তুমি নদীয়া জীবন ॥ ২

কত রূপে অবতার প্রভো ? হে তোমার।
সে সকল কহিবারে আপনি অনন্ত নারে
মুহি বল কোথাকার ছার ॥
যখনি এ ভবতল অধর্ম্মের বাড়ে বল
ধর্ম্ম হন মিয়মান অতি।

তখনি সবলে তুমি
এসহ এ ভব ভূমি
সকরুণ হই ধরা প্রতি ॥
এবার ভারত ঘরে
যেই অত্যাচার করে
সদলে অধর্ম্ম অধিরাজ।
তাহে হই জর জর
ম্রিয়মাণ নিরন্তর
নিবসিত ধরম সমাজ ॥
চয়ম সভ্যতা নামে
ছদ্ম বেশে বিশ্ব ধামে
ফিরে এক ভীম নিশাচর।
জড় বুদ্ধি স্বার্থপর
কপটী অধর্ম্ম চর
সংসার সর্ব্বস্ব ব্রতধর ॥
হেন নিশাচর সঙ্গে
অধর্ম্ম পরম রঙ্গে
মহা বলে ধর্ম্ম করি জয়।
দলে দলে জনগনে
কৃতান্তের নিকেতনে
পাঠাইয়া সরস হৃদয় ॥
জীব দশা দরশনে
পরম করুণ মনে
অবতীর্ণ ভুবনে আবার।
জীবের উদ্ধার তরে
কৃপায় অদ্বৈত ঘরে
হলে প্রভো। প্রকট এবার।
তুয়া শুভ আগমনে
দলে দলে জীবগণে
স্বধর্ম্মে ফিরিল ভক্তিভরে।
সে বিদেশী নিশাচরে
চিনি লোক অতঃপরে
না দেয় আসিতে আর ঘরে ॥
শ্রীগৌড় মণ্ডল ভূমি
আবার মাতাই তুমি
নিজ প্রেম সুধা আস্বাদনে।
নিজগণ সঙ্গে করি
এসেছ হে গৌরহরি!
নিজ প্রিয় ব্রজ নিকেতনে ॥

বসি এবে বৃন্দাবনে
দারা সুত আদি সনে
সুলভ করিলে ব্রজ বাস।
পূরবে আসিতে হ'ত
পাসরি স্বজন যত
ছিড়িলে এবে সে বিধি পাশ॥
এ ব্রজে এখন হতে
সজনে স্বইচ্ছা মতে
বসিতে পারিবে তব গণ।
ব্রজ বাস অধিকার
এ হতে সহজ আর
কি আছে হে নদীয়া-জীবন॥
ধন্য কৃপা পরচার
ধন্য তব অবতার
ধন্য তব প্রেম বিতরণ।
নব নব অধিকার
নব নব অবতার
নিরখি বিস্ময়ে মগ্ন মন॥
কিছু নাহি চাহিবার
কি চাবে দয়াল আর
নাচাইতে দিয়াছ সকল।
সদা যেন থাকে ভোর
সেহ গুহ গানে তোর
স্মরি তুয়া শ্রীপদ কমল॥ ৩॥

সুখের বাতাস কিবা বহিছে আবার।
এ সুযোগ পাবি আর
অরে মন! কুলাঙ্গার!
জড় সম রহ তুমি ছার॥
তুমি আমি অনিবার
শুন মন বলি সার
এ মায়ার দেশে আসি যাই।
ফিরি নিজ-কর্ম মতে
সে অনাদি কাল হতে
ভ্রমণ বিরতি নাই পাই॥
দুখ সুখ ভোগ করি
পাপ পূর্ণ্য পথ ধরি
নরক স্বরগ নিকেতনে॥

ভোগ কাল গত হলে
আবার অবনী তলে
আসি দোহে মায়ার শাসনে।
নানা যোনি পর্য্যটন
করি মোরা ছুই জন
কদর্য্য ভক্ষণ করি কত॥
ভূত প্রেত যক্ষ রক্ষ
ছুষ্কুলে জনম লক্ষ
মো ছুঁহার হয় অবিরত।
ইথে যে যাতনা মন!
জান তুমি বিলক্ষণ
কি দিব নূতন পরিচয়॥
এ ছুখে পাইতে পার
কহিব উপায় সার
শুন মন! হইয়া সদয়।
মোদের ছুর্দ্দশা চয়
হেরি গোরা দয়াময়
প্রকট অদ্বৈত নিকেতনে॥
তাঁর কৃপানিল তাই
ভব সিন্ধু মধ্যে ভাই!
অই দেখ বহিছে সঘনে।
সাধন তরণী পরি
শুদ্ধ ভক্তি কর্ণ-ধরি
এস যাই ভবসিন্ধু পার॥
বিশ্বাস মাস্তুল পরে
নিষ্ঠা পাল দৃঢ় করে
বাঁধি মন! কর তা বিথার।
যতেক ইন্দ্রিয় গণে
বশে আনি সযতনে
দেহ সবে দাঁড় টানিবারে॥
স্মরণ মনন আদি
নব জনে নিরবধি
রাখ নীর-পথ-দেখাবারে।
সাধু সঙ্গ দৃঢ় ছই
তাহ উপবিষ্ট হই
চল মন! তরী আরোহণে॥
অনায়াসে এইবার
ভব সিন্ধু হই পার
উঠিবে নদীয়া বৃন্দাবনে।

কদাচ ছাড়িতে নাই
এমন সুযোগ ভাই !
ছাড় তরী শ্রীহরি স্মরণে।
রহি এ দয়াল সাথ
আপনি ভুবন নাথ
রক্ষিবেন জীবনে মরণে ॥ ৪ ॥

বড়ই ভরসা মনে দিলে হে এবার।
পড়ি ক্লেশ নানা রূপে
ভীষণ নিরাশা কূপে
এত কাল ভুঞ্জিনু অপার ॥
দুখ মোর খণ্ডাইলে
কেশে ধরি উঠাইলে
ও চরণে দিলে আমা ঠাঁই।
এড়াইনু সর্ব্বমতে
যাতনার হাত হতে
এবে মোর সুখসীমা নাই ॥
পরানন্দ মূর্ত্তি দেখি
যে দিকে ফিরাই আঁখি
প্রেমময় সকল সংসার।
মোর কোন ভয় নাই
ও পদ আশ্রয় পাই
শমনে না ডরি এবে আর ॥
করিলাম সমর্পণ
ও পদে একান্ত মন
হইনু তোমার ক্রীত দাস।
যা করাবে তা করিব
যা বলাবে তা বলিব
বিসর্জ্জিনু সর্ব্ব অভিলাষ ॥
চির রহে প্রেমাধীন
যাহে এ সুখের দিন
তাহা তুমি কর কৃপা করি।
তুমি তাহা না রাখিলে
তুমি দশা ফিরাইলে
কে আর রাখিবে গৌরহরি ॥
তব পদাম্বুজ দ্বয়
এই কর কৃপাময় !
কদাচ না ভুলি যেন আর।

তব অনুদাস সঙ্গে
যেন হেন রসরঙ্গে
তুয়া গুণ গাই অনিবার ॥
মূষিক আছিনু মুই
কেশরী করিলি তুই
পুনঃ যেন মূষিক না হই ।
তোর বলে বল মোর
গর্ব্ব মোর গর্বে তোর
তোর কৃপা পানে চাহি রই ॥
তোরে ছাড়ি আন ঠাঁই
কভু যেন নাহি যাই
তুই মোর মুই তোর নাথ ।
মোরে ভাবি নিজ দাস
রাখ ও চরণ পাশ
এ দয়ালে কর আত্মসাথ ॥ ৫ ॥

শ্রীবৃন্দাবন সম্বন্ধে ।

শুন শুন হে তুলসী ! জাহ্নবী মতন
কৃপাবতী তুমি এ ভুবনে ।
ও পদ কমল করেছ ধারণ
মন শিরে সকরুণ মনে ॥
তোমার চরণ অম্বু অমৃতের কণ
ভাগ্যে আমি করিয়াছি পান ।
তার মহিমায় হেন মনোরথগণ
মনে মোর হতেছে উত্থান ॥ ৮৯

কোথা আমি শত শত শঠতা স্থচিত
কোথা এই সঙ্কল্প দুর্লভ ॥

তব সর্ব্বো পাধিহীন করুনা জনিত।
হেন আমা হয় তা সুলভ ॥

হে তুলসী! তব কৃপা অগতির গতি
ইহ মায়া রাজ্যের মাঝার।

তারিতে সংসার দাসে তা সমান সতি!
অকপট মিত্র নাহি আর ॥

সে অপরাধিনী জনে সে কৃপা তোমার
সেই পথ দেখান এবারে।

তাহা হতে শ্রেষ্ঠ কিম্বা তাহা সম আর
কোন পথ নাহি এ সংসারে ॥

শ্রীরাধা গোবিন্দ সেবা—সর্বসাধ্য সার
অমর বঞ্ছিত মহাধন!

গোরাশশী আজ্ঞা পাই তুলসী! এবার
যারে তারে কর বিতরণ ॥ ৯০

—

মঙ্গল দায়িনী তুমি হে রঙ্গ মঞ্জরি!
দেহি মোর প্রসাদ তোমার ॥

হে প্রেম মঞ্জরি সতি! চাহ কৃপা করি।
এ দুখিনী প্রতি এইবার ॥

শুন মোর নিবেদন বিলাস মঞ্জরি!
কৃপা করি দেহি ও চরণ।

সখিগণ সহ মোরে করুণা বিতরি।
দাস্য নিধি করহ অর্পণ ॥ ৯১

—

শুন সতি মঞ্জু লালি ! গোকুল নগরে
তোমা সম সৌভাগ্য কাহার ?
স্বনাথ পদাব্জসেবা তব অধিকারে
তুমি চির অধিষ্ঠাত্রী তার ॥
অতুল সম্পদ হেন ভুবন বাঞ্ছিত
আগমনি গম গুপ্তধন ।
করুণ - প্রসন্ন মনে না করি বঞ্চিত
দেহি মোরে সে সম্পদ কণ ॥
হে গুণ মঞ্জরি ! নমি পদাব্জে তোমার
মোর প্রতি হও গো সদয় ।
তুমি হে রসিকে রসমঞ্জরি ! এবার
কর আমা কৃপায় উদ্ধার । ৯২

অনুপম রাধা কৃষ্ণ প্রণয় সাগরে
তুমি ভানুমতি ! নিমগন ।
আমারে করুণা করি করহ এবারে
তোমার পদবী সমর্পণ ॥
প্রেমের প্রবাহে তুমি লবঙ্গ মঞ্জরি !
নিপতিত হও প্রতিক্ষণে ॥
আত্মীয়তা সুধামাখা দৃষ্টি দান করি ।
মোরে কর কৃতার্থ এক্ষণে ॥৯৩

হে রূপমঞ্জরি ! মুহি এ ব্রজ মণ্ডলে
চির তব চরণ আশ্রিত ।

রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জকেলি - কলারস বলে
তুয়া চিত্ত বৃত্তি বিচিত্রিত ॥
যেমতি তোমারি দত্ত দৃষ্টি লাভ করি
সে সকল্প করিলাম সতি !
সে সকল্প সিদ্ধি তরে তব করুণারি
আধিপত্য বহুক তেনতি ॥৯৪

হে দেব ! হে নন্দসুত ! তুমি অনুক্ষণ
রাধা অঙ্গ করি আলিঙ্গন।
তনু ধর্ম্ম তাঁর সুপীত বরণ
নিজ দেহে করিছ ধারণ ॥
শ্রীরাধার ভাবে করি ভাবিত অন্তর
তুরারাধ্য চিত্ত ধর্ম্ম বলে।
দয়ানিধি রূপি তুমি এবে বিশ্বপর
রাধা দয়া বুঝি কতুহলে ॥
রাধা - কান্তি রাধা ভাব করি অঙ্গীকার
নদীয়া প্রকট গোরা নামে
মম মনোরথলতা গোপেশ কুমার !
সফল করহ বিশ্বধামে ॥ ৯৫

ললিতা প্রসাদে রাই, গিরিধারী পাই।
প্রেমানন্দ রসে নিমগণ।
ব্রজবনে পরিচিত এই কথা সদাই।
ইহা আমি করেছি শ্রবণ।

এ হেতু ললিতে! তব চরণে শরণ
সর্ব্ব ভাবে লইনু এবার।
করুণা রঞ্জিত তব কোমল ঈক্ষণ
আমাপরে রাখ অনিবার ॥৯৬

রূপে গুণে নামে শীলে বিশাখিকে সতি!
রাধা সম তুমি বৃন্দাবনে।
এই কথা সুলোচনা সভা মাঝে অতি
সুপ্রসিদ্ধ আছে সর্ব্বক্ষণে ॥
নিরুপাধি কৃপাময়ি বরাঙ্গে বিশাখে।
তাই তোমা করি নিবেদন।
পূর্ব অপরাধ মম ক্ষমি লাখেলাখে
দেহি মোর ও পদে শরণ। ৯৭

যে দোঁহার প্রেমরূপ সম্পদ নিকর
নিরুপম নিখিল ভুবনে।
সেই ব্রজস্থ নবীন যুব যুগলের
প্রিয়সখা সখীর চরণে ॥
এই মম নিবেদন রহু চিরকাল
তাসকার পদরজঃ কণে
অভিষিক্ত হই যেন এ শির মণ্ডল
চরিতার্থ হয় এ জীবনে ॥৯৮

ব্রজবাসী চিরসেবা গিরি গোবর্দ্ধন !
হরিদাস শ্রেষ্ঠ ! বৃন্দাবনে।

সর্ব্ব গিরি গুরো ! ব্রজ মুকুট মোহন !
মম নিবেদন ও চরণে।

তব পাশে বসি লভি তব সঙ্গবল
মম হৃদি পাষাণের গায়

সহসা এ মনোরথ চারুলতা দল
জনমি কেমন বৃদ্ধি পায় ॥ ৯৯

রাই সম কৃষ্ণপ্রিয় রাধা কুণ্ডেশ্বরী !
তব তীরে করি মুহি বাস

তোমার কৃপায় দেখি ! এ বিশ্বাস ধরি—
পূর্ণ হবে মম অভিলাষ ॥

ক্ষীন আশালতা মম তব নীরপানে
কালে দেবি ! হই অঙ্কুরিত।

সতেজে বর্দ্ধিত অতি হই দিনে দিনে
শেষে হবে পুষ্পিত ফলিত ॥

তব তীরে বসি লভি তব কৃপাকণ
আশালতা পালিব যতনে।

শেষে কালবশে তনু করিব পাতন
এ মম জীবন উদ্যাপনে ॥ ১০০

অয়ি যোগপীঠ ! অয়ি সুরতরু চয় ।
সবে এবে কর অবধান ॥
সবলে আমারে ধরি দিয়াছ কৃপায় ॥
নিজ অধিকারে বাসস্থান ॥
তো সবার তলে বসি একে একে যত ।
মনোরথ করিনু প্রকাশ ॥
সে সব সফল আশু করি ইচ্ছামত ।
পূর মম চির অভিলাষ ॥ ১০১

শুন শুন বৃন্দাবন চির অধিবাসী ।
স্থাবর জঙ্গম জনগণ ॥
তোমরা সকলে মোরে করুণা প্রকাশি ।
চিরসঙ্গী করহ এখন ॥
বৃন্দাবন পালয়িত্রি বৃন্দে গুণবতি ।
তুমি চির নারী শিরোমনি ॥
সৌভাগ্যে ঐশ্বর্য্যে তুমি অদ্বিতীয়া সতি ।
তব যশে পূর্ণ এ অবনী ॥
রসিকা রসিক বলি যাঁদের সুখ্যাতি ।
সে রাধা-শ্যামের প্রিয় তুমি ॥
তাই হেন কর যাহে হই আমি সতি ।
রাধাগণে গণ্য ব্রজভূমি ॥ ১০২ ॥

বৃন্দাবন ভূমিপতি ! উমা বিনোদন ।
জয় জয় শশাঙ্ক শেখর ॥

সনন্দন সনাতম নারদাদি জন।
তোমা পূজে চির গোপীশ্বর॥
এ ব্রজ বিলাসী যব যুগল চরণে॥
নিরুপাধি প্রেম দেহ তুমি।
তব পদাম্বুজে মম নতি সর্ব্বক্ষণে।
তুমি আমা রাখ ব্রজভূমি॥ ১০৩

---

* অথ শ্রীগ্রন্থপাঠ ফলম্ *

শ্রীগোরাশশী পক্ষে।

সজ্জন সাধক কুল যে লীলা মোহন।
কৃষ্ণ লীলাস্মৃতি আগে করেন চিন্তন॥
সেই লীলা কথা এই দশ শ্লোক মাঝ।
ভুবন মঙ্গল তরে করেন বিরাজ॥
যেই জন এদশক পড়ে ভক্তি ভরে।
তাঁরে গোরা নিজ গুণে প্রেমময় করে॥
নবদ্বীপ বৃন্দাবনে বাস অধিকার।
কৃপা করি তারে দেন শচীর কুমার॥
হেন গোরাশশী সেবা পাইবার তরে।
এ দয়াল পদ তার চিন্তে প্রেম ভরে॥ ১১॥

শ্রীরাধামাধব পক্ষে।

ওরে চিত্ত বৃত্তিগণ এই বৃন্দাবন।
সতত একান্ত ভাবে করহ ভজন॥

হেথায় শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিলাসে সাগর।
রসের লহরী মালা খেলে নিরন্তর॥
সে রস তোদের যদি আস্বাদ না হয়।
অথচ আস্বাদ লোভে সুপ্রবল রয়॥
তা হলে হেলায় কিম্বা শ্রদ্ধায় সকলে।
এ সঙ্কল্প কল্পদ্রুম সেব কুতূহলে॥
আর এক কাজ সবে কর কৃপা করি॥
দয়াল স্ব সঙ্গে লহ তার কানে ধরি॥ ১০৪॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বিরচিত সংকল্প কল্পদ্রুম গ্রন্থের শ্রীলরামদয়াল ঘোষ বিরচিত পয়ারানুবাদ "সাধন সোপান"। সমাপ্ত

॥ সমাপ্ত ॥

অনুবাদকের প্রার্থনা

জয় জয় গোরাশশী সর্ব্ব বিশ্ব গতি
জয় জয় নিত্যানন্দ সেবা অধিপতি ॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত সৃষ্টি স্থিতি কর।
জয় জয় শ্রীনিবাস জয় গদাধর ॥
জয় জয় বিশ্বনাথ ভক্ত চক্রবর্ত্তী !
মোরে কর ও চরণ সন্নিকটবর্ত্তী ॥
কৃষ্ণদেব সার্ব্বভৌম বিশ্বনাথ শিষ্য।
ঘুষুক তাঁহার জয় এ নিখিল বিশ্ব ॥
জয় মম গুরুদেব শচীর কুমার।
এবার কি লীলা জাল করেছ বিথার !!
দলে দলে শ্বাপাদাদি সে জালে পড়িয়া।
মায়ার কুহক হতে যাইছে তরিয়া ॥
নিজ প্রেমে মাতাইয়া শ্রীগৌড় মণ্ডল।
নিজ ধামে বিহরিছ লই নিজ দল ॥
অনন্ত মহিমা তব বুঝে কোন জন।
কত রূপে করিতেছ জীব উদ্ধারণ।
এবার যে কৃপা তুমি করিছ প্রকাশ।
অন্য অবতারে নাহি তাহার আভাস ॥
কেন না মো সম নাই, পাপী দুরাচার।
এমন দুষ্কৃতি নাহি, না করি এবার ॥
হেন জনে কৃপা তব কি কহিব আর।
তাই হেন কৃপা পূর্ব্বে না কর প্রচার ॥
কি উদ্দেশে কোন কার্য্য করিছ গোঁসাই।
আমি অভাজন তাহা ভাবি নাহি পাই ॥

এ সংসার মাঝে কীট যত যত হয়।
তা সবার মাঝে আমি অধম নিশ্চয় ॥
হেন কীটাধমে তুমি আনি বৃন্দাবনে।
করুণা বৈভব তব দেখালে ভুবনে ॥
কোথা ছিনু কোথা আনু ভাবি দয়াময়!
মহিমা সাগরে তব এ মন ডুবয় ॥
অহৈতুক কৃষ্ণ কৃপা কথা শুনেছিনু।
তাহার মরত প্রভো! তোমাতে বুঝিনু ॥
যে তোমারে গোপীগণ রাখি স্তনে স্তনে।
তাতেও বেদনা পাছে পাও ভাবি মনে ॥
সবাই সভয়ে কত যতনে যতনে।
তোমারে সেবায় রত থাকে সর্ব্বক্ষণে ॥
সেই তুমি এ ভুবনে প্রকট হইয়া।
জীবে শিক্ষা দিহ লোক রীতি আচরিয়া ॥
সামান্য মায়িক জীব সম লীলাময়!
মায়িক সংসার পাতি ভূজিছ বিষয় ॥
কতই করহ শ্রম সীমা নাহি তার।
বৈভব ব্যঞ্জক বেশে বিরাগ তোমার ॥
সামান্য কঠিন শেযে তোমার শয়ন।
সামান্য অশন প্রভো! তোমার ভক্ষণ ॥
ধূলি ধূসরিত তনু, রস নিরাসনে।
এত ক্লেশ কর তুমি জীবের কারণে ॥
কখন পাচক হও, কখন পাঠক।
কখন পূজক হও, কখন কথক ॥
কভু পাক আয়োজন কর প্রেমভরে।
এরূপ যা কর জীবোদ্ধার তরে ॥

লৌকিক লীলায় কর ঐশ্বর্য্য প্রকাশ।
বহিরঙ্গে নাহি জানে,—জানে তব দাস॥
তুমি যথা যাও তথা বহে প্রেমধার।
শ্রীপদ যে হেরে মন গলি যায় তার॥
এই ভিক্ষা মাগি নাথ! তোমার চরণে।
তব দাসী হই যেন জীবনে মরণে॥
কত রূপে জীবে ত্রাণ কর কৃপাময়!
তার এক প্রণালীর দিব পরিচয়॥
তব আজ্ঞাবশে তব পরিষদগণ।
জীবে লাগি নানা গ্রন্থ করেন বচন॥
সে সব রচিত হন অমর ভাষায়।
কালের প্রভাবে তাহা এবে মৃত প্রায়॥
সেই ভাষা অনভিজ্ঞ গৌড় ভক্তগণ।
সে গ্রন্থ নিহিত রসে বঞ্চিত এখন॥
তাই মোরে কৃপা করি উপলক্ষ করি।
পিয়াও সে গ্রন্থরস ভক্তে ইচ্ছা ভরি॥
আমি আভাজন, লভি তোমার প্রসাদ।
গৌড়ীয় ভাষায় গ্রন্থ করি অনুবাদ॥
শ্রীদাস গোস্বামী কৃত গ্রন্থ স্তবাবলী।
শ্রীরূপের স্তবমালা, গ্রন্থ পদ্যাবলী॥
শ্রীদানকেলী কৌমুদী হেন গ্রন্থত্রয়।
অদ্বৈতের স্তবরাজ,—গ্রন্থ রসময়॥
কর্ণ পুরকৃত কৃষ্ণ চৈতন্য চরিত।
শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকের রীত॥
শ্রীশ্রীগৌর গণোদ্দেশ দীপিকা এ তিন।

শ্রীচৈতন্য চন্দ্রামৃত গ্রন্থ সমীচীন ॥
এ গ্রন্থ প্রবোধানন্দ সরস্বতী কৃত।
চৈতন্য মাহাত্ম্য ইথে মধুর বর্ণিত ॥
সার্ব্বভৌম ঠাঁকুরের চৈতন্য শতক।
মহাপ্রভু কৃপা সাক্ষী অজ্ঞান নাশক ॥
শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত — কৃষ্ণদাস কৃত।
এ সবার অনুবাদ করেছ সাধিত ॥
সম্প্রতি সঙ্কল্পকল্প দ্রুম গ্রন্থ বরে।
নিযুক্ত করিলে আমা অনুবাদ তরে ॥
তা সহ গৌরাঙ্গ লীলামৃত মিলাইয়া।
প্রচার করিতে আজ্ঞা দিলে বিলাইয়া।
যে রূপ বলাবে প্রভো! বলিব সেরূপ।
কি চিন্তা আমার ইথে ওহে বিশ্বরূপ ॥
যার দ্বারে ইচ্ছ তুমি সেই ইহা পারে!
যন্ত্রী ইচ্ছামত যন্ত্র চলে এ সংসারে ॥
তোমার আদেশ পাই বসি বৃন্দাবনে।
কেশী ঘাটে শিরোমণি মহাত্মা ভবনে ॥
চৈতন্যাব্দ চারিশত দশাব্দে আশ্বিন!
ষোল দিনে অনুবাদ শেষ প্রেমাধীন ॥
যে লাগি করালে তুমি গ্রন্থ অনুবাদ।
সে উদ্দেশ্যে পূর্ণ কর, করি পরসাদ ॥
এই গ্রন্থ পাঠে যেন সাধক মণ্ডলে।
তো দুহুঁ যুগল সেবা লভে কুতুহলে ॥
বিশেষ করুনা প্রভো! কর এই বার!
নিত্যানন্দ দাস সেবা পাউক তোমার ॥

গোপাল রসিক কালী শ্রীক্ষেত্র মোহন।
বসন্ত বরদাকান্ত অম্বিকা মাখন॥
শ্রীউমেশ তিনকড়ি শ্রীকৃষ্ণ কিশোর।
রামলাল কৃষ্ণসখা প্রেমে হক ভোর॥
প্রহ্লাদ অদ্বৈত দাস ভক্তজী দুজন।
আশুতোষ শ্যামাদাস শ্রীব্রজ মোহন॥
শ্রীমণ্ডল বলমালী শিবকৃষ্ণ রায়।
বিপিন কিশোরী যেন প্রেমে ভাসি যায়॥
যজ্ঞেশ্বর কালিময় অচ্যুত রাজীব!
তব প্রেম দানে যেন সাধে জীব শিব॥
জননী সোদরাদ্বয় বনিতাদি সবে।
সদা মত্ত রহু তব প্রেম মহোৎসবে॥
জামাতা দুহিতা মম ভাগিনেয় গণ॥
দৌহিত্র সকল আর মাতুলাদি জন॥
ভাগিনেয়ীগণ, আর স্বজন সকল।
তুয়াপ্রেম রসে মত্ত রহু অবিরল॥
ত্রিকাল ভকত হেন যত তব হয়।
সবাই এ দীনে যেন করুণা করয়॥

ইতি শ্রীসাধন সোপানে অনুবাদকের
প্রার্থনা সমাপ্ত।

বৈষ্ণব রিসার্চ ইনষ্টিটিউট হইতে—

॥ শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী কর্ত্তৃক সম্পাদিত ॥

গবেষণামূলক ও অপ্রকাশিত প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী

(মাধবেন্দ্র পুরীর জীবনী সহ) দশ টাকা
১। শ্রীচৈতন্য ডোবা মাহাত্ম্য—(শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর
২। জগদ গুরুর শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর মহিমামৃত—(১০৮
জীবনী) পঁচিশ টাকা ৩। গৌড়ীয় বৈষ্ণব লেখক পরিচয়—
জন লেখক পরিচিতি)—দশ টাকা ৪। গৌড়ীয় বৈষ্ণব তীর্থ পর্যটন—
পঁচাশী টাকা। ৫। গৌরভক্তামৃত লহরী (পঞ্চ শতাধিক গৌরাঙ্গ
পরিকরের জীবনী) দশ খণ্ড একত্রে দুইশত পঞ্চাশ টাকা ৬। রাধা
কৃষ্ণ গৌরাঙ্গ গণোদ্দেশালী (শ্রীরাধা গোবিন্দের পার্ষদ পরিচয় ও গৌরাঙ্গ
পার্ষদ বর্গের পূর্ব্বাবতার বিষয়ক গ্রন্থাবলী) ত্রিশ টাকা ৭। গৌরাঙ্গের
ভক্তিধর্ম্ম—(শ্রীগৌরাঙ্গের উপদেশ ও শ্রীরূপ কবিরাজের ভাবাদর্শ)—
পাঁচ টাকা ৮। শ্রীনিত্যানন্দ চরিতামৃত—ত্রিশ টাকা ৯। নিত্যানন্দ বংশ
বিস্তার—কুড়ি টাকা। ১০। সীতাদ্বৈত তত্ত্ব নিরূপন—(অদ্বৈত প্রভু
পূর্ব্বাতার বিষয়ক প্রাচীন গ্রন্থ—দশ টাকা ১১। ব্রজমণ্ডল পরিচয়—
কুড়ি টাকা ১২। অভিরাম লীলামৃত—ত্রিশ টাকা ১৩। সখ্য
ভাবের অষ্ট কালীন লীলা স্মরণ—দশ টাকা ১৪। সাধক স্মরণ (অষ্টক
প্রনাম সন্ধ্যারতি ভোগারতি প্রভৃতি)—দশ টাকা ১৫। গৌড়ীয়
বৈষ্ণব শাস্ত্র পরিচয় দশ টাকা ১৬। নিত্যভজন পদ্ধতি (বৈষ্ণবীয়
পূজা পদ্ধতি অষ্টক প্রনাম ভোগারতি সন্ধ্যারতি ও অধিবাসাদি কীর্ত্তন)
আশী টাকা। ১৭। পানিহাটীর দণ্ডোৎসব—দশ টাকা ১৮।
বিশুদ্ধ মন্ত্র স্মরণ পদ্ধতি পাঁচ টাকা ১৯। ধনঞ্জয় গোপাল চরিত ও
শ্যামচন্দ্রোদয় (ধনঞ্জয় গোপাল ও পানুয়া গোপালের মহিমা) পাঁচ টাকা
২০। অষ্ট কালীন লীলা স্মরণ—দশ টাকা ২১। গৌরাঙ্গ লীলা

(গৌরাঙ্গ তত্ত্ব বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ) কুড়ি টাকা ২২। অনুরাগবল্লী (নিবাস আচার্য মহিমা) সাত টাকা ২৩। গৌরাঙ্গ অবতার রহস্য (শ্রীকৃষ্ণের গৌরাঙ্গরূপ ধারনের বৈচিত্রময় রহস্যাদি)—কুড়ি টাকা ২৪। শ্যামানন্দ প্রকাশ—পঁচিশ টাকা ২৫। সপার্ষদ গৌরাঙ্গ লীলা রহস্য —আশী টাকা। ২৬। প্রার্থনা ও প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা—পনের টাকা ২৭। নিতাই অদ্বৈত পদ মাধুরী (মাধুরী (প্রভু নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের মহিমামূলক প্রাচীন পদ)—কুড়ি টাকা। ২৮। পদাবলী সাহিত্য সংগ্রহ কোষ ১ম খণ্ড (নরহরি সরকারের পদাবলী)—কুড়ি টাকা ২য় খণ্ড [নরহরি চক্রবর্ত্তীর গৌরলীলা পদ]—ষাট টাকা, ৩য় খণ্ড [নরহরি চক্রবর্ত্তীর কৃষ্ণ- লীলা পদ] চল্লিশ টাকা ৪র্থ খণ্ড [ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তীর পদাবলী]—ত্রিশ টাকা, ৫ম খণ্ড [মুরারি গুপ্ত গোবিন্দ মাধব বাসুদেব ঘোষের পদাবলী] —পঁচিশ টাকা। বলরাম দাসের পদাবলী—পঞ্চাশ টাকা, সপ্তম খণ্ড [গোবিন্দ দাসের পদাবলী] চল্লিশ টাকা। ২৯। অভিরাম বিষয় প্রকাশিত গ্রন্থদ্বয়—[অভিরাম পটল ও অভিরাম বন্দনা—দশ টাকা। ৩০। চৈতন্য কারিকায় রূপ কবিরাজ—পাঁচ টাকা ৩১। জগদীশ চরিত্র বিজয় [জগদীশ পণ্ডির জীবন কাহিনী]—পঁচিশ টাকা ৩২। বৈষ্ণব ইতিহাস সার সংগ্রহ—সত্তর টাকা ৩৩। মন শিক্ষা—পনের টাকা ৩৪। মহাতীর্থ চৈত্যডোবা [ইং]—সাত টাকা। ৩৫। বিংশ শতাব্দীর কীর্ত্তনীয়া [কীর্ত্তনীয়াগনের পরিচয়]—১ম খণ্ড চল্লিশ টাকা ২য় খণ্ড ত্রিশ টাকা, ৩য় খণ্ড ত্রিশ টাকা ৩৬। শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদবর্গের সূচক কীর্ত্তন— ত্রিশ টাকা ৩৭। রসিকমণ্ডল [প্রভু রসিকনন্দের জীবনী] পঞ্চাশ টাকা ৩৮। চৈতন্য শতক [সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য কৃত]—সাত টাকা ৩৯। অদ্বৈত প্রকাশ [অদ্বৈত প্রভুর জীবন কাহিনী] চল্লিশ টাকা ৪০। বৈষ্ণবতীর্থ গ্রাম কাঁচরাপাড়া—পাঁচ টাকা। ৪১। বৈষ্ণব তীর্থ শ্রীপাট শ্রীখণ্ড—দশ টাকা ৪২। চৈতন্য ভাগবত ও বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের

রচনাবলী—আড়াই শত টাকা ৪৩। চৈতন্য চন্দ্রামৃত (প্রবোধানন্দ সরস্বতী কৃত)—কুড়ি টাকা ৪৪। শ্রীখণ্ডের প্রাচীন কীর্ত্তনীয়া ও পদাবলী—কুড়ি টাকা। ৪৫। অদ্বৈত মঙ্গল—(অদ্বৈত প্রভুর মহিমা মূলক) —চল্লিশ টাকা ৪৬। গৌরাঙ্গের পিতৃবংশ পরিচয় ও শ্রীহট্ট লীলা——পঁয়ত্রিশ টাকা ৪৭। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত—(ব্যাখ্যা সহ) তিনশত টাকা ৪৮। নেড়া নেড়ী সৃষ্টি রহস্য—পনের টাকা ৫৯। অষ্টকালীন লীলা স্মরণের ক্রম বিন্যাস (অষ্ট কালীন লীলার সময় নির্দ্ধারণ)—সাত টাকা ৫০। শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী রজত জয়ন্তী সংখ্যা—কুড়ি টাকা ৫১। বৈষ্ণব তীর্থ শ্রীপাট ঝামাটপুর—কুড়ি টাকা। ৫২। সপ্তগ্রামের গৌরাঙ্গ পার্ষদ—পনের টাকা ৫৩। শ্রীভক্তি রত্নাকর —তিনশত টাকা ৫৪। একাদশী ব্রত মাহাত্ম্য—দশ টাকা ৫৫। শ্রীপাট কুলিয়া মাহাত্ম্য—দশ টাকা ৫৬। গৌরাঙ্গ পার্ষদ ঝড়ু ঠাকুরের জীবনী চরিত—দশ টাকা ৫৭। লোচন দাসের ধামালী ও পদাবলী—কুড়ি টাকা ৫৮। পদাবলী সাহিত্য গৌরাঙ্গ পার্ষদ—জয়দেব বিদ্যাপতি চণ্ডিদাস সহ একশত পঁচাত্তর জন বৈষ্ণব পদাবলী লেখকের সবিস্তার জীবন কাহিনী—ত্রিশ টাকা ৫৯। শ্রীবংশী বদনের পদাবলী ও বংশী শিক্ষা—ত্রিশ টাকা ৬০। চৈতন্য মঙ্গল—শ্রীলোচন দাস বিরচিত—দেড়শত টাকা ৬১। শ্রীরূপ সনাতনের রামকেলী লীলা—দশ টাকা ৬২। প্রভু অদ্বৈতের শান্তিপুর লীলা ও রাসোৎসব—দশ টাকা ৬৩। জয়দেব ও গীত গোবিন্দ—কুড়ি টাকা ৬৪। তারক ব্রহ্ম মহামন্ত্র নামজপ ও কীর্ত্তন বিধান—পনের টাকা ৬৫। সপার্ষদ ঠাকুর নরোত্তমের পদাবলী—ত্রিশ টাকা ৬৬। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চন্দ্রোদয়াবলী —(শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকের প্রেমদাস কৃত বঙ্গানুবাদ—যন্ত্রস্থ।

শ্রীগৌর গোবিন্দের লীলারস আস্বাদনে
বৈষ্ণব পদাবলী গ্রন্থ পড়ুন ।

জীবনীসহ অদ্যাবধি প্রকাশিত গ্রন্থ ।

১। শ্রীনরহরি সরকারের পদাবলী—(শ্রীগৌরলীলা ৬৩৭টি পদ) ভিক্ষা ষাট টাকা ২। নরহরি চক্রবর্ত্তীর পদাবলী (শ্রীকৃষ্ণলীলা ৬৩৭টি পদ) ভিক্ষা—ষাট টাকা ৩। নরহরি চক্রবর্ত্তী পদাবলী—(শ্রীকৃষ্ণলীলা ৪৫৯ পদ) ভিক্ষা—চল্লিশ টাকা ৪। ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তীর পদাবলী—(শ্রীগৌর লীলা ৬৯, শ্রীকৃষ্ণলীলা ২৬৫ পদ) ভিক্ষা—ত্রিশ টাকা ৫। মুরারী গুপ্ত গোবিন্দ ঘোষ বাসুদেব ঘোষের পদাবলী—ভিক্ষা পঁচিশ টাকা ৬। বলরাম দাসের পদাবলী (১৮৫ পদ) ভিক্ষা—পঞ্চাশ টাকা ৭। শ্রীখণ্ডের প্রাচীন কীর্ত্তনীয়া ও পদাবলী (১১ জন পদকর্ত্তার পদাবলী) ভিক্ষা—কুড়ি টাকা। ৮। লোচন দাসের ধামালী ও পদাবলী (১৬৮ পদ) ভিক্ষ—কুড়ি টাকা। ৯। গোবিন্দ দাসের পদাবলী ভিক্ষা—চল্লিশ টাকা।

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী

(অপ্রকাশিত ও দুঃপ্রাপ্য বৈষ্ণব শাস্ত্র প্রচার মূলক পত্রিকা)

পত্রিকাটি ত্রৈমাসিক ভাবে আজ বত্রিশ বৎসর যাবৎ প্রচারিত। ইহাতে বৈষ্ণব শাস্ত্র ও গবেষণামূলক তথ্যাদি পরিবেশিত হইয়া আসিতেছে।

আপনি বার্ষিক চাঁদা কুড়ি টাকা বা আজীবন সদস্য বাবদ এককালীন দুইশত টাকা পাঠিয়ে গ্রাহক হউন।

২। বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য সংগ্রহ কোষ

এই ত্রৈমাসিক পত্রিকায় প্রাচীন পদাবলী ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইতেছে। বার্ষিক চাঁদা কুড়ি টাকা বা আজীবন সদস্য চাঁদা দুইশত টাকা পাঠিয়ে নিয়মিত গ্রাহক হউন।

যোগাযোগ—শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী শ্রীচৈতন্য ডোবা পোঃ—হালিসহর উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ ফোন—২৫৮৫-০৭৭৫।

শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর শ্রীপাট দর্শনে আসুন



শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর শ্রীপাট ও কুমারহট্ট বাসাঙ্গন



কুমারহট্ট শ্রীবাস ভবনে গৌরাঙ্গের আগমন লীলা



শ্রী গৌরাঙ্গের গুরুভূমি দর্শন লীলা

পথ নির্দেশ ঃ-

শিয়ালদহ / রানাঘাট রেলপথে নৈহাটী অথবা কাঁচড়াপাড়া ষ্টেশন নামিয়া ৮৫নং বাসযোগে হালিশহর "শ্রীচৈতন্য ডোবা" স্টপেজ নামিলেই শ্রীমন্দির।

বাসে শিয়ালদহ / শ্যামবাজার / বারাকপুর হইতে ৮৫নং বাসরুটে এখানে আসা যায়।